KAVYA-DARPANA

OR

A TREATISE

ON

RHETORICAL COMPOSITION

IN BENGALI.

কাব্য-দর্পণ।

বাঙ্গালা-অলঙ্কার।

শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত
শ্রীজয়গোপাল গোস্বামি-প্রণীত
ও প্রকাশিত।

" মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"
রঘুবংশং।

কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

উৎসর্গ-পত্র।

বহুবিধ সদ্‌গুণসমলঙ্কৃতহৃদয়

রাজ শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের

হস্তে

এই পুস্তক

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

সাদরে উপায়নীকৃত হইল।

বিজ্ঞাপন।

অলঙ্কারশাস্ত্র অতি বিস্তৃত, ইহার সমস্ত অংশ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয় নাই, বিশেষতঃ যে সকল অংশ অতি দুরূহ ও আংশিকরূপে নানালঙ্কার-প্রবিষ্ট, সে সকল অংশের দিঙ্‌মাত্রও কেহ কখন প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহার আস্বাদনে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। এজন্য আমি এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীর নিকটে পরীক্ষণীয়।

যদিও বঙ্গভাষায় কেবল অলঙ্কার পরিচ্ছেদের কোন কোন অংশ ব্যতীত আর সমস্ত পরিচ্ছেদেরই সমীচীন ও সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি এই পুস্তক খানি অখণ্ড করিবার নিমিত্ত আমি ইহাতে অলঙ্কার পরিচ্ছেদের সমস্ত লক্ষণের তাৎপর্য্যই সন্নিবেশিত করিলাম, তবে যে গুলি নিতান্ত পরিহরণীয় কেবল সেই গুলি পরিত্যাগ করিলাম।

বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং অশ্লীলদোষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যতদূর পারিয়াছি চেষ্টা করিয়াছি। সাঙ্গোপাঙ্গ আদ্য-রস ইহাতে বিবৃত হয় নাই, কেবল আদ্যরসের লক্ষণ

ও একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।
"সাহিত্যদর্পণ," "কাব্যপ্রকাশ," "কাব্যাদর্শ," "অলঙ্কারকৌস্তভ" ও সহৃদয়শিরোমণি কবিচণ্ডিদাসপ্রণীত "কাব্যপ্রকাশদীপিকা" প্রভৃতি কএক খানি অলঙ্কারের সারভাগ গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে।

আদ্যরসের অন্যতম নাম উজ্জ্বলরস. এজন্য "উজ্জ্বল রসতরঙ্গিণী" নামে আর একখানি গ্রন্থসঙ্কলন করিয়াছি; ইহাতে শাখা প্রশাখার সহিত কেবল আদ্যরস বর্ণিত হইয়াছে। যদি বহ্বায়াসসাধ্য এই "কাব্যদর্পণ" সভ্য-সমাজে অরুচিকর না হয়, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই "উজ্জ্বলরসতরঙ্গিণীর" লহরীপরম্পরা সমুত্থিত করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন-পবন প্রবাহিত করিতে ত্রুটি করিব না।

আদ্যরসের উল্লেখ করিতে হইলেই যে লেখনী ঘৃণা-কর ও লজ্জাজনক বিষয় সকল উদ্গীর্ণ করিবে ইহা কেবল ভ্রান্তিবিলসিত। যেরূপ ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু ঋতুরাজ বলিয়া আদরণীয়, নব রসের মধ্যে নিরাবিল আদ্যরসও সেইরূপ আদরণীয়; এই নিমিত্ত ভিন্নাব-য়বে উহা লিখিত হইয়াছে; কিন্তু অনায়াসে প্রকটিত হইবে কি না তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এইক্ষণে সভ্যসমাজে নিবেদন এই যে, যদি দেশীয় সহৃদয়গণ সানুগ্রহ হইয়া এই পুস্তক খানির প্রতি এক এক বার দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলেই এই সামান্য গ্রন্থকার আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিবে।

এই পুস্তক যে একবারে নির্দ্দোষ হইয়াছে ইহা বলা কেবল মূঢ়তার কর্ম্ম, তবে যদি কোন মহাত্মা ইহার স্থল

বিশেষে দোষ দেখিতে পান, আর যদি তিনি কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক সেই বিষয় গ্রন্থকারকে জানান, তাহা হইলে গ্রন্থকৃৎ পরমোপকৃত হইবে ইতি।

শান্তিপুর,
তাং ৪ঠা ভাদ্র, সন ১২৮১ সাল। } শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মা

সূচীপত্র।

কাব্যদর্পণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কবি বলি পরিচয় দিতে সভ্যগণে
কাঁপিছে হৃদয় মম ওগো বরাননে।
ক্ষমি সব অপরাধ, পূরাইতে যদি সাধ,
ইচ্ছা থাকে জননি গো, দাসের হৃদয়ে
অধিষ্ঠিত হও তবে বীণাপাণি হয়ে॥
নীরস হৃদয় মম হেরিয়া নয়নে
অন্তরিত হ'ওনা মা শ্বেতপদ্মাসনে।
বিমাতা চরণে ঠেলি, দিয়াছেন দূরে ফেলি,
তুমি যদি কোলে নাহি কর মা ভারতি!
তবে এ দাসের, মাগো! কি হইবে গতি॥

অথ অলঙ্কার।

১। যে গ্রন্থে কাব্যের স্বরূপ, বাগ্‌বিবৃতি, রস, ভাব, দোষ, গুণ, রীতি, ধ্বনিবিচার ও অলঙ্কারের বিষয় লিখিত থাকে তাহার নাম অলঙ্কার।

অথ কাব্যফল।

২। কাব্যরসের আস্বাদন ও সরসকাব্যের গুম্ফন এই দ্বিবিধ সমালোচন হইতে এমন কি অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগেরও ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এই স্থানে সেই কাব্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে।

আরও কোন মহাত্মা বলিয়াছেন যে, সৎ-কাব্যের আলোচনা ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গে সংসিদ্ধি ও নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি চতুঃষষ্টিকলাতে বিশিষ্ট জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া সানুরাগহৃদয় কাব্যনিষেবণকারিগণকে সমধিক প্রীতিমান্ ও কীর্ত্তিমান্ করে।

চতুঃষষ্টিকলা যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশনবসনাঙ্গরাগ, মণিভূমিকা কর্ম্ম, শয়ন-রচন, উদকবাদ্য, উদকঘাত, চিত্রাযোগ, মাল্যগুম্ফন-বিকল্প, শেখরাপীড়যোজন, নেপথ্যযোগ, কর্ণপত্র-ভঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, ঐন্দ্রজাল, কৌচুমার-যোগ, হস্তলাঘব, চিত্রশাকপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, পানকরসরাগাসব যোজন, সূচীবাপকর্ম্ম, সূত্রক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্ব্বচকযোগ, পুস্তকবাচন, নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, কাব্যসমস্যাপূরণ, পট্টিকা

বেত্রবাণবিকল্প, তর্কু কর্ম্ম, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রূপ্য-রত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগজ্ঞান, আকরজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, মেষকুক্কুটাদিযুদ্ধবিধি, শুকসারিকা-প্রলাপন, উৎসাদন, কেশমার্জ্জনকৌশল; অক্ষর-মুষ্টিকাকথন, ম্লেচ্ছিতকবিকল্প, দেশভাষাজ্ঞান, পুষ্পশকটিকানিমিত্তজ্ঞান, যন্ত্রমাতৃকা, ধারণমাতৃকা, সম্পাট্য, মানসীকাব্যক্রিয়া, ক্রিয়াবিকল্প, ছলিতক-যোগ, অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান, বস্ত্রগোপন, দ্যূত-বিশেষ, আকর্ষক্রীড়া, বালকক্রীড়নক, বৈনায়িকী-বিদ্যাজ্ঞান, বৈজয়িকী বিদ্যাজ্ঞান, বৈতালিকী বিদ্যা-জ্ঞান।

---

(১) নৃত্য—কৌশলযুক্ত বিবিধ নটন। (২) গীত—গানশিক্ষা, গীত রচনা, স, রি, গ, মাদি স্বরজাতি ভেদ, রাগভেদ, তান ও মাত্রাদি রচনা। (৩) বাদ্য—বাদন, তালরচনা, বোল নির্ম্মাণ, সুরজ্ঞান। (৪) নাট্য—উপরূপকাদি অষ্টাদশ ভেদ। (৫) আলেখ্য—বর্ণজ্ঞান, চিত্র-কর্ম্মাদি। (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য—নানা প্রকারে তিলক রচনা। (৭) তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার—তণ্ডুল কুসুমাদি দ্বারা নানাবিধ পূজোপহার রচনা। (৮) পুষ্পাস্তরণ—পুষ্পাদি দ্বারা শয্যাদি প্রস্তুত করণ। (৯) দশন বসনাঙ্গরাগ—দশন, বসন ও অঙ্গের রঞ্জন ভেদ। (১০) মণি ভূমিকা কর্ম্ম—ময়দানব নির্ম্মিত পাণ্ডব সভার ন্যায় মণিবদ্ধ ভূমি-ক্রিয়া। (১১) শয়ন রচন—পল্যঙ্কাদি নির্ম্মাণ চাতুরী। (১২) উদক-বাদ্য—জল তরঙ্গ। (১৩) উদকঘাত—জলস্তম্ভ বিদ্যা। (১৪) চিত্রা-যোগ—নানা অদ্ভুত প্রদর্শনের সম্যক্ উপায়। (১৫) মাল্যগুম্ফন-বিকল্প। (১৬) শেখরাপীড় যোগ। (১৭) নেপথ্য যোগ—বেশরচনা-চাতুরী। (১৮) কর্ণপত্র ভঙ্গ। (১৯) গন্ধযুক্তি—চন্দন কর্পূরাদি গন্ধ-

কাব্যস্বরূপ।

বেদাধ্যয়ন করিলেও চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু নীরসত্ব প্রযুক্ত তাহা অতিকষ্টসাধ্য এবং পরমানন্দ-সন্দোহজনকতা প্রযুক্ত কাব্য হইতে অতি সহজেও পরম সুখে চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

দ্রব্যদ্বারা বিবিধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করণ। (২০) ভূষণ যোজন—অলঙ্কার যোজনা। (২১) ঐন্দ্রজাল। (২২) কৌচুমারযোগ—কুচুমার-নামক কোন ব্যক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত আপনাতে নানা রূপ প্রদর্শন—অর্থাৎ বহুরূপীর কার্য্য। (২৩) হস্ত লাঘব—চমৎকার দেখাইবার জন্য অন্যের অলক্ষ্যভাবে হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তত্তদ্বস্তুর পরিবর্ত্তন। (২৪) চিত্রশাক পূপভক্ষ্য বিকার ক্রিয়া—নানাবিধ পাকক্রিয়া। (২৫) পানকরস রাগাসব যোজন—পানীয়পদার্থে নানারস ও রাগ রচনা। (২৬) সুচীবাপকর্ম্ম। (২৭) সূত্রক্রীড়া—সূত্র সঞ্চালন দ্বারা পুত্তলিকাদি চালন অর্থাৎ পুতলার নাচ। (২৮) প্রহেলিকা—অপহ্নুতবাগর্থ পরিজ্ঞান। (২৯) প্রতিমালা—সর্ব্ব বস্তুর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ। (৩০) দুর্ব্বচক যোগ—যে সকল বিষয় বলা কিম্বা করা দুঃসাধ্য সেই সকল বিষয় বলিবার কিম্বা করিবার উপায়। (৩১) পুস্তকবাচন—অবিদ্যমান বর্ণযোজনা দ্বারা অতিশীঘ্র পাঠ করা। (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন—তত্তৎ শাস্ত্র-পরিজ্ঞান ও নির্ম্মাণ করণ। (৩৩) কাব্য সমস্যা পূরণ—কাব্যের গুপ্ত-পদ ও সমস্যার অংশান্তরে যে পূরণ। (৩৪) পট্টিকা বেত্রবাণ বিকল্প—শতরঞ্চ প্রভৃতিতে নানাপ্রকার ছক কাটিবার উপায় এবং বেত্রবিকল্প—ধামাকাঠা ইত্যাদি নানাপ্রকার বেত্রকার্য্য করণ – বাণবিকল্প—অর্থাৎ অর্দ্ধ চন্দ্রাদি বাণের উদ্ভাবন। (৩৫) তর্কুকর্ম্ম—টেকো ঘুরাণ কাজ। (৩৬) তক্ষণ—সূত্রধরের কর্ম্ম। (৩৭) বাস্তুবিদ্যা—কোন স্থানে অট্টালিকাদি প্রস্তুত করিলে ভাল হয় তদ্বিষয়িণী বিদ্যা। (৩৮) রূপ্যরত্ন-পরীক্ষা—রৌপ্যস্বর্ণাদির সদসৎজ্ঞান। (৩৯) ধাতুবাদ—রসায়ন দ্বারা

অতি নীরস হইলেও পরিণতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদাধ্যয়ন করিয়া, অতিকষ্টে চতুর্ব্বর্গ লাভ করেন এবং সুকুমারমতি তরুণবয়স্ক ব্যক্তিসকল কাব্যরসের আস্বাদন করিয়া, অতিসহজে সেই সুখলাভ করিয়া চরিতার্থ হয়েন ; তবে কি পরিণতবুদ্ধি প্রৌঢ়বয়স্ক-

ধাতু নির্ম্মাণ বিদ্যা। (৪০) মণিরাগ জ্ঞান—মণিতে রাগ নির্ম্মাণজ্ঞান। (৪১) আকরজ্ঞান—দর্শনমাত্রেই মণিপ্রভৃতির উৎপত্তি ভূমি জ্ঞান। (৪২) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ—মৃতপ্রায় বৃক্ষে ঔষধ যোগ। (৪৩) মেষ কুক্কুটাদি যুদ্ধবিধি। (৪৪) শুকসারিকা প্রলাপন—শুক সারিকা পক্ষীকে পড়ান। (৪৫) উৎসাদন—বিদ্যা বিশেষ দ্বারা বাস্তু চ্যুতকরণ। (৪৬) কেশমার্জ্জনকৌশল। (৪৭) অক্ষরমুষ্টিকাকথন—অদৃষ্ট অক্ষরের স্বরূপ এবং মুষ্টিস্থ বস্তুর সংখ্যা কথন। (৪৮) ম্লেচ্ছিতকবিকল্প—ম্লেচ্ছবিবিধ ভাষা ও তত্তৎ শাস্ত্রজ্ঞান। (৪৯) দেশভাষাজ্ঞান—নানা দেশের ভাষাজ্ঞান। (৫০) পুষ্পশকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান—পুষ্প শকটিকা নামক কোন বিদ্যা দ্বারা নিমিত্ত জ্ঞান। (৫১) যন্ত্রমাতৃক—ককারাদি মাতৃকাবর্ণদ্বারা পূজার্থ যন্ত্র নির্ম্মাণ। (৫২) ধারণমাতৃক—উক্ত যন্ত্র ধারণ জ্ঞান। (৫৩) সম্পাট্য—হীরক খণ্ডন (পলতোলা) (৫৪) মানসী কাব্য ক্রিয়া—পরমনঃস্থিত অর্থ, শ্লোক দ্বারা প্রকাশ (৫৫) ক্রিয়াবিকল্প—এক এক কর্ম্ম নানা উপায়ে সম্পাদন; (৫৬) ছলিতক—যোগ—পরবঞ্চনাউপায়। (৫৭) অভিধান কোষ ছন্দোজ্ঞান। (৫৮) বস্ত্র গোপন—সূতার বস্ত্র লইয়া কৌষেয় বস্ত্র দেখান। (৫৯) দ্যূত বিশেষ—পাশাখেলা। (৬০) আকর্ষক্রীড়া—আকর্ষণবিদ্যা দ্বারা বস্তুর আনয়ন। (৬১) বালক ক্রীড়নক—খেলনা প্রস্তুত করণ। (৬২) বৈনায়িকী বিদ্যা—শাস্ত্রজ্ঞান। (৬৩) বৈজয়িকী বিদ্যা—যে বিদ্যাদ্বারা বিজয় লাভ হয়। (৬৪) বৈতালিকী—যে বিদ্যাদ্বারা বেতালাদি ভূতগণকে বশীভূত করা যায়।

গণ কাব্যশাস্ত্রে আদর করিবেন না? তাঁহারা কি কেবল্ বেদাদি পাঠ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহন করিবেন? কখনই না, কারণ সিতোপল-সেবনে রোগশান্তি হইলে কোন রুগ্নব্যক্তির তিক্তৌ-ষধি সেবনে প্রবৃত্তি জন্মে? ভগবান্ বাদরায়ণও এই কাব্যের উপাদেয়ত্ব অগ্নিপুরাণে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

কাব্যের উপাদেয়ত্ব।

দেখ মনুষ্যজন্ম প্রথমতঃ অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তাহাতে বিদ্যালাভ আরও সুদুর্ল্লভ হইয়াছে; নানা কষ্ট স্বীকার করিলে যদিও বিদ্যালাভ হয়, কিন্তু কবিত্ব-শক্তি জন্মান অতি সুকঠিন, সুতরাং কবিত্ব আরও দুর্ল্লভ হইয়াছে; এবং যদিও সৌভাগ্যবশতঃ তাহাতে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ হয়, তথাপি কালিদাসাদির ন্যায় তাহাতে একটী অসাধারণ শক্তি জন্মান যে কত সুদুর্ল্লভ তাহা আর ব্যক্ত করিয়া শেষ করা যায় না। অতএব কাব্য যে লোকে কিরূপ উপাদেয় বস্তু তাহা অগ্নিপুরাণোক্ত এই বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কাব্যের গৌরব।

কাব্য সম্বন্ধীয় যে কোন আলাপ ও তানলয় বিশুদ্ধ যে কোন গান সমস্তই বিষ্ণুর অংশস্বরূপ;

পুরাণবিশেষে কাব্যের এতাদৃশ গৌরব কথিত হইয়াছে। এইক্ষণে কাব্যের স্বরূপ কথিত হইতেছে।

অথ কাব্য।

৩। রসাত্মক* যে কবিকৃত প্রবন্ধ তাহার নাম কাব্য†। ইহা গদ্যে, পদ্যে এবং গদ্যপদ্যে বিনির্ম্মিত হইতে পারে।

এই কাব্য একটী পুরুষ সদৃশ, শব্দার্থ ইহার শরীর, ধ্বনি ইহার জীবন, রস আত্মা, মাধুর্য্য প্রভৃতি ইহার গুণ, উপমিতি প্রভৃতি এই পুরুষের অলঙ্কার, রীতি ইহার হস্তপদাদি অবয়ব; যদি শ্রবণকটুতাদি দোষাবলী ইহাতে লক্ষিত না হয়, তাহা হইলেই ইনি পরম সুন্দর পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

উদাহরণ।

"এই তীক্ষ্ণতর মম প্রিয় তরবার
লও, অয়ি বিধুমুখি! চারু উপহার।
আমার মৃত্যুর পরে, যবনে আক্রম করে
যদি বিকানীর, ইহা করিয়া ধারণ
পাঠাইবে শত্রুগণে শমন সদন।"

চারুগাথা।

এখানে বীরাখ্যরস ও তাহার স্থায়ী উৎসাহ নিষ্কম্পভাবে বিরাজ করিতেছে।

---

* এখানে রস শব্দে ভাব ও তদাভাস পর্য্যন্ত গ্রহণীয়।

† গুণালঙ্কারাদিযুক্ত বাঙ্‌নির্ম্মিতিবিশেষের নাম কাব্য ইতি কবিকর্ণপূর।

"স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে;
বিষয়ের দুঃখ নানা বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মনঃ এ যন্ত্রণা সত্য ভাব মনে।"

রামমোহন রায়।

এখানে ঈশ্বরবিষয়িণী রতিই ভাব হইয়াছে। রসাভাস যথা—

"এই সে শরীরে তাপ সম্বরিতে নারি
পশ্চাতে করিলা পণ কৃষ্ণা হেন হারি।
তবকৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীনজনে।
এই হেতু তোমাতে জন্মিল বড় ক্রোধ
ক্ষুদ্রলোকে কহে কথা নাহি কিছু বোধ॥"

মহাভারত।

গুরুজনের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করাতে এখানে রৌদ্রাভাস হইল।

মতান্তর।

কেহ কেহ বলেন যে, "যে বাক্যে শব্দ ও অর্থ দোষরহিত, সগুণ, ও সালঙ্কার তাহার নাম কাব্য।" কিন্তু একথা কাব্যামোদি-সহৃদয়বর্গের আদরণীয় নহে; কারণ যে সকল কাব্যের কোন কোন অংশে দোষ আছে, কোন রূপেই তাহাদিগের কাব্যত্বের হানি হইতে পারে না; তবে উপাদেয় পক্ষে কিঞ্চিৎ

তারতম্য হইতে পারে। যেমন কীটাণু-বিদ্ধ রত্নের উপাদেয়-তারতম্য ব্যতীত রত্নত্বের হানি হয় না, অল্পমাত্র দোষযুক্ত কাব্যের পক্ষেও অবিকল সেইরূপ।

উদাহরণ।

" তিলফুলে কৈল নাসা অধর বাঁধুলী।
চাঁপার পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া॥
কনকচম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া॥
গড়িল পারুল ফুলে তূণ মনোহর।
বোঁটাসহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর॥
ফুল ধনু ফুল গুণ ফুলময় বাণ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান॥"

বিদ্যাসুন্দর।

কন্দর্পের ধনুর্জ্যা ভ্রমরময়ী ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু এখানে ফুলময় গুণ বলাতে কীটাণু-বিদ্ধ রত্নের ন্যায় এই কবিতায় যে অতিঅল্প মাত্র দোষ হইয়াছে তাহা গ্রহণীয় নহে।

অথ কাব্যভেদ।

৪। উক্ত কাব্য উত্তম, মধ্যম, ও নিকৃষ্ট ভেদে তিন প্রকার।

অথ উত্তম কাব্য।

৫। যে কাব্যে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের চমৎকারিত্ব থাকে তাহাকে উত্তমকাব্য কহা যায়।

উদাহরণ।

"অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুণ॥"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের যেরূপ চমৎকারিত্ব আছে তাহা সহৃদয় পাঠকের অজ্ঞাত থাকিবে না।

অথ মধ্যম কাব্য।

৬। যে কাব্যে বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ও ব্যঙ্গ্যার্থটী গুণীভূত থাকে, তাহাকে মধ্যম কাব্য কহা যায়।

উদাহরণ।

"মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসি তোমার মন্দিরে।
একটী সাধন আছে সাধিব কালীরে॥
রজনীতে তুমি মোর না করো সন্ধান।
যাবৎ সাধন মোর নহে সমাধান॥

বিদ্যাসুন্দর।

তুমি আমার কৃতকার্য্যতার বিষয় অনুসন্ধান করো না, এই ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে এখানে সাধন করণ ও কুণ্ড খনন রূপ বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব আছে।

অধম কাব্য।

৭। যে কাব্যে ব্যঙ্গ্য নাই কেবল শব্দাড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় তাহার নাম অধম কাব্য।

উদাহরণ।

"হল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মতি।
হয় শান্ত কি ক্ষান্ত কৃতান্ত-গতি॥
করি গঞ্জিত গুঞ্জিত ভৃঙ্গ সবে।
ত্যজি মৃত্যু কি চিত্ত কি নিত্য রবে॥"

এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ বা বাচ্যার্থ কিছুরই চমৎকারিত্ব নাই কেবল শব্দচ্ছটামাত্র লক্ষিত হইতেছে।

অথ দোষ।

৮। কাণত্ব খঞ্জত্ব প্রভৃতি শরীর সম্বন্ধীয় দোষ-পরম্পরা মূর্খত্ব প্রভৃতি দোষাবলীর সহিত মিলিত হইলে, আত্মার যেরূপ অপকর্ষ সাধন করে, শব্দার্থ রূপ কাব্য-শরীরের কলুষতাসম্পাদক শ্রবণকটুত্বাদি দোষও ব্যভিচারাদির স্বশব্দবাচ্যত্বাদি দোষের সহিত মিলিত হইলে, কাব্যের আত্মভূত যে রস সেই রসের পক্ষে অবিকল সেইরূপ অপকর্ষ সাধন করিয়া

থাকে। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে কথিত হইবে।

গুণ অলঙ্কার ও রীতি।

৯। শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণগ্রাম, কটক কুণ্ডলাদি অলঙ্কার সমূহ এবং হস্তপদাদি অবয়ব পরম্পরা দেহ দ্বারা আত্মার যেরূপ উৎকর্ষ সংবর্দ্ধন করে; গুণ অলঙ্কার ও রীতিও শব্দার্থরূপ দেহদ্বারা কাব্য পুরুষের আত্মভূত যে রস সেই রসের তদ্রূপ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। গুণাবলীর রসধর্ম্মত্ব থাকিলেও এখানে গুণশব্দে গুণাভিব্যঞ্জক শব্দই গ্রহণীয়। ইহাদিগেরও বিশেষ লক্ষণ ও উদাহরণ সকল পরে ব্যক্ত হইবে।

ইতি কাব্যদর্পণে কাব্যস্বরূপনিরূপণ
নামক প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অথ বাক্য স্বরূপ।

১০। * যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত যে পদসমূহ তাহার নাম বাক্য।

পদার্থ সমূহের পরস্পর সম্বন্ধে যে অবাধ তাহার নাম যোগ্যতা। যেমন "রাম সীতাবিয়োগে কাতর হইয়া, অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।" এখানে রাম, সীতাবিয়োগে, কাতর, হইয়া, অজস্র, ইত্যাদি পদসমূহের অর্থ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই বলিয়া, নির্ব্বিঘ্নে বাক্যত্ব সম্পন্ন হইয়াছে। যদি যোগ্যতার অভাবেও বাক্যত্ব অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে "অগ্নি দ্বারা স্নান করিতেছে" ও "সুশীতল সলিল চর্ব্বণদ্বারা পাদস্ফোট নির্ব্বাণ করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে বাক্যত্বের কিছুমাত্র হানি হইত না। এখানে অগ্নি দ্বারা স্নান ও সলিল চর্ব্বণ প্রভৃতি সকল পদ-গুলিই পরস্পর সম্বন্ধবন্ধনে অযোগ্য বলিয়া উহাদের বাক্যত্ব সিদ্ধ হইল না।

* বাক্যের লক্ষণ এরূপ কুটিলভাবে না করিয়া এইরূপে করিলেই বঙ্গভাষার পক্ষে যথেষ্ট হইত যথা—"অর্থযুক্ত পদ সমূহের নাম বাক্য।"

অর্থোপস্থিতির যে পর্য্যবসান সেই পর্য্যবসানের যে অভাব তাহার নাম অর্থাৎ প্রতীতি পর্য্যবসান বিরহের নামই আকাঙ্ক্ষা। এখন নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ যে বাক্যের পদগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ যদি তাহার বাক্যত্ব অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, গো, সমুদ্র, মনুষ্য, পক্ষী ইত্যাদির বাক্যত্ব হইত।

আসত্তি—অর্থাৎ বুদ্ধির অবিচ্ছেদ। বুদ্ধি বিচ্ছেদেও যদি বাক্যত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে, "রাম জটাবন্ধন পূর্ব্বক বনে যাইতেছেন" এই বাক্যটী একবারে না বলিয়া, প্রাতঃকালে "রাম" মধ্যাহ্নে "জটাবন্ধন পূর্ব্বক" সায়ংকালে "বনে" এবং আর দুই দিন পরে "যাইতেছেন" ইত্যাদি প্রকারে বলিলেও উহার বাক্যত্বে কোন বাধা ঘটিত না।

অথ মহাবাক্য।

১১। উল্লিখিত যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত যে বাক্য সমূহ তাহার নাম মহাবাক্য। যেমন রামায়ণ, মহাভারত ও রঘুবংশ ইত্যাদি।

পদোচ্চয়ের নাম বাক্য একথা (১০ সূত্রে) কথিত হইয়াছে কিন্তু পদ কাহাকে বলি?

অথ পদ।

১২। বিভক্তি-শূন্য ও বাক্যমহাবাক্যের ন্যায় পরস্পর-সম্বন্ধ-বিরহিত যে একার্থবোধক বর্ণ তাহার নাম পদ।

অথ শব্দার্থ।

১৩। শব্দার্থ তিন প্রকার যথা—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ।

শব্দার্থ ত্রিবিধ বলিয়া শব্দও তিন প্রকার, যথা—বাচক শব্দ, লাক্ষণিক শব্দ, ও ব্যঞ্জক শব্দ।

উক্ত শব্দার্থের স্বরূপ।

১৪। কথিত ত্রিবিধ শব্দার্থের বোধের নিমিত্ত শব্দের তিনটী শক্তি আছে যথা—অভিধাশক্তি, লক্ষণাশক্তি ও ব্যঞ্জনাশক্তি। অভিধাশক্তি দ্বারা বাচ্যার্থের, লক্ষণাশক্তি দ্বারা লক্ষ্যার্থের, এবং ব্যঞ্জনা শক্তি দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হইয়া থাকে।

অথ অভিধাশক্তি।

১৫। যদ্দ্বারা সাঙ্কেতিক অর্থের বোধ হয় তাহার নাম অভিধাশক্তি। যেমন "গো আনয়ন কর" এবং "গো বন্ধন কর ও অশ্ব আনয়ন কর" এখানে 'গো আনয়ন' 'গোবন্ধন' ও 'অশ্ব আনয়ন' রূপ সঙ্কেতিত অর্থের তাৎপর্য্যগ্রহ করাইয়া অভিধাশক্তি ক্ষান্ত হইতেছে।

মনে কর একস্থানে উদয়নাচার্য্য তাঁহার ছাত্র এবং একটী বালক বসিয়া আছে। ইত্যবসরে উদয়নাচার্য্য ছাত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "গো আনয়ন

কর।” ছাত্র গো আনয়ন করিলে, বালক এইটী বুঝিল যে “গো আনয়ন কর” এই সমস্ত কথাটী এই চতুষ্পাদ জন্তুর অববোধক হইবে। অতঃপর আচার্য্য উক্ত ছাত্রকে বলিলেন যে, “গোবন্ধন কর” এবং “অশ্ব আনয়ন কর।” ছাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া গোবন্ধন করিল এবং তৎপরে অশ্ব আনয়ন করিল; কিন্তু উপস্থিত বালক এই ব্যাপারটী দেখিয়া বুঝিল যে “গো আনয়ন কর” এই সমস্ত বাক্যার্থের বিষয় গো নহে। বালক তখন গো, আনয়ন ক্রিয়া, বন্ধন ক্রিয়া এবং অশ্ব, অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা এই চারি শব্দের চারি প্রকার সঙ্কেত বুঝিতে পারিল।

অথ সঙ্কেতগ্রহ।

১৬। জাতি, গুণ, দ্রব্য ও ক্রিয়া এই চারি বিষয়ে সঙ্কেত গ্রহ হইয়া থাকে।

জাতি মনুষ্যত্বাদি। গুণ শুক্লাদি। দ্রব্য এক ব্যক্তি বাচক, যেমন হরি, হর, ডিত্থাদি। ক্রিয়া পাকাদি। ডিত্থ এই শব্দটী কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রকার পুত্তলিকা বিশেষের নাম।

অথ লক্ষণা।

১৭। মুখ্যার্থ অর্থাৎ শব্দের প্রধান অর্থের বাধ উপস্থিত হইলে, রূঢ়ি কিম্বা প্রয়োজন বশতঃ

যদ্দ্বারা অন্য একটী অর্থের প্রতীতি হয় তাহার নাম লক্ষণা শক্তি।

রূঢ়িশব্দ না থাকিলে কিম্বা প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে লক্ষণাশক্তি কোন কার্য্যকারিণী হয় না। রূঢ়িবশতঃ যথা—"কলিঙ্গ অতিশয় সাহসিক" এ-কথা বলিলে কলিঙ্গ দেশবাসি ব্যক্তিদিগকে বুঝিতে হইবে; কারণ কলিঙ্গ দেশের সাহসিকতা সম্ভবপর নহে। সাহসিকতা আত্মধর্ম্ম সুতরাং রূঢ়িবাচি-কলিঙ্গের মুখ্যার্থ যে দেশবিশেষ এখানে তাহার সম্পূর্ণ বাধ উপস্থিত হইতেছে এজন্য এই বাক্যে লক্ষণাশক্তি দ্বারা তদ্দেশবাসি লোকদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবেই হইবে।

প্রয়োজনবশতঃ যথা—"গঙ্গায় ব্রাহ্মণ বাস করিতেছে" একথা বলিলে গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ যে ভগীরথকৃতখাতব্যাপী জলপ্রবাহ তাহার বাধ উপস্থিত হইতেছে সুতরাং এইটী লক্ষ্য হইবে, যে, গঙ্গার তটপ্রদেশে বাস করিতেছে, কারণ, জলমধ্যে বাসের সম্ভাবনা নাই। এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় শীতলত্ব ও পবিত্রতাদি প্রয়োজন বশত তটরূপ-লক্ষ্যার্থের সমাগম হইয়াছে।

এই লক্ষণাশক্তির নানাবিধ প্রভেদ ও অবান্তর-ভেদ থাকিলেও এস্থলে আর সে গুলি প্রপঞ্চিত হইল

না; কারণ সেগুলি বঙ্গভাষার উপযোগী নহে এবং কোন রূপ কষ্ট কল্পনা দ্বারা বুঝাইতে গেলেও কেবল ঐ সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়া পড়ে।

অথ ব্যঞ্জনা।

১৮। অভিধা ও লক্ষণাশক্তি শব্দার্থবোধে বিরত হইলে যদ্দ্বারা শব্দের অপর অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জনা। শব্দার্থের এই শক্তি ব্যঙ্গ্যার্থের অববোধিকা। ইহার সোদাহরণ অবান্তর ভেদ ব্যঞ্জনাবৃত্তিপ্রকরণে বিশেষরূপে কথিত হইবে এখানে কেবল ব্যঞ্জনা-সামান্য লক্ষণমাত্র সূচিত হইল।

ইতি বাক্যদর্পণে বাক্যস্বরূপনিরূপণনামক
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রস বিচার।

১৯। যাহা যে রসের স্থায়িভাব, তাহা, বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাব দ্বারা ব্যক্ত, অর্থাৎ রূপান্তরে পরিণত হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়।

এই বিভাবাদির বিবরণ পরে ব্যক্ত হইবে। রস যে কি পদার্থ সংপ্রতি তাহারই বিষয় লিখিত হইতেছে।

২০। রস স্বয়ং কোন পদার্থ নহে; বিভাবাদির সম্মেলনে যে একটী অপূর্ব্ব পদার্থ জন্মে মহামুনি ভরত ও লোচনকার প্রভৃতি রসশাস্ত্রপ্রণেতৃগণ তাহাকেই রস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যেরূপ অন্ধকারময় গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ ব্যতীত সেই গৃহস্থিত ঘটাদি সাবয়ব পদার্থের প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাদিগের বিদ্যমানতার অভাব হয় না, অর্থাৎ সেই গৃহে ঘটাদি আছে বলিয়া, যেরূপ একটী অখণ্ডনীয় প্রতীতি জন্মে, রসের পক্ষে সেরূপ নহে, ইহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী যে বিভাবাদি তাহা ব্যতীত কোন রূপেই ইহা অনুভূত হয় না; বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাব নাই অথচ রস আছে একথা আকাশ কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অলীক।

অথ রসাস্বাদ প্রকার।

২১। সত্ত্বের* উদ্রেকজন্য অখণ্ডানন্দ স্বরূপ ও চিদাত্মক অর্থাৎ চিন্ময় এই যে রস ইহা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের আস্বাদ সহোদর ও বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য অর্থাৎ হৃদয়ের সহিত ইহার আস্বাদনে সমর্থ হইলে, অন্য কোন বেদিতব্য বিষয়ের অনুভব হয় না; তখন বোধ হয় যে, উহা যেন কোন অনির্ব্বচনীয় আকার ধারণ পূর্ব্বক সম্মুখে স্ফুরিত হইয়া যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন পুরঃসর হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে ও অন্তর হইতে সমস্ত বাহ্য বস্তুর ভাব অন্তর্হিত করিয়া ব্রহ্মানন্দের ন্যায় কোন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রবাহ বিতরণ করিতেছে।

২২। অভিনয়াদি স্থলে কোন কামিনী বিশেষের অলৌকিক রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, যদি কোন প্রমাতা † তাহাকে স্বীয় কামিনী কিম্বা পরিপন্থি-বিলাসিনী অথবা অন্য কোন উদাসীনের রমণী জ্ঞান করেন, তাহা হইলে, সেই সামাজিকের চিত্ত কোন প্রকারেই রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে

* কাম ও লোভ এই দুই রিপুর বীজস্বরূপ যে রজঃ ও তমোগুণ তদ্দ্বারা অস্পৃষ্ট যে চিত্ত তাহার নাম সত্ত্ব।

† সামাজিক।

না ; কারণ সমাজ মধ্যে স্বীয় কামিনীর বিভ্রম বিলাসাদি অবলোকন করিতে কেহই উন্মুখ হন না ও পরিপন্থি-বিলাসিনীর প্রতি স্বভাবতই বিরাগ জন্মিয়া থাকে, এবং অজ্ঞাত-কুলশীল বলিয়া উদাসীনের রমণীর প্রতিও অনুরাগ জন্মে না সুতরাং সর্ব্বাঙ্গীণ রসাস্বাদ পক্ষে বিঘ্ন ঘটিয়া উঠে। আর প্রমাতা যদি তাহাকে কেবল কামিনী মাত্র জ্ঞান করিয়া, করুণাদি রসাস্বাদনে নিবিষ্ট-চেতা হন, তাহা হইলে, সেই আস্বাদ অমৃতায়মান হইয়া, তাহাকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিতরণ করে।

২৩। যদি কেহ এরূপ বলেন যে, রসই যদি স্বয়ং ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর ও অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ হইল, তবে করুণাদি রসে শোক দুঃখাদি আছে বলিয়া উহাদের রসত্ব না হউক ? এরূপ আপত্তি অমূলক যেহেতু করুণাদি রসে শোক দুঃখাদি থাকিলে ঐ সকল রসবিষয়কপ্রস্তাব শ্রবণ করিতে কেহই উন্মুখ হইত না ; কারণ আপনার দুঃখে নিমিত্ত কেহই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু করুণাদি রসবিষয়ক প্রস্তাব শ্রবণ করিতে কিম্বা যাহাতে করুণাদি রস উদ্বেল হইয়া উঠে

এরূপ বিষয় দর্শন করিতে সকলেরই সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে।

২৪। উক্ত করুণাদিরস যখন কাব্য কিম্বা নাট্য সংশ্রিত হয়, তখন কাব্য ও নাট্য সংশ্রয় জন্য উহারা অলৌকিক বিভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া অলৌকিক আনন্দ বিতরণ করিতে থাকে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে যদি কাব্যাদি সংশ্রিত না হইয়া, কেবল লোক-সংশ্রিত হয়, তবে উহা হইতে লৌকিক শোক হর্ষাদি জন্মিয়া থাকে। মনে কর দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ সভামধ্যে অবলোকন করিতে কেহই উন্মুখ হন না, কিন্তু কাব্য কিম্বা নাট্য গত হইলে সকলেই শ্রবণ ও দর্শন করিতে উন্মুখ হন। অতএব করুণাদি রস কাব্য ও নাট্য গত হইলে যে হ্লাদিনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, অলৌকিক আনন্দ বিতরণ করিতে থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

২৫। এই সকল রসবিষয়ক প্রস্তাবাদিশ্রবণে যে অশ্রুপাত হয়, চিত্তের দ্রুতত্ব ভিন্ন তাহার আর কোন কারণই লক্ষিত হয় না; ফলতঃ চিত্ত-দ্রব না হইলে অশ্রুপাতও হয় না। তবে যে সমস্ত সামাজিকের অশ্রুপাত হয় না তাহার কারণ এই যে, বাসনা ব্যতীত চিত্তের দ্রবত্ব জন্মে না সুতরাং

সমভাবে সকলের অশ্রুপাতও হয় না। যদি ইহা না বলা যায়, তাহা হইলে নিতান্ত নির্ব্বাসন যে জরন্মীমাংসক ও নৈয়ায়িক তাহাদিগেরও অশ্রু-পাত হইত। এ বিষয়ে সহৃদয় ধর্ম্মদত্ত এইরূপ বলেন যথা—

২৬। বাসনাযুক্ত যে সভ্যগণ তাহাদিগেরই রসাস্বাদ হইয়া থাকে, আর যাহারা বাসনাশূন্য তাহাদিগের নীরসচিত্ত কোনরূপেই রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না ; তাহারা রঙ্গস্থলবর্ত্তিনী কাষ্ঠভিত্তি বা প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি সদৃশ।

২৭। রামচন্দ্রাদিগত রত্যাদির উদ্বোধহেতু যে সীতাদি তদ্দ্বারা রামরূপধারি-অভিনেতার সমুদ্র বন্ধনাদি লোকাতীত কার্য্যে উৎসাহ জন্মি-বার হেতু কি ? এবং তদ্দর্শনে সামাজিকদিগের রত্যাদির উদ্বোধই বা কিরূপে হইতে পারে ? ইহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উত্তর এই যে, বিভাবাদির *সাধারণীকৃতি নামে এরূপ একটী শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা রামরূপধারি-অভিনেতার সমুদ্রবন্ধনাদি

* যে শক্তি নায়ক ও সামাজিকে অভেদ জ্ঞান করাইয়া দেয়, অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা সামাজিকগণ আপনাদিগকে নায়কের সহিত অভিন্ন রূপে প্রতিপাদন করেন।

অলৌকিক কার্য্যে উৎসাহ এবং সামাজিক-দিগের সীতাদিদর্শনজনিত রত্যাদির উদ্বোধ অতি সহজেই সম্পন্নহইয়া থাকে। উক্ত সাধারণী-কৃতি শক্তি দ্বারা অভিনেতা ও সামাজিক উভয়েই রামাদির সহিত আপনাদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাদিগের সাগর বন্ধনাদি অলৌকিক ব্যাপারে উৎসাহ এবং সীতাদি দর্শন-জনিত রত্যাদি অতি সহজে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবার কোন বিঘ্নই ঘটে না।

২৮। এই রত্যাদি সাধারণ্যে বোধ না হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা অনুভূত হইলে, সভ্যগণের ব্রীড়াতঙ্কা প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক ভাব বোধক বাহ্যভঙ্গিপরম্পরা আবিষ্কৃত হইয়া তাহাদিগকে অশ্রদ্ধাস্পদ করিত এবং যদি ইহা না হইয়া কেবল নায়ক দ্বারা অনুভূত হইত তাহা হইলে সভ্যগণের শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মিত না, সুতরাং একথা স্বীকার করিতে হইল, যে, উহা সাধারণ্যে অনুভূত হইয়া থাকে। ঐরূপ বিভাবাদিও প্রথমে সাধারণ্যে প্রতীত হয়; যথা—রামরূপ-ধারী অভিনেতার রত্যাদির সমুদ্বোধ হইতেছে অথচ হইতেছে না; আমার হইতেছে অথচ

আমার হইতেছে না ইত্যাদি প্রকারে রসাস্বাদনে বিভাবাদির পরিচ্ছেদ থাকে না ; সুতরাং বিভাবাদিও সাধারণ্যে অনুভূত হইয়া থাকে।

২৯। সাধারণীকৃতি নামে শক্তি থাকিলেও বিভাবাদি লৌকিক ভাবের অলৌকিকতা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে ? এবং লৌকিকভাব পরম্পরার সম্মেলনে অলৌকিক যে রস তাহারই উৎপত্তি বা কিরূপে হইতে পারে ? যদি কেহ এইরূপ তর্ক দ্বারা রসের লৌকিকতা প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলে, এই বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে হইবে যে, অলৌকিক পদার্থের সমুৎপাদক যে বিভাবাদি তাহাদিগের পক্ষে অলৌকিকত্ব দূষণাবহ নহে বরং ঐ অলৌকিকত্ব তাহাদিগের অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পাদক।

৩০। খণ্ড মরীচাদির সহযোগে যেমন একটী অপূর্ব্ব প্রপানক রস জন্মে ও তাহার অতি আশ্চর্য্য একটী আস্বাদন হয়, বিভাবাদির সম্মেলনে রসেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে, কিন্তু বিভাবাদির প্রত্যেককে যদি বিভিন্নরূপে বুঝিতে পারা যায় তাহা হইলে, তাহারা প্রত্যেকেই তখন এক একটী কারণ স্বরূপ হইয়া পড়ে।

৩১। বিভাব, অনুভাব, ও ব্যভিচারিভাব যুগপৎ সম্মিলিত না হইলে রসানুভূত হয় না, যদি এরূপ উল্লিখিত হইল, তবে রসাস্বাদকালে বিভিন্নরূপে উহাদের অনুভব কিরূপে সম্ভবিতে পারে ? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, রসাস্বাদকালে বিভাবাদি দুইটী কিম্বা একটী মাত্র বিভিন্নরূপে অনুভূত হইতে না হইতে চকিতের ন্যায় আর একটী আসিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে রস আস্বাদিত হইতে থাকে, সুতরাং সে দোষ আর জন্মে না। যথা—

"স্তনভারে মন্থরগামিনী,
সুবদনা মালবিকা তরল-নয়নী
রুচির যুগল ভুরু
নিটোল সুন্দর উরু
মৃণাল সদৃশ বাহু ক্ষীণ কটিদেশ
অলপ গভীর ভাব তরঙ্গিত কেশ।
অপাঙ্গ শ্রবণগামী হায়
বেড়েছে কপোল রাগ অধর বিভায়
কবরীর চারু শোভা
যোগিজন মনোলোভা
কুবলয় দল সম বঙ্কিম নয়ন
প্রশস্ত ললাট তট মানস মোহন।"

এখানে আন্তরসের বিভাব স্বরূপ মালবিকার রূপ মাত্র বর্ণন করিতে গিয়া, ঔৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভি-চারি-ভাব ও নয়নবিস্ফারপ্রভৃতি অনুভাব পরম্পরা অগ্নিমিত্রের অন্তঃকরণে ও মুখশোভায় স্বতই আ-সিয়া উপস্থিত হইতেছে।

৩২। যদি কেহ এরূপ বলেন, রস নায়কগত অর্থাৎ উহা নায়ক ভিন্ন আর কেহ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না, তাহাও নহে, কারণ সীতা-বনবাসজনিত করুণরসের আশ্রয় যদি কেবল রামচন্দ্র হইতেন তাহা হইলে, উহা পরিমিততা ও লৌকিকতা প্রভৃতি দোষে দুষিত হইয়া পড়িত এবং অভিনয়াদি স্থলে উহা অবলোকন করিতে কোন দর্শকেরই সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি হইত না, এজন্য রস কোন রূপেই নায়কগত নহে।

৩৩। কেবল শিক্ষা ও অভ্যাসাদি দ্বারা রাম-যুধিষ্ঠিরাদির সারূপ্য দেখায় বলিয়া, অভিনেতাও ঐ অলৌকিক পদার্থের আশ্রয় হইতে পারে না, তবে যদি কাব্যার্থ ভাবনাদ্বারা উক্ত অভি-নেতা রামাদির রূপ দেখাইতে পারে, তবে সেও সাধারণের ন্যায় একজন আস্বাদক হইবে এবং তখন তাহাকে একজন সহৃদয় সভ্য বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

৩৪। ফলতঃ এই রস যে কি পদার্থ তাহা জানাইবার উপায় নাই, কারণ, জ্ঞাপনীয় ঘট পটাদির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যেমন কখন কখন অজ্ঞাত হয়, রস সেরূপ নহে; উহা অজ্ঞাত হইলে আর বিদ্যমান থাকে না সুতরাং জ্ঞাপনীয় নহে।

৩৫। যদিও বিভাবাদি, রসোদ্বোধের প্রধান কারণস্বরূপ, তথাপি রসকে উহাদের কার্য্য বলা যাইতে পারে না, কারণ রস উক্তবিভাবাদির আলম্বনাত্মক অর্থাৎ বিভাবাদি সমস্ত লইয়া প্রপানক রসের ন্যায় একটী অপূর্ব্ব পদার্থ জন্মে এজন্য উহাকে বিভাবাদির কার্য্য বলা যাইতে পারে না।

৩৬। এই পরমানন্দস্বরূপ রস নিত্যপদার্থও নহে, কারণ, তাহা হইলে, বিভাবাদি জ্ঞানের পূর্ব্বেই উহা অনুভূত হইতে পারিত, যখন তাহা হয় না এবং একবার অজ্ঞাত হইলে আর উহার সত্ত্বা থাকে না তখন কোনরূপেই উহাকে নিত্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না।

৩৭। বিভাবাদি পরামর্শজনিত এই রস নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানদ্বারাও গ্রাহ্য নহে কারণ যে

ব্যক্তি রস গ্রাহক সে যদি রসাস্বাদনকালে নির্ব্বিকল্পক* জ্ঞানবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে, তদ্দ্বারা রসগ্রহ কখনই সম্ভবিতে পারে না, যেহেতু "এইটী অমুক বস্তু" এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় নহে।

যদি ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ হইল, যে, রস নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান গ্রাহ্য নহে তখন ইহাও বলা যাইতে পারে যে, উহা সবিকল্পক জ্ঞানেরও গ্রাহ্য নহে, কারণ, যে সকল পদার্থ সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় তাহারা বর্ণনাতীত নহে, কিন্তু রস সেরূপ নহে যে হেতু কথায় বলিয়া উহার স্বরূপ নির্ণয়ে কেহই সমর্থ হইতে পারেন না ; সুতরাং উহা সবিকল্পক জ্ঞানেরও বিষয় নহে !

৩৮। সাক্ষাৎ কারতা সত্ত্বেও উহাকে অপ্রত্যক্ষ বলিতে পারা যায় না, আবার সেই প্রত্যক্ষতা শব্দ-সম্ভব বলিয়া এত অল্পক্ষণ ব্যাপিনী যে একবারে প্রত্যক্ষ বলিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না।

৩৯। ফলতঃ এই রসের স্বরূপ যে কি প্রকার

* নাম রূপ ও জাত্যাদি বিশেষ শূন্য যে জ্ঞান তাহার নাম নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান। আর তদ্বিপরীত যে জ্ঞান তাহার নাম সবিকল্পক জ্ঞান।

তাহা কেহই বলিতে পারেন না—অর্থাৎ এই অলৌকিক ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ কেবল সহৃদয়-সংবেদ্য এবং তাঁহাদিগের চর্ব্বণা অর্থাৎ আস্বাদন ব্যতীত ইহার বিদ্যমানতার আর কোন প্রমাণই পরিদৃষ্ট হয় না।

৪০। এই চিদানন্দাত্মক রস স্বপ্রকাশ ও অখণ্ড-স্বরূপ, যে মহাত্মা এই অলৌকিক পদার্থের আস্বাদনে সমর্থ হন তাঁহার আত্মা সামান্য লোকের আত্মা হইতে অনেক উন্নত ও পবিত্র।

৪১। প্রথমতঃ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক-ভাব ও ব্যভিচারিভাব পৃথক্‌রূপে প্রতীত হইয়া পশ্চাৎ একত্র মিলিত হইয়া অখণ্ডতা প্রাপ্ত হয়।

অথ বিভাব।

৪২। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি হাসোৎসাহাদি স্থায়িভাবের উদ্বোধক, কাব্য ও নাটকাদিতে তাহারাই বিভাব, অর্থাৎ রামচন্দ্রাদিগত রতি-হাসাদির উদ্বোধকারণ যে সীতাদি কাব্য নাট-কাদিতে তাহারাই বিভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ; অল্প কথায় বলিতে হইলে, স্থায়িভাবের কারণকেই বিভাব কহে। এই বিভাব দুইপ্রকার—যথা—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব।

অথ আলম্বন বিভাব।

৪৩। নায়ক নায়িকা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া রসোদ্‌গম হয় বলিয়া, উক্ত নায়ক নায়িকাকেই আলম্বন বিভাব কহে। এখানে আদি পদে প্রতি নায়কাদিও গ্রহণীয়।

উদাহরণ।

"কি হইল হায় হায়! দুঃখ নাহি সহা যায়
আর দেহে প্রাণ নাহি রহে।
শোকানল বিপরীত, হয়ে অতি প্রজ্জ্বলিত,
নিরবধি প্রাণ মন দহে॥
পুড়ি মরিতেছি একে, কুম্ভকর্ণ ভ্রাতৃশোকে
ক্ষণকাল স্থির নহে মনঃ।
তদুপরি আরবার, এই বজ্র সম্প্রহার,
কি করিয়া ধরিব জীবন॥
অরে অতিকায় বীর, গুণেশীলে অতিধীর,
কোন স্থানে করিলে গমন॥
না দেখিয়া তোর মুখ, বিদরে আমার বুক
ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মনঃ॥"

রামায়ণ।

এখানে রাবণের করুণরসের আলম্বন বিভাব অতিকায়। যাহা যে রসের আলম্বন বিভাব তাহা সেই রসের স্বরূপ বর্ণনে ব্যক্ত হইবে।—নায়ক ও নায়িকা

কাব্য নাটকাদির প্রধান অবলম্ব্য এজন্য তাহাদিগের বিষয় নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অথ নায়ক।

৪৪। যিনি দাতা, বিদ্বান্, কুলীন, সুশ্রী, তেজস্বী, বিদগ্ধ, চতুর, প্রিয়ম্বদ, ধার্ম্মিক, বাক্-পটু, কৃতী, রূপযৌবনযুক্ত, উৎসাহশীল, লোকানুরাগ ভাজন, ও শীলবান্ প্রাচীন কবিরা এইরূপ পুরুষকেই কাব্য ও নাট্যশাস্ত্রে নায়ক রূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই নায়ক চারিপ্রকার যথা—ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত।

অথ ধীরোদাত্ত।

৪৫। যিনি অবিকত্থন অর্থাৎ আত্মশ্লাঘারহিত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর প্রকৃতি, *মহাসত্ত্ব এবং যিনি স্থির প্রকৃতি †নিগূঢ়মান ও দৃঢ়ব্রত তাঁহার নাম ধীরোদাত্ত। যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির।

অথ ধীরোদ্ধত।

৪৬। যিনি মায়াবী, প্রচণ্ড, চপল, অহঙ্কারে পূর্ণ ও আত্ম শ্লাঘাতে নিরত তাঁহার নাম ধীরোদ্ধত। যথা ভীমসেনাদি।

---

* হর্ষ শোকাদি দ্বারা অনভিভূত স্বভাব।

† বিনয়দ্বারা আচ্ছন্ন গর্ব্ব।

অথ ধীরললিত।

৪৭। যিনি নিশ্চিন্ত, মৃদুস্বভাব, এবং নিরন্তর নৃত্য গীতাদিতে আসক্ত তাহার নাম ধীরললিত। যেমন রত্নাবলী প্রভৃতিতে বৎসরাজাদি।

অথ ধীরপ্রশান্ত।

৪৮। যিনি অনেকাংশে নায়ক-সামান্যগুণে বিভূষিত তাহার নাম ধীরপ্রশান্ত*। যথা মালতী মাধবাদিতে মাধবাদি।

নায়ক-ভেদ।

৪৯। উক্ত চারিপ্রকার নায়কের প্রত্যেক নায়ক, দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল ও শঠ এই চারি প্রকারে ষোড়শ প্রকার হয়। ইহাদিগের বিশেষ বিবৃতি উজ্জ্বল তরঙ্গিণীতে ব্যক্ত হইবে।

৫০। নায়ক নায়িকা যেরূপ রসবিশেষের আলম্বন বিভাব তদ্রূপ প্রতিনায়ক ও উহাদিগের সহায়গণকেও প্রসঙ্গত আলম্বন বিভাব বলিতে হইবে। নায়িকার বিষয়ও উক্ত উজ্জ্বল-তরঙ্গিণীতে স্ফুটরূপে ব্যক্ত হইবে এইক্ষণে প্রতি নায়কাদির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণই ধীরপ্রশান্ত হইতে পারে

অথ প্রতি নায়ক।

৫১। যে ব্যক্তি, নায়কের অর্থাৎ কাব্যের প্রধানতঃ বর্ণিত পুরুষের বিরোধী তাহার নাম প্রতিনায়ক। যেমন রাবণ রামচন্দ্রের প্রতিনায়ক।

দশরূপকে প্রতি নায়কের এইরূপ লক্ষণ নির্ণীত আছে যথা—যে লুব্ধ, ধীরোদ্ধত, স্তব্ধ, পাপকারী, ব্যসনী ও নায়কের পরমরিপু তাহার নাম প্রতিনায়ক। যেমন রাম ও যুধিষ্ঠিরের প্রতিনায়ক রাবণ ও দুর্য্যোধন।

(১) অথ নায়কসহায়।

৫২। পীঠমর্দ্দ, বিদূষক, প্রিয়নর্ম্মসখ বিট ও চেট এই কএকজন নায়কের সহায়।

অথ পীঠমর্দ্দ।

৫৩। যিনি নায়কের বহুবিস্তৃত ইতিবৃত্তে সহায় ও নেতৃসামান্যগুণ হইতে কিঞ্চিদূন তাহার নাম পীঠমর্দ্দ।—যেমন সুগ্রীব রামচন্দ্রের পীঠমর্দ্দনামা সহায়।

অথ বিদূষক।

৫৪। কলহপ্রিয় ও ভোজনপটু এবং যিনি কর্ম্ম, বেশ, শরীরভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গিদ্বারা হাস্য-

কারী তাহার নাম বিদূষক* যেমন শকুন্তলায় মাধব্য, রত্নাবলীতে বসন্তক, ইত্যাদি।

অথ প্রিয়নর্ম্মসখ।

৫৫। যিনি নায়কের সমস্ত রহস্যই অবগত ও সমস্ত মিত্র হইতে প্রিয়তম তাহার নাম প্রিয়-নর্ম্মসখ।—যেমন সুবল কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখ।

অথ বিট।

৫৬। যিনি সম্ভোগহীনসম্পৎ, ধূর্ত্ত, বাক্-পটু, গোষ্ঠীমধ্যে আদরণীয়, বেশোপচারে নিপুণ এবং যিনি কিছু কিছু নৃত্য গীতাদি জানেন তাঁহার নাম বিট। যেমন নাগানন্দে শেখরক।

অথ চেট।

৫৭। যিনি সন্ধান-চতুর, নিগূঢ়কর্ম্মা ও প্রগল্‌ভ-বুদ্ধি তাহার নাম চেট। মৃচ্ছকটিকাদিতে প্রসিদ্ধ।

(২) অথ অন্তঃপুর-সহায়।

৫৮। বামন, ষণ্ড, কিরাত, ম্লেচ্ছ, আভীর, এবং কুব্জাদি সকলেই অন্তঃপুর-সহায়।

* প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কুসুম অথবা বসন্তনামে বিখ্যাত বলিয়া বিদূষককে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উদাহরণ।

"হুঙ্কারে হুকুম পায়, শত শত খোজা ধায়,
খানেজাদ চেলা চোপদার।"

বিদ্যাসুন্দর।

যথা বা

"বামন কিরাত ষণ্ট কুবুজ নিকর।
ভ্রমিত হে অবরোধ মধ্যে নিরন্তর॥"

কবিতামঞ্জরী।

(৩)

দণ্ড ও ধর্ম্মসহায়।

৫৭। সুহৃৎ, আটবিক ও সৈনিক প্রভৃতি দণ্ডসহায় এবং ঋত্বিক্, পুরোহিত, তাপস ও ব্রহ্মবিৎ প্রভৃতি ধর্ম্মসহায়।

সুহৃৎ যথা।

"এত বলি অর্জ্জুন ত্যজিয়া ধনুঃশর
অধোমুখে বসিলেন বিমান উপর।
কৃষ্ণ তাঁরে প্রবোধিয়া বলেন বচন
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন।
অহঙ্কার করিয়া আইলা যুদ্ধ স্থান
সম্মুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ॥"

মহাভারত।

পাণ্ডবসুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ এখানে দণ্ডসহায় হইয়া উপদেশ দিতেছেন।

সৈনিক—যথা

" কহিলেন ভীষ্ম শুন কুরু-নরবর ।
দশ দিন ভার মম হইল সমর ॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যে সংহারিব
রথি দশসহস্রকে প্রত্যহ মারিব ।
শুনি রাজা দুর্য্যোধন হরষিত মন
করিলেন সৈন্য মধ্যে রথে আরোহণ ।"

মহাভারত ।

সেনাপতি ভীষ্ম দুর্য্যোধনের দণ্ডসহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়া এই কথা বলিতেছেন।

ঋত্বিক্—যথা

" বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবীর ।
স্নান কর গিয়া জলে সরযু নদীর ।
এই পুণ্যতীর্থে রাম স্নান কর তুমি
তোমায় সুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি ।"

রামায়ণ ।

এখানে ঋত্বিক্ বিশ্বামিত্র ধর্ম্মসহায় ।

পুরোহিত—যথা

" দাঁড়াইলা দশরথ যোড় করি হাত
কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাৎ
ছোট বড় নাহি জানি তুল্য সর্ব্বজন
আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরণ ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন শুনহ রাজন্
আগেতে করহ গুরু বশিষ্ঠ বরণ ।

ব্রহ্মার তনয় আর কুলপুরোহিত।
উহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত।
বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান
বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান॥

রামায়ণ।

এখানে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ধর্ম্মসহায়।

কথিত সহায়গণের মধ্যে পীঠমর্দ্দাদি উত্তম সহায়, বিট ও বিদূষক মধ্যম এবং চেটাদি অধম সহায়; চেটাদি এই আদিপদে তাম্বূলিক গান্ধিক ও মালাকর প্রভৃতি গ্রহণীয়। এইক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে দূতের বিষয় কথিত হইতেছে।

অথ দূত।

৬০। কোন কার্য্য সাধনার্থ যে ব্যক্তি প্রেরিত হয়, তাহার নাম দূত। দূত তিন প্রকার, যথা—নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও সন্দেশহারক। দূতীও অবিকল এইরূপ, কেবল লিঙ্গমাত্র প্রভেদ। যথা নিসৃষ্টার্থা, মিতার্থা ও সন্দেশহারিকা। দূতীর বিষয় উজ্জ্বলতরঙ্গিণীতে ব্যক্ত করা যাইবে।

অথ নিসৃষ্টার্থ।

৬১। যে দূত উভয়ের আন্তরিক ভাব বুঝিয়া স্বয়ং উত্তর প্রদান করিতে পারে ও সুন্দররূপে আরব্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম নিসৃষ্টার্থ।

অথ মিতার্থ।

৬২। যে মিতার্থ ভাষী ও কার্য্য সিদ্ধিকারী তাহার নাম মিতার্থদূত।

অথ সন্দেশহারক।

৬৩। প্রেরয়িতা যে সকল সংবাদ বলিয়া দেন, যে দূত সেই সকল সংবাদ অবিকল বলিতে পারে তাহার নাম সন্দেশহারক।

অথ নায়ক সাত্ত্বিক গুণ।

৬৪। শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, ললিত ও ঔদার্য্য এই আটটী পৌরুষ সাত্ত্বিকগুণ।

অথ শোভা।

৬৫। শূরতা, দক্ষতা, সত্য, মহোৎসাহ, অনুরাগিতা, নীচ ব্যক্তিতে দয়া, গুণাধিক্যে স্পর্দ্ধা এই সকল গুণ যাহা হইতে জন্মে তাহার নাম শোভা।

শূরতার উদাহরণ।

"বাজাইল রণভেরী গভীর স্বননে
অসংখ্য যবন আসি ভারত ভবনে।
সে রব শুনিয়া কাণে, তূণীর পূরিয়া বাণে,
উঠিল ক্ষত্রিয় যুবা বীর চূড়ামণি
চরণ ভরেতে যেন টলিল ধরণি।

গুরুতর রোষভার ব্যাপিল বদন,
শোণিত বহিয়া বেগে রঞ্জিল নয়ন।
লঘুতর করে ধরি, যতনে কবচ পরি,
ঝুলাইলা কুক্ষিদেশে খরকরবাল
মলয়জে প্রসাধিল ললাট বিশাল।"

চারু-গাথা।

দক্ষতার উদাহরণ।

"ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ
অধোমুখ হয়ে বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন।
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার
অর্জ্জুনের সমুখে আইলা পুনর্ব্বার।
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈলা
জয় জয় শব্দ, দ্বিজ সভামধ্যে হৈলা॥
বিঁধিল বিঁধিল বলি হইল মহাধ্বনি
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি।"

মহাভারত।

এই উদাহরণে অর্জ্জুনের বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ পাইতেছে।

সত্যের উদাহরণ।

"শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, কহিলা পাণ্ডব মণি
কি মতে কহিব মিথ্যাবাণী।
আমাতে বিশ্বাস করি, দ্রোণ জিজ্ঞাসিবে হরি
মম বাক্য সত্য হেন জানি॥

কি মতে কহিব মৃষা, যুক্ত নহে এই ভাষা
　　যদি মম হয় সর্ব্বনাশ।
বিশ্বাস ঘাতন করি, কি মতে কহিব হরি
　　মহাপাপ, নাশিলে বিশ্বাস।"

মহাভারত।

মহোৎসাহ—যথা

" স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল আজি কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায়
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায়।
একথা যখন হয় মানসে উদয়
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয়।
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয় নিলয়
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয়।
অই শুন অই শুন ভেরীর আওয়াজ
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ।
চল চল চল সবে সমর সমাজ
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ছুটে রুধিরের ধার॥"

পদ্যপাঠ।

ইত্যাদি সোৎসাহ বচনে রাজা ভীমসিংহের মহোৎসাহ প্রকাশ পাইতেছে।

অনুরাগিতা—যথা

রামরাজ্যে আছি বড় সুখে।
কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, কুব্জ বলে এক মুখে।
এই কথা সবে বলে, অন্তরের কুতূহলে,
রাজাধিরাজের আমি হই প্রিয়জন
তটিনীরমণে যথা ভাবে নদীগণ।

অথ বিলাস।

৬৬। যদ্দ্বারা দৃষ্টিটী ধীরা, গতিটী বিচিত্রা ও বচনগুলি হাস্যযুক্ত হয় তাহার নাম বিলাস।

উদাহরণ।

জগতের সত্ত্ব সার, দৃষ্টিপাতে বার বার
জানকীজীবিতনাথ তৃণতুল্য গণেছে।
বিচিত্র গতির ভরে, যেন নত কলেবরে
টলিয়া পড়িছে ক্ষিতি, কিবা শোভা হয়েছে।
ফিরাইতে মুখশশী, হাঁসি যেন পড়ে খসি,
বিনয় ভূষণে সখি ভূষিত হৃদয় রে।
এমন সুশীল বরে, আনিয়া আপন ঘরে
কন্যা দিয়া ভূপতির আনন্দ অপার রে॥

অথ মাধুর্য্য।

৬৭। সম্যক্ ক্ষোভ হইলেও যে উদ্বেগশূন্যতা তাহার নাম মাধুর্য্য।

উদাহরণ।

" কহ সত্য পরিচয়, কহ সত্য পরিচয়,
মিথ্যা যদি কবে তবে যাবে যমালয়।
শুনি কহেন সুন্দর, শুনি কহেন সুন্দর,
কালিকার কিঙ্কর, কিঞ্চিৎ নাহি ডর।
শুন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয়,
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥"

বিদ্যাসুন্দর।

অথ গাম্ভীর্য্য।

৬৮। যাহার প্রভাবে ভয়, শোক ও হর্ষাদি জন্য বিকার অনুভূত হয় না তাহার নাম গাম্ভীর্য্য।

উদাহরণ।

" তবে রাম শুনিয়া এসব সমাচার
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার
শোক দুঃখে কিছু মাত্র না হয়ে কাতর
বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর।
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী
শোকাকুলা অজ্ঞানা হইলা মহারাণী
বহুবিধ বিলাপ করিয়া কৈলা মানা
মধুর বচনে রাম করেন সান্ত্বনা॥"

রামায়ণ।

যথা বা

কেহ বলে রঘুচূড়ামণি
ভূপতি হইবে সখি পোহালে রজনী।
ইহা শুনি শোকে ভাসি, ধাইয়া কেকয়ী আসি,

বলে রামে বনবাসী কর নৃপমণি
নতুবা বঞ্চক বলি ঘুষিব এখনি।
এই কথা কাণাকাণি শুনি
ভিতিল নয়নজলে কুলের তরুণী।
পুরবাসিগণ কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
বিরলে কাঁদেন বসি রামের জননী
কিন্তু দেখি নির্ব্বিকার রামগুণমণি॥

অথ ধৈর্য্য।

৬৯। অতিশয় বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও যে ব্যবসায় হইতে অচলন তাহার নাম ধৈর্য্য।

উদাহরণ।

"এইরূপে মনোভব, বিক্রম প্রকাশি সব,
আবির্ভূত হইলা যখন।
সুমধুর তান দিয়া, তাল লয়ে মিশাইয়া,
গান করে সুরনারী-গণ॥
যে গান শুনিলে পরে, মনঃ প্রাণ সব হরে,
শিহরে যে স্বরে মুনি-মতি।
বিহরি সে স্বরে স্মর, মহেশে হানিতে শর,
অগ্রসর হন দ্রুতগতি॥
একমনে যোগাসনে, যে বিভু থাকিয়া ধ্যানে,
ভাবিছেন মূর্ত্তি আপনার
সকলি অধীন যাঁর, বিঘ্নে কিবা করে তাঁর,
নির্ব্বিকার যিনি বিশ্বাধার॥"

কুমার সম্ভব।

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে বিবিধ বিঘ্ন সত্ত্বেও ভগবানের চিত্ত অবিচলিত ভাবে তপস্যায় রত রহিয়াছে।

অথ তেজঃ।

৭০। **প্রাণনাশের সম্ভাবনা সত্ত্বেও যে পর-প্রযুক্ত নিন্দা ও অপমানাদির অসহন তাহার নাম তেজঃ।**

উদাহরণ।

" তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ
তোরে পরিচয় দিব এত কি গরজ ॥"

বিদ্যাসুন্দর।

যথা বা

" আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই।
ভূপতি বলেন ভয়ে কম্পিত শরীর
বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর।
রুষিয়া কহেন শক্ত সুমিত্রা কুমার
কথায় কি ফল কর বীরের আচার।
ক্ষত্রিয় বিনাশ তুমি করেছ যখন
তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥"

রামায়ণ।

এই উদাহরণে পরশুরামের প্রতি লক্ষ্মণের তেজঃ প্রকাশ পাইতেছে।

অথ ললিত।

৭১। বাক্য, বেশ ও বিলাসাদির যে মাধুর্য্য তাহার নাম ললিত।

বেশমাধুর্য্যের উদাহরণ।

"দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া আকৃতি
পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম, তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি, কত শুচি করিয়াছে শোভা।
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব, অধরের তুল।
খগরাজ, পায় লাজ, নাসিকা অতুল॥"

মহাভারত।

বাক্য মাধুর্য্য জন্য ললিত।

"কেকয়ীরে তোষে রাম বিনয় বচনে।
তব দোষ নাহি মাতা, দৈব-নির্বন্ধনে।
কালেতে সকলি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ।
তোমার প্রসাদে বধিলাম দশস্কন্ধ।
তোমা হৈতে পাইলাম সুগ্রীব সুমিত
সঙ্কটে যে জন মম করিলেক হিত॥
তোমার প্রসাদে করি সাগর বন্ধন
রাবণ মারিয়া তুষিলাম দেবগণ।
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী॥"

রামায়ণ।

অথ ঔদার্য্য।

৭২। প্রিয় বচনের সহিত দান এবং শত্রু ও মিত্রেতে যে সমতা তাহার নাম ঔদার্য্য।

উদাহরণ।

" সিংহাসনে বসাইয়া, বসন ভূষণ দিয়া,
বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ।
করিলা বিস্তর স্তব, নানামত মহোৎসব
হুলাহুলি দেয় রামাগণ॥"

বিদ্যাসুন্দর।

শত্রু মিত্রে সমতা—যথা

" যোড়হাত করি ভীম অতি ধীরে ধীরে
মধুর ভাষায় বাণী কন যুধিষ্ঠিরে।
বান্ধব নিকর আর পরিপন্থিগণ।
সকলি সমান দেখে তোমার নয়ন॥"

অথ নায়িকা।

৭৩। স্বকীয়া প্রভৃতি ত্রিবিধ নায়িকা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা এই তিন প্রকারে বিভিন্ন হয়। দানশীলতা, প্রিয়ভাষিতা, বাক্‌পটুতা ও লোকানুরাগিতা প্রভৃতি নায়কের যে সকল সাধারণ গুণ উক্ত হইয়াছে নায়িকাও যথাসম্ভব সেই সকল গুণে বিভূষিত হয়।

অথ স্বকীয়া।

৭৪। যে কামিনী বিনয়, সরলতা ও লজ্জাদি-বিশিষ্টা, গৃহকর্ম্মে তৎপরা, পরোপকার ব্রতে দীক্ষিতা এবং পতিব্রতা, তাহার নাম স্বকীয়া।

উদাহরণ।

“কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা।
মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে
কহেন মধুরবাক্য-প্রফুল্ল অন্তরে।
রাজবংশে জন্মি রাজকুলেতে পড়িলে
দুই কুল উজ্জ্বল করিলা গুণে শীলে।
এসব সম্পদ্ ছাড়ি পতিসঙ্গে যায়
হেন স্ত্রী পেলেন রাম বহু তপস্যায়,
সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম
সকল সম্পদ্ মম দূর্ব্বাদল শ্যাম।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য্য কিবা ধনে
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে।
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্ব গুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি।
ধন জন সম্পদ্ না চাহি ভগবতি
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।”

রামায়ণ।

৭৫। উক্ত নায়িকাগণের প্রত্যেক নায়িকা স্বাধীনপতিকা প্রভৃতি আট প্রকারে বিভিন্ন হয়। এই সকল নায়িকার বিবরণ উজ্জ্বল তরঙ্গিণীতে বিশিষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে।

অথ উদ্দীপন বিভাব।

৭৬। যাহারা করুণাদি রসকে উদ্দীপ্ত অর্থাৎ পরিপুষ্ট করে তাহারাই উদ্দীপনবিভাব। আলম্বনের অর্থাৎ নায়ক নায়িকার গুণ, চেষ্টা, ও ভূষণাদি, দেশ অর্থাৎ বসতি স্থানাদি; কালাদি অর্থাৎ যে কালে উহাদিগের কোন বিশিষ্ট কার্য্য সাধিত হইয়াছে সেই কাল ইত্যাদি এই লক্ষণোক্ত তৎ শব্দের বিষয়।

আলম্বন ও উদ্দীপনে প্রভেদ এই যে, যিনি অদ্ভুতাদি রসের বিষয়, তিনিই আলম্বন বিভাব, আর যাহা প্রধানত রসের বিষয় নহে অথচ রসের পরিপোষক তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব।

মনে কর হিমালয় পর্ব্বত দর্শন করিয়া, যদি কোন দর্শকের চিত্তমধ্যে অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়, এবং হিমালয়ই যদি ঐ রসের বিষয় অর্থাৎ প্রধান অবলম্ব্য হয়, তাহা হইলে হিমালয়ই ঐ অদ্ভুতরসের আলম্বন বিভাব হইবে; আর হিমালয় দর্শনে যে অদ্ভুত রস সমুদিত হইবে, তাহার বিষয় হিমালয় না হইয়া, যদি

ঈশ্বর হয়েন, তাহা হইলে ঈশ্বরই উক্ত সমুৎপন্ন রসের আলম্বন বিভাব ও হিমালয় উদ্দীপন বিভাব হইবে।

এই উদ্দীপনবিভাব সন্নিহিত ও তটস্থ ভেদে দুই প্রকার।

অথ গুণ।

৭৭। কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি ও দয়া প্রভৃতিকে গুণ কহে।

অথ কৃতজ্ঞতা।

৭৮। যে গুণ থাকিলে উপকারীর প্রত্যুপকারে অভিলাষ জন্মে তাহার নাম কৃতজ্ঞতা।

উদাহরণ।

"অজের শরেতে পেয়ে দিব্য কলেবর
কহিতে লাগিলা তবে গন্ধর্ব্ব-প্রবর।
মতঙ্গ মুনির শাপে মাতঙ্গ হইয়া
বেড়াইতেছিনু আমি বনেতে ভ্রমিয়া।
তব বাণে উদ্ধার পাইনু মহাশয়
প্রতি উপকার করা উপযুক্ত হয়,
সমন্ত্র জৃম্ভক অস্ত্র আছে মোর ঠাঁই
গ্রহণ করিয়া আজ্ঞা কর গৃহে যাই।
কিম্বা প্রাণ যদি তুমি চাহ মহারাজ
অনায়াসে লও প্রভু পরাণে কি কাজ।
বিনয়ে গন্ধর্ব্বরাজ অস্ত্র সমর্পিয়া
চলিয়া গেলেন গৃহে বিমুক্ত হইয়া।"

বন্ধু।

এখানে অজের প্রতি গন্ধর্ব্বরাজের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে।

ক্ষান্তি।

৭৯। যে গুণ থাকিলে অন্যের অপরাধ মার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে তাহার নাম ক্ষান্তি।

উদাহরণ।

"মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন॥
হেরিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয়।
রক্ষা হেতু বিচারিয়া ধর্ম্মের তনয়॥
কহিলেন শুন ভীম করিলা কি কর্ম্ম।
বিশেষ ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম্ম॥
পাইলেক ভাল দুষ্ট সমুচিত ফল।
দোষ মত ফল দণ্ড হইল সকল॥
কিন্তু বধ্য নহে রাখ ইহার জীবন।
ভগিনী বিধবা করি নাহি প্রয়োজন॥
ভগিনী ভাগিনা দোহে হইবে অনাথ।
কান্দিবেন সকলে বিশেষে জ্যেষ্ঠতাত॥
এ কারণে কহি ভাই শুনহ বচন।
ছাড়হ লইয়া যাক নির্লজ্জ জীবন॥"

মহাভারত।

জয়দ্রথকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা গুণ প্রকাশ পাইতেছে।

অথ দয়া।

৮০। অন্যের দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্ত যে বৃত্তি আমাদিগের অন্তঃকরণে উত্তেজিত হইয়া উঠে তাহার নাম দয়া।

উদাহরণ।

"যুধিষ্ঠির বলিলেন যাও শীঘ্রগতি।
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন বসতি॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয় পূর্ব্বক হৈলে দ্বন্দ্ব না করিবে॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জুন সুমতি॥
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম অবতার।
দয়াসিন্ধু নাহি দেখি সমান তোমার॥"

মহাভারত।

এই উদাহরণে দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের যথেষ্ট দয়া প্রকাশ পাইতেছে।

অথ চেষ্টা।

৮১। ধাবন, লম্ফন, উল্লম্ফন ও বাহ্বাস্ফোটন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যকে চেষ্টা কহে।

অথ ধাবন।

৮২। অতি বেগে গমনের নাম ধাবন।

উদাহরণ।

" দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি যত সহোদর।
পাছু নাহি চাহে সবে পলায় সত্বর ॥
পাছু থাকি ডাকেন অর্জুন ইন্দ্রসুত।
কি কর্ম্ম করিস লোকে শুনিতে অদ্ভুত ॥"

মহাভারত।

এখানে দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতার পলায়ন অর্জুনের অদ্ভুত রসকে উদ্দীপ্ত করিতেছে।

লম্ফন যথা

" দেখিল নিকট হৈল অর্জুনের রথ।
প্রাণ ভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ ॥
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে ॥
হেরিয়া ভীমের মনে হইল সন্তাপ।
রথ হৈতে ভূমিতে পড়িয়া দিলা লাফ ॥"

মহাভারত।

এই উদাহরণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে জয়দ্রথের লম্ফনই ভীমের বীররসের উদ্দীপক। উল্লম্ফনের উদাহরণ স্পষ্ট।

অথ বাহ্বাস্ফোটন।

৮৩। বীর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত করতল দ্বারা যে বারংবার বাহুতে আঘাত তাহার নাম বাহ্বাস্ফোটন।

উদাহরণ।

"বাহু আস্ফোটিয়া সেই কীচকদুর্ম্মতি
আগুসার হইল প্রাঙ্গণে শীঘ্রগতি।
হেরি তাহা ক্রোধভরে হইয়া অধীর
কীচকে কেলিলা ধরি বৃকোদর বীর॥

মহাভারত।

অথ ভূষণ।

৮৪। যদ্দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভূষিত হয় তাহার নাম ভূষণ। যেমন হার, বলয়, তালপত্র, কঙ্কণ ও কুণ্ডল ইত্যাদি।

উদাহরণ।

"গলার উত্তরী আর গাত্র আভরণ
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ।
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার সুন্দরী
যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী।
যদি আজ্ঞা হয় তবে আনি তা এখন
হয় নয় চিন মিত্র সীতার ভূষণ।
শ্রীরাম বলেন মিত্র কর সে বিধান
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ।
আভরণ আনেন সুগ্রীব সেই স্থলে
দেখিয়া রামের শোকসাগর উথলে।
অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে।
হৃদয় ভাসিল তাঁর নয়নের জলে।

বিলাপ করেন কোথা রহিলে সুন্দরি
তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী।”
রামায়ণ।

এখানে জানকীর অলঙ্কার উদ্দীপন বিভাব।

দেশ যথা

“পবন গমনে রথ যায় যথা তথা
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা।
এখানে পড়িল কুম্ভকর্ণ দুষ্ট জন।
ইন্দ্রজিৎ এখানে পড়িল করি রণ।
হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে
নাগপাশ মুক্ত হৈনু গরুড় দর্শনে॥
হেরিয়া সে স্থান সীতা কাঁদিয়া আকুল
অশ্রু-জলে ভাসাইলা পাটের দুকূল॥”

অথ অনুভাব।

৮৫। স্ব স্ব কারণ দ্বারা অন্তরুদ্বুদ্ধ রত্যাদিকে বাহ্যে প্রকাশ করাইয়া, লোকে যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হয়, কাব্য নাটকাদিতে তাহাই অনুভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক কথায় বলিতে হইলে, স্থায়িভাবের কার্য্যকে অনুভাব কহে। ইহাদ্বারা অন্তঃকরণস্থ সুখ দুঃখাদি অনুভূত হয়।

উদাহরণ।

“দূতমুখে শুনি ইন্দ্রজিতের মরণ।
সিংহাসন হতে পড়ে রাজা দশানন॥

উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
হাহাকার করে সবে চারি দিকে বসি।
দশমুণ্ডে ঢালে জল কলসী কলসী ॥
বহু কষ্টে দশানন পাইলা চেতন।
চেতন পাইয়া রাজা করয়ে রোদন ॥
হাহা পুত্র ইন্দ্রজিৎ গেলি কোথাকারে।
সম্মুখ সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে ॥
পুত্রশোকে কাঁদি রাজা গড়াগড়ি যায়।
দশমুণ্ড কলেবর ধূলায় লোটায় ॥”

রামায়ণ।

এই উদাহরণে ভুজাক্ষেপ, ক্রন্দন, ভূমিবিলুণ্ঠন, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি কার্য্যগুলি করুণরসের অনুভাব। যাহা যে রসের অনুভাব তাহা তৎস্বরূপ বর্ণনে ব্যক্ত হইবে।

অথ সাত্ত্বিকভাব।

৮৬। *সত্ত্ব-সম্ভূত যে বিকার তাহার নাম সাত্ত্বিক। যদিও ইহা অনুভাবের মধ্যে পরিগণিত, তথাপি কেবল সত্ত্বমাত্র হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া কোন কোন অলঙ্কারবিৎ পণ্ডিত ইহাকে অনুভাব হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

---

* স্বাত্মবিশ্রাম ও রসবিশেষব্যঞ্জক কোন আন্তর ধর্ম্ম বিশেষের নাম সত্ত্ব।

৮৭। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই আট্টীর নাম সাত্ত্বিক-ভাব।

অথ সাত্ত্বিকোৎপত্তি।

৮৮। প্রথমতঃ চিত্ত ভাবাক্রান্ত হইয়া, ক্ষুভিত আত্মাকে প্রাণ বায়ুর সহিত মিশাইয়া দেয়, প্রাণ আত্ম সংযোগে বিকৃত হইয়া দেহকে ক্ষুভিত করিয়া ফেলে, দেহ ক্ষুব্ধ হইলেই উক্ত স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে *।

অথ স্তম্ভ।

৮৯। ভয়, হর্ষ, আশ্চর্য্য, বিষাদ ও অমর্ষজন্য যে চেষ্টার প্রতীঘাত তাহার নাম স্তম্ভ।

* প্রত্যেক সাত্ত্বিকের বিশেষোৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে রূপগোস্বামী এই রূপ বলেন—প্রাণবায়ু; পৃথিবী, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ-ভূতকে আশ্রয় করিয়া, সাত্ত্বিকভাব ব্যক্ত করিয়া দেয়।

প্রাণ যখন ক্ষিতিকে আশ্রয় করে তখন শরীর স্তম্ভিত হয়; যখন সলিলকে আশ্রয় করে তখন অশ্রু বিগলিত হয়; তেজঃস্থ হইলে স্বেদ ও বৈবর্ণ্য জন্মে এবং বিয়দাশ্রিত হইলে প্রলয় আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু প্রাণ যখন আপনাকে আপনি আশ্রয় করে তখন উহার মন্দ, মধ্য ও তীব্র এই তিন প্রকার অবস্থা জন্মে, তন্মধ্যে মন্দাবস্থাপন্ন হইলে রোমাঞ্চ, মধ্যভাবাপন্ন হইলে কম্প ও তীব্রভাবাপন্ন হইলে স্বরভঙ্গ জন্মিয়া থাকে।

ভয় জন্য যথা

"বড় বড় গৃহ দগ্ধ লঙ্কার ভিতর
নিরখিয়া বীরবাহু সভয় অন্তর।
কুম্ভকর্ণ আদি যত বীরচূড়ামণি
তাহাদের মুণ্ড পড়ে লোটায় ধরণি।
শকুনী গৃধিনী আর কুক্কুর শৃগাল।
মহানন্দে কলরব করে পালে পাল।
লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ।
নিরখিয়া বীরবাহু ভয়ে হলো স্তব্ধ॥"

রামায়ণ।

হর্ষ জন্য স্তম্ভ যথা

"ধীরে ধীরে দশরথ পুত্র নিল বুকে
শত শত চুম্ব তার দিলা চাঁদমুখে।
পরিরম্ভসুখে আঁখি মুদি নরপতি
জগৎ ভুলিয়া হইলেন জড়মতি॥"

রামায়ণ।

আশ্চর্য্য জন্য যথা

"রাবণেরে কহে গিয়া যত নিশাচর
শ্রীরাম আইলা পার হইয়া সাগর।
এই বাণী শুনি দশানন স্তব্ধকায়
বিংশতি লোচন মেলি চারিদিকে চায়॥"

রামায়ণ।

বিষাদ জন্য যথা

"তার মধ্যে পঞ্চজনে বানরে বধিল
অতিকায় লক্ষ্মণের বাণেতে মরিল।
দূত মুখে এই বাণী করিয়া শ্রবণ
কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রহে দশানন॥"

রামায়ণ।

অথ স্বেদ।

৯০। ঘর্ম্ম ও শ্রমাদি দ্বারা যে শরীরে জলোদগম তাহার নাম স্বেদ॥

উদাহরণ।

"মুনিকুমারের সন্নিধানে স্বেদজলে বারংবার স্নান করিয়া, পরে সরোবরে স্নান করিতে গেলাম।"

কাদম্বরী।

শ্রমজন্য স্বেদ যথা

"নৃত্যশ্রমে গৌরের দেহে ঘর্ম্ম ঘন
সুগন্ধি শীতল বায়ু করেন সেবন।"

চরিতামৃত।

অথ রোমাঞ্চ।

৯১। হর্ষ ও অদ্ভুত ভয়াদি জন্য যে রোমবিকার তাহার নাম রোমাঞ্চ।

উদাহরণ।

"পার্থমুখে বার্ত্তা পেয়ে রাক্ষস ঈশ্বর
হরষেতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর।"

মহাভারত।

অথ স্বরভঙ্গ।

৯২। মদ ও পীড়াদি দ্বারা যে গদ্‌গদ তাহার নাম স্বরভঙ্গ।

উদাহরণ।

"মুখে মৃদু মৃদু হাস, কণ্ঠে গদগদ ভাষ,
ভক্তি ভাবে যেন উন্মত্ত।
কখন আছাড় খায়, হরি বলি কভু ধায়
উছলয়ে ভক্তি অবিরত॥"

বৃন্দাবন দাস।

অথ বেপথু।

৯৩। রাগ, দ্বেষ ও শ্রমাদিজন্য যে গাত্র-কম্পন তাহার নাম বেপথু।

উদাহরণ।

"নানা অলঙ্কারে করে ভুবন উজ্জ্বল।
দশভালে দশ মণি করে ঝলমল॥
কোপে কাঁপে কলেবর চলে রণভাগে।
হাজার রমণী আসি ঘেরে অনুরাগে॥

রামায়ণ।

অথ বৈবর্ণ্য।

৯৪। বিষাদ, মদ ও রোষাদি দ্বারা যে প্রকৃত বর্ণের অন্যথা তাহার নাম বৈবর্ণ্য।

উদাহরণ।

"গাত্রে নাহি শক্তি অতি মলিন দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস॥"

রামায়ণ।

এই উদাহরণে অতি মলিন ও দিবাভাগের চন্দ্রকলার ন্যায় বলাতে জানকীর অঙ্গ-বৈবর্ণ্য সুন্দররূপে ব্যক্ত হইতেছে।

যথা বা

" লতা হইতে কুসুমরেণু গাত্রে পড়িতেছে তথাপি সংজ্ঞা নাই। কলেবর এরূপ শীর্ণ ও বিবর্ণ যে সহসা চিনিতে পারা যায় না।"

কাদম্বরী।

অথ অশ্রু।

৯৫। ক্রোধ, দুঃখ ও হর্ষাদিজনিত যে নেত্রোদ্ভব বারি তাহার নাম অশ্রু।

দুঃখজন্য যথা

" একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ॥
এই রূপে এক স্থানে যান শত বার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার॥
কাঁদিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্যপশু পাখী॥"

রামায়ণ।

হর্ষজন্য যথা

" বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিধির লিখন।
শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম দরশন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে।
প্রেমানন্দে সুগ্রীবের নেত্রে নীর ঝরে॥"

রামায়ণ।

অথ প্রলয়।

৯৬। সুখদুঃখ-জনিত জ্ঞান ও চেষ্টার যে নিরাকৃতি তাহার নাম প্রলয়।

উদাহরণ।

" তবে ত স্বরূপ সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ।
দিউটী জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া বাহিরে যাইলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥
পেটের ভিতর হস্ত কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছে হইয়া বিকল।
বাহিরে জড়িমা চিত্ত আনন্দে বিহ্বল॥"

চরিতামৃত।

দুঃখজন্য যথা

" তবে কাঁদি কাঁদি সেই ভগ্নদূত বলে।
মহারাজ কি কহিব রণের কুশলে॥
তোমার অনুজ গিয়া সমর ভিতর।
বধিলেন বহুতর ভল্লুক বানর॥
পরে রামবাণে হত হয়ে ত্যজি প্রাণ।
মহারাজ স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান॥
যেই মাত্র এই কথা চরেতে কহিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূতলে পড়িল॥
তাহা দেখি মহাপার্শ্ব আর মহোদর।
উঠাইয়া বসাইল আসন উপর॥"

রামায়ণ।

৯৭। কথিত সাত্ত্বিকভাবগুলি ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত এই চারিপ্রকারে বিভিন্ন হয়।

অথ ধূমায়িত।

৯৮। একটী কিম্বা দুইটী সাত্ত্বিকভাব যদি অল্পমাত্র ব্যক্ততাকে প্রাপ্ত হয় এবং যদি তাহা সহজে গোপন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ধূমায়িত নামে সাত্ত্বিকভাব হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"এই যে বহিল তব চক্ষে জলধার।
এই যে অলপ তনু কাঁপিল তোমার॥
পুনু কৃষ্ণে ভাব অহে প্রিয় হরিদাস।
ক্রমে সব ভাব অঙ্গে পাইবে প্রকাশ॥"

চৈতন্যলীলালহরী।

এই উদাহরণে হরিদাসের অশ্রু ও কম্প অল্পমাত্র উদ্বুদ্ধ হওয়াতে ধূমায়িত সাত্ত্বিকভাব হইল।

অথ জ্বলিত।

৯৯। যদি দুটী কিম্বা তিনটী সাত্ত্বিকভাব যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং গোপন করিতে হইলে, অতি কষ্টে তাহাদিগকে গোপন করিতে হয়, তাহা হইলে জ্বলিত নামে সাত্ত্বিকভাব হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" বড় ভাগ্যবান্ তুমি কৃষ্ণদাস ধীর।
কৃষ্ণ নামে তব চক্ষে বহিতেছে নীর॥
কণ্টকিত কলেবর হয়েছে এখন।
ঘন ঘন অঙ্গে তব হতেছে কম্পন॥
এস কৃষ্ণদাস কোলে করিয়া তোমায়।
লোটাইব গড়াগড়ি পাড়িয়া ধূলায়॥"

চৈতন্যলীলালহরী।

এই উদাহরণে অশ্রু, কম্প ও লোমাঞ্চ তিনটী সাত্ত্বিক যুগপৎ প্রকটিত হওয়াতে জ্বলিত নামে সাত্ত্বিকভাব হইল।

অথ দীপ্ত।

১০০। যুগপৎ ব্যক্তীভূত তিনটী চারিটী অথবা পাঁচটী সাত্ত্বিকভাবকে যদি সংবরণ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে দীপ্তনামে সাত্ত্বিকভাব হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব বামণ।
দেবালয়ে আসি করে গীতা আবর্ত্তন॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ প্রকাশ।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাস॥
কেহ হাসে কেহ নিন্দে না করে শ্রবণে।
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে এক মনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌরাঙ্গের মনঃ॥"

চরিতামৃত।

অথ উদ্দীপ্ত।

১০১। পাঁচটী, ছয়টী অথবা সমস্তগুলি যুগপৎ ব্যক্ত হইলে উদ্দীপ্তনামে সাত্ত্বিক হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" নিয়ত প্রভুর নাট, বাজে করতাল।
সকল সাত্ত্বিক সমুদিত সমকাল॥
মাংস ব্রণ সম রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
দন্তাবলী কাঁপনি দেখিতে লাগে ভয়।
লোকে বুঝে দন্ত যেন খসিয়া পড়য়॥
সব অঙ্গে স্বেদ ছুটি ভিজিল বসন।
জজ্ঞ গগ জজ গগ গদ্গদ বচন॥
জলযন্ত্র ধারা সম বহে অশ্রুজল।
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি হয় কভু রক্তিম আধান।
কভু শুক্ল হয় ফুল্ল মল্লিকা সমান॥
কভু স্তম্ভ, প্রভু কভু ভূমিতে লোটায়।
শুষ্ককাষ্ঠ সম হস্ত পদ না চলয়॥"

চরিতামৃত।

এই উদাহরণে স্তম্ভ স্বেদ প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বিকগুলি যুগপৎ লক্ষিত হইতেছে। এজন্য এটী উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের সুন্দর উদাহরণ হইল।

ইতি সাত্ত্বিক বিবৃতি।

——ঃ——

অথ ব্যভিচারি ভাব।

১০২। রসাভিমুখে * যাহা বিশিষ্টরূপে বিচরণ করে তাহার নাম ব্যভিচারী। ইহা সমুদয়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার। স্থায়িভাব অর্থাৎ স্থিরভাবে বিদ্যমান যে রতি হাস্যাদি তাহাতে উক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার ব্যভিচারিভাবের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকল রসেই সঞ্চরণ করিয়া থাকে এজন্য কখন কখন ইহারা সঞ্চারিভাব বলিয়াও কথিত হয়।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার ব্যভিচারী যথা

১০৩। নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব্ব, মরণ, আলস্য, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা এবং বিতর্ক।

অথ নির্ব্বেদ।

১০৪। † তত্ত্বজ্ঞান, আপদ্ ও ঈর্ষ্যাদি হেতুক যে স্বাবমাননা তাহার নাম নির্ব্বেদ। দৈন্য, চিন্তা,

---

* অর্থাৎ বিভাব ও অনুভাবাপেক্ষা যাহা রসাভিমুখ্যে রত্যাদিতে বিশেষ রূপে বিচরণ করে।

† তত্ত্বজ্ঞান—অর্থাৎ দেহ বিষয়াদিতে অনুপাদেয়ত্ব জ্ঞান; জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান নহে কারণ, তাহা হইলে স্বাবমাননা না হইয়া, মোক্ষ হইয়া যায়।

অশ্রু, নিশ্বাস, বৈবর্ণ্য ও উচ্ছ্বসিত ইত্যাদি কতক গুলি ইহার বোধক।

তত্ত্বজ্ঞান জন্য যথা

"পশুর পাখীর সম মম আচরণ।
কেন এ মানব দেহ করিনু ধারণ॥
কলঙ্কিত নর নাম জনমে আমার।
ধিক্ রে আত্মন্ তোরে ধিক্ শতবার॥"

সদ্ভাবশতক।

আপদ্‌জন্য যথা

"এত যদি বলিলেন রাম জানকীরে
যোড় হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে।
কি কাজ আমার রঘুনাথ এ জীবনে
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে।
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব বিদ্যমানে
সে সব শুনিলে বাণী আপনার কাণে।
আবার পরীক্ষা হবে সভা বিদ্যমানে
ধিক্ মম রাজ্যপাটে ধিক্ এ পরাণে।"

রামায়ণ।

ঈর্ষ্যাজন্য যথা

"প্রবোধিত কুম্ভকর্ণে নাহি প্রয়োজন
শতধিক্ ইন্দ্রজিতে দিতেছি এখন।
ত্রিদিব-লুণ্ঠন-পটু বাহুতে কি কাজ
মম পরিপন্থী রাম এই বড় লাজ।
পরিপন্থী বটে কিন্তু তাহে জটাধারী
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ জীবনে আমারি॥"

অথ আবেগ।

১০৫। আবেগ অর্থাৎ ত্বরা। এই আবেগ বর্ষাজন্য হইলে, অঙ্গ পীড়া হইয়া থাকে। অগ্নি-জন্য হইলে ধুমাদি দ্বারা আকুলতা হইয়া থাকে। উৎপাত জন্য হইলে শরীরে স্তম্ভতা জন্মিয়া থাকে। রাজবিদ্রবাদি-জনিত যে আবেগ শস্ত্র-নাগাদির যোজনাই তাহাতে অনুভাব। গজাদি হইতে আবেগ হইলে স্তম্ভ কম্পাদি ঘটিয়া থাকে। বায়ুজন্য হইলে ধুলিতৃণাদি দ্বারা আকুলতা, ইষ্ট হইতে হইলে হর্ষ ও অনিষ্ট হইতে হইলে, শোকাদি তাহাতে অনুভাব হয়।

বর্ষাজন্য আবেগ।

"বরষা সময়ে ঋষিকুল।
ধারাপাতে হইয়া আকুল।
তবদরী পরিহরি, উঠিয়া শিখরোপরি
ধারাপাত দুঃখ হরি তরণির করে
তপস্যা করেন তথা সানন্দ অন্তরে।"

চারু-গাথা।

অগ্নিজ আবেগ যথা

" অগ্নিতে পুড়িয়া পাড়ে বড বড় ঘর
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর।
উলঙ্গ হইয়া কেহ পলাইল ডরে
লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে

অনেকে পুড়িয়া মরে আগুণের জ্বালে
কেহবা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে।
লঙ্কার ভিতর যত ছিল বিদ্যাধরী
জলেতে প্রবেশ করি বলে মরি মরি।"

রামায়ণ।

উৎপাত জন্য।

"দেখিল নিকট হৈল অর্জ্জুনের রথ
প্রাণ ভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ।
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে।

মহাভারত।

অথ দৈন্য।

১০৬। দৌর্গত্যাদি দ্বারা যে অনৌজস্য তাহার নাম দৈন্য। কৃশতা, মলিনতা প্রভৃতি ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

"গর্ভ ভরে মন্থরগমনা
বধূ মোর হয়েছে মলিনা।
জীর্ণ গৃহে করি বাস, বৃদ্ধ পতি সহবাস
বরষাধারায় হায় আকুল পরাণি।
কাঁদিয়া গৃহিণী বলে শিরে কর হানি।"

অথ শ্রম।

১০৭। পথিগমনাদি জন্য যে মনঃখেদ তাহার নাম শ্রম, ইহাতে স্বেদাদি জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

" পতি সনে জানকী সুন্দরী
চলেন কাননমুখে রাজ্য পরিহরি।
দুঃখে তনু জর জর, স্বেদ বিন্দু ঝর ঝর,
হেরি কাঁদে কুলুকুলু স্বরে গোদাবরী
প্রতিধ্বনিচ্ছলে কাঁদে চিত্রকূট দরী॥"

অথ মদ।

১০৮। মদ্যপানজনিত যে সম্মোহ ও আনন্দ-সম্ভেদ তাহার নাম মদ, অর্থাৎ আসবপানজনিত সম্মোহ ও আনন্দ এই উভয়ের মেলক যে অবস্থা-বিশেষ তাহাকে মদ কহে। ইহা ঘটিলে উত্তম-প্রকৃতি ব্যক্তি নিঃশব্দে শয়ন করিয়া থাকে। মধ্যম হাস্য ও গান করে। অধম পরুষ বাক্য-প্রয়োগ করে ও গান করিয়া থাকে।

উদাহরণ।

" কৃষ্ণের উত্তর শুনি শিনির নন্দন
মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিলা সেইক্ষণ।
বারুণী মদিরাপানে ঘূর্ণিত লোচন
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন মহাকোপ মনঃ।
করপদ কম্পিয়া কম্পয়ে ওষ্ঠাধর
কড় মড় দশন, মর্দ্দয়ে নিজ কর।
গর্জ্জিয়া বলিলা বীর গোবিন্দের প্রতি
আমারে এমন বাক্য কহিল দুর্ম্মতি॥"

মহাভারত।

অথ জড়তা।

১০৯। ইষ্টদর্শন ও অনিষ্টশ্রবণজনিত যে অপ্রতিপত্তি তাহার নাম জড়তা। অনিমেষ-লোচনে নিরীক্ষণ ও মৌনীভাবাদি ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

"রাণী যত কহে, বিদ্যা মৌনে রহে,
লাজে ভয়ে জড় সড়।
ভাবিয়া কাঁদিয়া, কহে বিনাইয়া,
ধূর্ত্তের চাতুরী বড়॥"

বিদ্যাসুন্দর।

অথ উগ্রতা।

১১০। শৌর্য্য, দুর্ম্মুখতা, ক্রূরতা ও অপরাধাদিজনিত যে চণ্ডতা তাহার নাম উগ্রতা। স্বেদ, শিরঃকম্পন, তর্জ্জন ও তাড়নাদি ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

"শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবন কুমার।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রূকুটি॥"

মহাভারত।

অথ মোহ।

১১১। ভয়, দুঃখ ও আবেশ ইত্যাদির ভাবনা-জন্য যে শূন্যচিত্ততা তাহার নাম মোহ। ঘূর্ণন,

পতন, ভ্রমণ, আঘাত ও অদর্শন এই গুলি ইহা দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

" আশ্রমেতে আসি, বলিল প্রকাশি
অভ্যাগত দ্বার দেশে।
হেথা শকুন্তলা, হইয়া বিহ্বলা
আছে তথাবিধ বেশে॥
চিন্তায় মগন, মুনির বচন
শুনিতে না পায় কাণে।
তবে ঋষিবর, ক্রোধে করি ভর
শাপ দিলা সেই খানে॥"

শকুন্তলা।

অথ বিবোধ।

১১২। নিদ্রাপগমহেতুক যে চেতনাগম তাহার নাম বিবোধ। ইহাতে জৃম্ভণ, অঙ্গমোটন, নয়ন-নিমীলন ও অঙ্গাবলোকন হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" জাগাইতে না পারিব এসব প্রবন্ধে।
আপনি জাগিবে বীর মদ্য মাংস গন্ধে॥
অনন্ত বাসুকি যেন মেলিলেক হাই।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষুঃ দেখিয়া ডরাই॥
ঘূর্ণিতলোচন বীর উঠে বসে খাটে।
ধাইল লইয়া বার্ত্তা দূত রাজপাটে॥"

রামায়ণ।

অথ স্বপ্ন।

১১৩। নিদ্রিত ব্যক্তির যে বিষয়ানুভব, তাহার নাম স্বপ্ন। ইহাতে কোপ, আবেগ, ভয়, গ্লানি, সুখ ও দুঃখাদি জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

" নিদ্রাগত রাজপুত্র পালঙ্ক উপর।
উঠেন কুস্বপ্ন দেখি সশঙ্ক অন্তর॥
প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেয়ানে।
আইলা অমাত্যগণ তাঁর সম্ভাষণে॥
ভরতেরে জিজ্ঞাসা করিল পাত্রগণ।
শুনিয়া ভরত বাক্য বলেন তখন॥
কুস্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি অবশেষে।
যেন চন্দ্র সূর্য্য ভূমে পড়িয়াছে খসে॥
স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বন॥"

রামায়ণ।

অথ অপস্মার।

১১৪। গ্রহাদির আবেশ জন্য যে মনঃক্ষেপ, তাহার নাম অপস্মার। ভূপতন, কম্প, স্বেদ, ফেন ও ললাদি ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

" তবেত স্বরূপ সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ।
দিউটী জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া বাহিরে যাইলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥

পেটের ভিতর হস্ত কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥
কভু স্তম্ভ প্রভু কভু ভূমিতে লোটয়।
শুষ্ক কাষ্ঠ সম হস্ত পদ না চলয়॥
কভু ভূমি পড়ে কভু শ্বাস হয় হীন।
যাহা দেখি ভক্তগণ প্রাণ হয় ক্ষীণ॥
কভু নেত্রনাসাজল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্র বিম্বে বহে যেন॥"

চরিতামৃত।

অথ গর্ব্ব।

১১৫। প্রভাব, শ্রী, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সৎকুলতাদি-সম্ভূত যে মদ তাহার নাম গর্ব্ব। অবজ্ঞা বিলাসের সহিত অঙ্গাবলোকন এবং অবিনয় প্রভৃতি ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

"তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ।
তোরে পরিচয় দিব এত কি গরজ॥
দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয়॥"

বিদ্যাসুন্দর।

অথ মরণ।

১১৬। * শরাদিদ্বারা যে প্রাণনাশ, তাহার নাম মরণ; ইহাতে অঙ্গপতনাদি হইয়া থাকে।

* ব্যভিচারিভাবের চিত্ত বৃত্তিত্ব আছে বলিয়া চণ্ডিদাস মরণের বিষয় এইরূপ বলেন যে শোকাদি হইতে জাত যে জীবোদ্গমারম্ভ তাহার নাম মরণ; অঙ্গপতনাদি বিবিধ চেষ্টা ইহাতে হইয়া থাকে। একবারে মৃত্যু হইলে এই ব্যভিচারী দ্বারা রসপুষ্ট হয় না।

উদাহরণ।

"এতেক ভাবিতে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে
তরণির মুণ্ড কেটে ভূমিতলে পাড়ে ॥
দুই খণ্ড হোয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণির কাটামুণ্ড রাম রাম বলে ॥"

রামায়ণ।

অথ আলস্য।

১১৭। পরিশ্রম ও গর্ভাদিজনিত যে ক্রিয়া-বৈরস্য—অর্থাৎ জড়তা তাহার নাম আলস্য। জৃম্ভণ ও উপবেশনাদি ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

"গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই কাতর সীতা ভূমিতে শয়ন ॥
সুখের সাগরে দুঃখ বিধাতা ঘটায়।
নেতের আঁচলপাতি শুলেন তথায় ॥"

রামায়ণ।

অথ অমর্ষ।

১১৮। নিন্দা, আক্ষেপ ও অপমানাদি জন্য যে অভিনিবিষ্টতা, তাহার নাম অমর্ষ। নয়নরাগ, শিরঃকম্পন, ভ্রূভঙ্গ ও উত্তর্জ্জনাদি ইহাতে হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে।
এইরূপ দুষ্ট কর্ম্ম দেখিলা নয়নে ॥

যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর।
ভারত কুলের পশু নির্লজ্জ পামর॥
বজ্রসম প্রহার করিয়া গদাঘাত।
রণ মধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত॥
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে।
পিতৃ পিতামহ গতি না পাবেন তবে॥”

মহাভারত।

অথ নিদ্রা।

১১৯। শ্রম, ক্লম, ও মদাদি জন্য যে চিত্ত-সম্মীলন তাহার নাম নিদ্রা। ইহাতে জৃম্ভণ, অক্ষিনিমীলন, উচ্ছ্বাস ও গাত্রভঙ্গাদি হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

“শ্রমে তনু শিথিলিত প্রায়।
জানকী সুন্দরী ঘুমে ধরণি লোটায়॥
শ্রীরামের উরুদেশে, নিদ্রা যান সুখাবেশে
অলক দুলিছে মন্দ পবন হিল্লোলে।
ঘামে যেন মুক্তাফল শোভিছে কপোলে॥
বদন কমল বিকাশিয়া
তুলিছেন জৃম্ভ কভু তনু বিমোটিয়া।
কবরী সংযত ছিল, ক্রমে ক্রমে এলাইল
লটপট ভূমিতলে চাচর কুন্তল
অলি আসি গুঞ্জরিছে ত্যজিয়া কমল॥

অথ অবহিত্থা।

১২০। গৌরব, ভয় ও লজ্জাদি সম্ভূত যে

হর্ষাদির* আকার গোপন, তাহার নাম অবহিত্থা। ব্যাপারান্তরে আসক্তি, অন্য প্রকার বাক্য কথন ও অন্যদিকে অবলোকন ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

"গিরির পাশেতে গিয়া, গৌরী ছিল দাঁড়াইয়া,
লজ্জা পেয়ে বিয়ার কথায়।
কমল কুসুম দলে, গণনা করেন ছলে,
যেন মন অন্য দিকে ধায়॥"

কুমার সম্ভব।

এই উদাহরণে কমলদল গণনাছলে পার্ব্বতী হর্ষাদি গোপন করিতেছেন।

অথ ঔৎসুক্য।

১২১। অভিলষিত প্রাপ্তিজন্য যে কালক্ষেপণে অসহিষ্ণুতা, তাহার নাম ঔৎসুক্য। ইহা মনস্তাপ, ত্বরা, স্বেদ ও দীর্ঘ নিশ্বাসাদি কারক।

উদাহরণ।

"কি করিব কোথা পাব ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কোথা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুখ।
ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥
এইরূপ মনস্তাপে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥"

চরিতামৃত।

* আকার গোপন সম্বন্ধে রূপগোস্বামী বলেন যে একবারে আকারের গোপন অবহিত্থা নহে; তবে ছলাদি দ্বারা আকার গোপনে যে চেষ্টা তাহার নাম অবহিত্থা।

এই উদাহরণে কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য চৈতন্যদেবের অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইতেছে।

অথ উন্মাদ।

১২২। শোক, ভয় ও কামাদিজনিত যে চিত্ত-সম্মোহ তাহার নাম উন্মাদ। অযোগ্য স্থানে হাস্য, রোদন, গান ও প্রলাপ ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

"ক্ষণেক উঠেন রাম বসেন ক্ষণেক।
যেমন উন্মত্ত, রাম বল্যেন অনেক॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
অহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার॥
হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥"

রামায়ণ।

গিরি নদী পর্ব্বত প্রভৃতি অচেতন পদার্থকে জানকীর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করাতে এই উদাহরণে অতি সুন্দর রূপে শ্রীরামের উন্মাদ ব্যক্ত হইতেছে।

অথ শঙ্কা।

১২৩। পরের ক্রূরতা ও আপনার দোষাদি

দ্বারা যে অনর্থের তর্ক, তাহার নাম শঙ্কা। বৈবর্ণ্য, কম্প, স্বরভঙ্গ, পার্শ্বাবলোকনও মুখশোষ ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

"দূতমুখে শুনি পরে সিন্ধুর-নন্দন।
শরীরে হইল কম্প নহে নিবারণ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্য্যোধন।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ॥
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয়॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিতে না পারে।
আপনি মরিবে সে পুড়িয়া বৈশ্বানরে॥
এই মত প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ পুনঃ।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জ্জুন॥
রক্ষার উপায় কিছু নাহি দেখি আমি।
আজ্ঞা কর তুমি হই নিজ দেশগামী॥"

মহাভারত।

আত্মদোষজন্য যথা

কৃষ্ণারে করিনু কেন বৃথা অপমান।
শুনিলে এখনি ভীম লইবে পরাণ॥
হায় বিধি মোর কেন হইল এমতি।
না ক্ষমিবে ভীমসেন করিলে মিনতি॥
একথা কহিব কারে আপনার দোষ।
এখনি আসিয়া পার্থ প্রকাশিবে রোষ॥

এত বলি দুঃশাসন চারিদিকে চায়।
কাঁপিতে লাগিল তনু বলে একি দায়॥"

মহাভারত।

অথ স্মৃতি।

১২৪। সদৃশ জ্ঞান ও চিন্তা দ্বারা যে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের বোধ, তাহার নাম স্মৃতি। ভ্রূসমুন্নমনাদি ইহাতে হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"শরাসনে শর সন্ধান করি কিন্তু মৃগের উপরি নিক্ষেপ করিতে পারি না, তাহাদিগের মুগ্ধ নয়ন অবলোকন করিলে, শকুন্তলার সেই অলৌকিক বিভ্রম বিলাসশালী নয়নযুগল মনে পড়ে।"

শকুন্তলা।

অথ মতি।

১২৫। নীতিপথে অনুসরণপূর্ব্বক যে অর্থ নির্দ্ধারণ, তাহার নাম মতি। ইহাতে স্মেরতা, ধৈর্য্য, সন্তোষ ও বহুমান হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"ক্ষত্রিয় গ্রহণ যোগ্য হইবে নিশ্চয়।
নলে কেন মম মন অভিলাষি হয়॥
সন্দেহ বিহীন দ্রব্যে সাধুর প্রবৃত্তি।
প্রমাণ তাহার যদি না হয় নিবৃত্তি॥"

শকুন্তলা।

অথ ব্যাধি।

১২৬। দোষোদ্রেক ও বিয়োগাদি দ্বারা যে

জ্বরাদি, তাহার নাম ব্যাধি। কিন্তু এই ব্যভিচারি-প্রকরণে উক্ত বিয়োগাদি-প্রভব-ভাব-বিশেষকেই ব্যাধি বলা যায়। স্তম্ভ, শ্লথাঙ্গতা, শ্বাস, উত্তাপ, ভূমীচ্ছা ও ক্লমাদি ইহার জ্ঞাপক। চণ্ডিদাস এইরূপ লেখেন। কাম ও শোকাদি হইতে জাত যে অন্তঃকরণের উপঘাত, তাহার নাম ব্যাধি। কম্প, স্বেদ ও তাপাদি ইহার জ্ঞাপক।

উদাহরণ।

"রামের বিরহে প্রাণ যায়
দুখে তনু জর জর, কহিব কাহায়!
সেই নিরুপম মুখ, ভাবিয়া কাঁপিছে বুক,
জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িছে হৃদয়॥"

কালীপ্রজা।

যথা বা

"জানকী বিহনে মোর সব অন্ধকার রে।
রাহু গরাসিলে যথা পূর্ণ শশধর রে॥
অবয়ব সবাকার, মমকাছে শবাকার।
নাহি দেখি একাকার সুআকার আর রে॥"

পদ্যচন্দ্রিকা।

এই দুই উদাহরণে ব্যাধির সম্পূর্ণ লক্ষণ উপলক্ষিত হইতেছে।

অথ ত্রাস।

১২৭। বিদ্যুৎ, উল্কা ও কোন ভয়ঙ্কর প্রাণীর উগ্রনিস্বন দ্বারা যে হঠাৎ হৃদয়ক্ষোভ তাহার

নাম ত্রাস। ইহাতে কম্প, মুখশোষ ও দিঙ্‌নিরী-ক্ষণাদি জন্মিয়া থাকে।

উদাহরণ।

" হেনমতে সৈন্য সব, করে মহা কলরব,
প্রাণলয়ে পলায় তরাসে।
প্রতিশব্দে কোলাহল, পূর্ণ হৈল বন স্থল,
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি হাসে ॥"

মহাভারত।

অথ ব্রীড়া।

১২৮। অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্তুতি ও অবজ্ঞাদি-জনিত যে অপ্রগল্‌ভতা অর্থাৎ ধৃষ্টতার অভাব, তাহার নাম ব্রীড়া। ইহাতে মৌনচিন্তন, বস্ত্রাদি দ্বারা মুখাবরণ, ভূমিখনন ও অধোমুখতাদি জন্মিয়া থাকে।

অকর্ত্তব্য কর্ম্মজন্য যথা

" তোমার সহিত যুদ্ধ মোরে নাহি সাজে।
ক্ষমাকর কপিরাজ কেন পাড় লাজে ॥
ক্ষমাকর বীর তব দৈবের লিখন।
আমার প্রসাদে যাহ মহেন্দ্র ভবন ॥"

রামায়ণ।

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে বালিবধরূপ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা রামচন্দ্র অধিক লজ্জিত হইয়াছেন।

অবজ্ঞাজনিত যথা

" অঙ্গদ বলেন হাসি অরে দুরাচার।
রাক্ষস কুলের পশু পাপ অবতার ॥

যে তোরে লাঙ্গূলে বাঁধি বালী মহাশয় ।
ডুবাইয়াছিল, আমি তাহার তনয় ॥
অঙ্গদের কথা কাণে শুনিয়া রাবণ ।
চক্ষুমুদি নমাইলা দশটী বদন ॥”

রামায়ণ ।

অথ হর্ষ ।

১২৯ । অভীষ্ট দর্শন বা প্রাপণজন্য যে চিত্তের প্রসন্নতা, তাহার নাম হর্ষ। ইহাতে রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু, মুখফুল্লতা, আবেগ, উন্মাদ, জড়তা ও মোহাদি হইয়া থাকে।

উদাহরণ ।

“ পাঠালেন শ্রীরাম আমারে তব পাশ ।
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ॥
হনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী ।
আনন্দ সাগরে ভাসে জনকনন্দিনী ॥”

রামায়ণ ।

অথ অসূয়া ।

১৩০ । অন্যের গুণ, সম্পত্তি ও ঔদ্ধত্যজনিত যে অসহিষ্ণুতা, তাহার নাম অসূয়া। দোষোদ্-ঘোষণা, ভ্রূভঙ্গি, অবজ্ঞা, ক্রোধ, ও ইঙ্গিত প্রভৃতি কতকগুলি ইহার জ্ঞাপক ।

উদাহরণ ।

“ কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ ।
সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন ॥

জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি॥
রাজসূয়যজ্ঞ পূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদীর ঈশ্বর॥
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার।
অহে ভীষ্ম এ তোমার কিমত বিচার॥"

মহাভারত।

অথ বিষাদ।

১৩১। অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ-কার্য্যের অসমাপ্তি, বিপত্তি ও অপরাধ ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়-জনিত যে অনুতাপ—অর্থাৎ উপায়াভাব-জনিত সত্ত্বক্ষয়, তাহার নাম বিষাদ। নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, হৃত্তাপ ও সহায়ান্বেষণ প্রভৃতি ইহাতে জন্মিয়া থাকে।

প্রারব্ধের অসমাপ্তিজনিত বিষাদ যথা

"বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ বিনাশে মিতা ঘটিল ব্যাঘাত॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশানন।
অই দেখ ভবানীর অঙ্কেতে রাবণ॥
দেখিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ সবিস্ময়।
প্রমাদ মানিয়া ভয়ে আকুল হৃদয়॥
অবনত মাথে রাম বসিলা ভূতলে।
পরম বিমর্ষ হয়ে ভাবিত সকলে॥"

রামায়ণ।

এখানে প্রারব্ধ যুদ্ধের অসমাপ্তি সম্ভাবনায় রাম বিষণ্ণ হইয়াছেন।

বিপত্তি জন্য যথা

"বিষাদে কাঁদেন সীতা হইয়া কাতর
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর।
সিংহের বিক্রম প্রায় দেবরলক্ষ্মণ
শূন্যঘরে পেয়ে মোরে হরিল রাবণ।
তুমি যাহা বলিলা হইল বিদ্যমান
শীঘ্র আসি দেবর করহ পরিত্রাণ॥"

রামায়ণ।

এখানে সহায়ান্বেষণ প্রভৃতি লক্ষিত হইতেছে।

অথ ধৃতি।

১৩২। জ্ঞান, শক্তি অথবা অভীষ্টাগমাদি-দ্বারা যে সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি, তাহার নাম ধৃতি। তৃপ্তি, বচনোল্লাস, সাহস ও প্রতিভা প্রভৃতি ইহাতে হইয়া থাকে।

জ্ঞানজন্য যথা

"যে তনুর সুখের লাগিয়া
ধরাকে রুধিরধারে দিয়াছি ভাসিয়া।
যারলাগি হয়ে রত, হীরক কনক কত
সঞ্চয় করেছি, আহা, সেই কলেবর
একাঞ্জলি জলে তৃপ্ত ধূলায় ধূসর।"

শক্তিজন্য যথা

"অরাতিদমন করি, প্রজার যাতনা হরি,
অমাত্যের হস্তে আমি রাজ্যভার দিয়াছি।

জ

হইয়াছি ধৃতিমান্, গাইব বিভুর গান,
বিষয়-জঞ্জাল সব তৃণ তুল্য গণেছি ॥"

উদ্ভট।

অথ চপলতা।

১৩৩। মাৎসর্য্য, দ্বেষ, ও রাগাদি জনিত যে অনবস্থান (চিত্তের লঘুতা) তাহার নাম চপলতা। ভর্ৎসনা, পরুষ বাক্য ও স্বচ্ছন্দাচরণাদি ইহার জ্ঞাপক।

উদাহরণ।

"শুনি দুঃশাসনেরে বলেন দুর্য্যোধন
পাণ্ডবেরে ভয় করে সঞ্জয়-নন্দন।
একর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন দ্রুতগতি।
সভামধ্যে কেশে ধরি আনিবে তাহারে
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কি আর বিচারে।
আজ্ঞামাত্র দুঃশাসন চলিল ত্বরিত
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হলো উপনীত ॥"

মহাভারত।

এই উদাহরণে দুর্য্যোধনও দুঃশাসন উভয়েরই লঘু-চিত্ততা প্রকাশ পাইতেছে।

অথ গ্লানি।

১৩৪। আয়াস, মনস্তাপ, ক্ষুধা অথবা পিপাসা জন্য যে নিষ্প্রাণতা, তাহার নাম গ্লানি। কম্প, কৃশতা ও অনুৎসাহ প্রভৃতি ইহার অনুভাব।

উদাহরণ।

"অজ্ঞান হইলা দেবী আলু থালু বেশ
দুঃশাসন ধরিলেক পাঞ্চালীর কেশ।
যেই কেশ রাজসূয় যজ্ঞের সময়
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয়।
পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী।"

মহাভারত।

এখানে দ্রৌপদী ও পুরযুবতী উভয়েরই মনস্তাপ জন্য গ্লানি ব্যক্ত হইতেছে।

অথ চিন্তা।

১৩৫। অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি জন্য যে ধ্যান, তাহার নাম চিন্তা। শূন্যতা, শ্বাস ও তাপ ইহার ব্যঞ্জক।

উদাহরণ।

"বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ব্বাদলশ্যাম।"

রামায়ণ।

যথা বা

"কৃতাঞ্জলি সুচিন্তিতা, প্রার্থনা করেন সীতা
শুনহ সকল দেবগণ।
যদি রাম গুণনিধি স্বামী করি দেহ বিধি
তবে হয় কামনা পূরণ॥"

রামায়ণ।

অথ বিতর্ক।

১৩৬। সন্দেহহেতুক যে বিচার, তাহার নাম

বিতর্ক। ভ্রূ, শিরঃ ও অঙ্গুলি নৃত্যাদি ইহাতে হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়
বিঁধেছে কি না বিঁধেছে কে জানে নির্ণয়।
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ
নির্ণয় করিতে জল করে নিরীক্ষণ।
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয়॥"

মহাভারত।

১৩৭। কোন রস বিশেষে দুইটী বা তদপেক্ষা অধিক স্থায়ি-ভাব লক্ষিত হইলে, আপন আপন স্থায়ি-ভাব ব্যতীত আর আর গুলিকে ব্যভিচারি-ভাবের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। যে যে রসে যে যে স্থায়িভাবের সঞ্চারিত্ব আছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে যথা—

আদ্য ও বীররসে হাস্যের, কেবল বীররসে ক্রোধের এবং শান্তরসে জুগুপ্সার সঞ্চারিত্ব আছে। অন্যান্যগুলি সহৃদয়-সংবেদ্য।

অথ স্থায়ি ভাব।

১৩৮। রসাস্বাদনের অঙ্কুরকন্দস্বরূপ যে

ভাব, তাহার নাম স্থায়িভাব। অবিরুদ্ধ ভাবই হউক আর বিরুদ্ধ ভাবই বা হউক, কোন ভাবই ইহাকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না।

স্রক্সূত্রবৃত্তির ন্যায় নানা ভাবের অনুগামুক এই স্থায়িভাব কোনরূপেই তিরোহিত হয় না বরং ঐ সকল ভাবদ্বারা সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে।

১৩৯। রতি (রাগ) হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম অর্থাৎ শান্তি এই নয়টী পৃথক্ পৃথক্ রসের পৃথক্ পৃথক্ স্থায়িভাব।

অথ রতি (রাগ)

১৪০। আপনার অনুকুলার্থের প্রতি যে চিত্তের বেগ, তাহার নাম রতি (রাগ)।

উদাহরণ।

" সে ধনী কে কহ বটে
গোরী সে নাগরী নবীন কিশোরী
নাইতে দেখিনু ঘাটে।
অঙ্গের বসন করেছে আসন
মাজিছে আপন গা
কালিন্দীর তীরে বোসে তার নীরে
পায়ের উপরি পা॥"

চণ্ডিদাস।

অথ হাস।

১৪১। বাক্য ও বেশাদির বিকার নিমিত্তক যে চিত্তবিকাশ ও মুখপ্রসন্নতা তাহার নাম হাস।

উদাহরণ।

" জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন॥
শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী।
রথের তলায় ঐ দেখ লো স্বজনি !
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা।
ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর মাতা॥"

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব।

অথ শোক।

১৪২। ইষ্টনাশাদি জন্য যে চিত্তের বৈক্লব্য তাহার নাম শোক।

উদাহরণ।

" দূত মুখে শুনি ইন্দ্রজিতের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥"

রামায়ণ।

অথ ক্রোধ।

১৪৩। ভ্রূকুটি বিভঙ্গ পূর্ব্বক প্রতিকূল বিষয়ে যে মনের উগ্রতা, তাহার নাম ক্রোধ।

উদাহরণ ।

" রাজা কন শুন রে কোটাল
নিমকহারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল ।
রাজ্য কৈলি ছারখার, তল্লাস কে করে তার
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ ।
আপনি ডাকাতি করি, প্রজার সর্ব্বস্ব হরি
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ?"

বিদ্যাসুন্দর ।

অথ উৎসাহ ।

১৪৪ । কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে যে দৃঢ়তর প্রযত্ন তাহার নাম উৎসাহ ।

উদাহরণ ।

" সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার ।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান হে
আমাদের স্থান ।
এস সুখে সবে তাহে হইব শয়ান হে
হইব শয়ান ॥
কেবলে শমন সভা ভয়ের আধান হে
ভয়ের আধান ।

ক্ষত্রিয়ের জাতি যম বেদের বিধান হে
বেদের বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকুবংশে কত বীরগণ হে
কত বীরগণ।
পরহিতে দেশহিতে ত্যজিল জীবন হে
ত্যজিল জীবন ॥"

পদ্মিনী উপাখ্যান।

এইগুলি রাজা ভীমসিংহের উৎসাহ বাক্য।

অথ ভয়।

১৪৫। যাহা* রৌদ্র শক্তিদ্বারা উৎপন্ন হইয়া, চিত্তের বৈক্লব্য সম্পাদন করে তাহার নাম ভয়।

উদাহরণ।

"বিপ্রসর্ব্ব দেখি পূর্ব্ব ভোজ্যবস্ত্র সারিছে
ভূতভাগ পায়লাগ, লাথি কীল মারিছে
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে
হায় হায় প্রাণযায় পাপ দক্ষ দায় রে ॥"

অন্নদামঙ্গল।

অথ জুগুপ্সা।

১৪৬। কোন ব্যক্তির ব্যবহার বিরুদ্ধ দোষাবলোকন অথবা অতিশয় অহৃদ্য পদার্থ দর্শন দ্বারা যে হেয়তাসম্পাদক ঘৃণা উপস্থিত হয়, তাহার নাম জুগুপ্সা।

---

* প্রত্যক্ষ হেতু পরম্পরা দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের মর্ম্মোদ্‌ভেদে উপহৃত হইলে, যে হেত্বন্তর অনুসন্ধানে চিত্তের ব্যপার বিশেষ তাহাকেই বিস্ফারভাব কহে।

উদাহরণ।

"ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁধি সাঁধি।
হাতদিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি।
ডেঙ্গর উকুন নিকী করে ইলি বিলি
কোটি কোটি কান কোটারির কিলি কিলি॥"

অন্নদামঙ্গল।

অথ বিস্ময়।

১৪৭। লোকাতীত বিবিধ পদার্থের দর্শনে বা শ্রবণে যে চিত্তের বিস্ফারতা, তাহার নাম বিস্ময়।

উদাহরণ।

"মাটি খাইয়াছ বলি যশোদা ডাকিল।
মুখ মেলি সম্মুখে গোপাল দাঁড়াইল।
মুখে নদী সাগর তরঙ্গ যায় বয়ে।
নারদ করেন গান বীণাকরে লয়ে।
মরু বন পাহাড় পর্ব্বত শত শত
নানাবিধ পশু পক্ষী অগ্নি গিরি কত।
সনক সনন্দ আদি স্তুতিগান করে
দেখিয়া রাণীর হলো বিস্ময় অন্তরে॥"

বৃন্দাবন দাস।

অথ শম।

১৪৮। সংসারের অসারতা ও সমুদয় পদার্থের অনিত্যতা জ্ঞান হইলে চিত্তে যে একটী অবস্থা জন্মে, তাহার নাম নিশ্চেষ্ট অবস্থা; সেই

অবস্থাতে যে আত্ম-বিশ্রাম-সম্ভূত-সুখ তাহার নাম শম।

উদাহরণ।

" জটাভার মাথায় বাঁধিয়া
যমুনার তীরে যান করঙ্গ লইয়া।
ছাড়িয়া সন্তান মায়া, পুত্রবধূ কন্যা জায়া,
ধীরে ধীরে পুণ্য তীর্থে উত্তরিল গিয়া
দরদর প্রেমাশ্রুতে ভাসাইছে হিয়া॥ "

অভিনয় সম্বন্ধীয় নানাবিধ ভাবকে ভাবিত করে বলিয়া, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী ও স্থায়ী এই তিনটী বিষয় ভাবপদ বাচ্য হইয়া, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারি ভাব ও স্থায়িভাব নামে কথিত হইয়াছে।

১৪৯। এক একটী রসে এই সকল স্থায়িভাবের মধ্যে এক একটী স্থায়িভাব প্রতিনিয়তই অবস্থিতি করে কোন রূপ আবরণ শক্তিদ্বারা তাহা আবৃত কিম্বা কোনরূপ বিরুদ্ধভাব দ্বারা তাহা অন্তর্হিত হয় না। মহাভারতে নানাপ্রসঙ্গে নানারস বর্ণিত ও শান্ত রসের বিরোধী বীর ও ভয়ানক রস পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত হইলেও পরিণামে শম প্রধান শান্তরস অক্ষুন্নভাবে বিরাজ করিতেছে, এজন্য উহা শান্তরস প্রধান মহাকাব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং করুণরসের বিরোধী হাস্য ও আদ্যরস বর্ণিত হইলেও শোক-স্থায়ি-

করুণরস এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ব্যতিক্রান্ত হয় নাই বলিয়া রামায়ণকে করুণরসপ্রধান মহাকাব্য বলিয়াছে। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে, বর্ণনীয় রসের প্রাধান্য কথনই অন্তর্হিত হয় না; এ অবস্থায় অন্যস্থায়ীকে ব্যভিচারী বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

অথ রস।

১৫০। যখন বিভাব, অনুভাব ও সহকারি ভাব দ্বারা উৎসাহাদি স্থায়িভাব পরম্পরা অনুভূত হইয়া অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করে, তখন ঐ সকল স্থায়িভাব রসপদ বাচ্য হইয়া থাকে।

১৫১। দ্রবীভাব তিন প্রকার—যথা বিস্তৃত, গলিত ও সঙ্কুচিত। যিনি যেরূপ সহৃদয় উক্ত স্থায়িভাব গুলি তাঁহার চিত্তকে সেইরূপে দ্রব করিয়া দেয়।

অথ রসভেদ।

১৫২। আদ্য, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, এবং শান্ত, এই নয়টী রস।

অথ আদ্যরস।

১৫৩। অনুরাগ যাহাতে স্থায়িভাব; পরোঢ়া ও অননুরাগিণী সামান্য নায়িকা ব্যতীত সমস্ত

নায়িকা এবং দক্ষিণাদি উত্তমস্বভাব নায়কই প্রায় * যাহাতে আলম্বন বিভাব; চন্দ্র চন্দন ও রম্যদেশ কালাদি যাহার উদ্দীপন বিভাব ও ভ্রূসমুন্নমনাদি অনুভাব, আর মরণ, উগ্রতা, আলস্য ও জুগুপ্সা ব্যতীত আর সমুদয় গুলিই যাহার সঞ্চারিভাব, তাহার নাম আদ্যরস। ইহার উদাহরণ মালতীমাধবে ও বিদ্যাসুন্দরে দেখ। এই আদ্যরসের বিষয় এস্থলে বিস্তৃত হইল না, ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমস্ত বিষয় উজ্জ্বল-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবে।

অথ হাস্য।

১৫৪। বিকৃতাকার, বিকৃত বেশধারী ও বিকৃত চেষ্টাবান্ যে নটাদি তাহা হইতে এই রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হাস ইহাতে স্থায়িভাব। অঙ্গাদির বৈকৃত্য দেখিয়া সকলে হাস্য করে বলিয়া উহাই আলম্বন বিভাব, আর ঐ বিকৃত ব্যক্তির চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব এবং নয়ন সঙ্কোচ ও বদন বিকাশাদি অনুভাব। নিদ্রা আলস্য এবং অবহিত্থাদি ইহার সঞ্চারিভাব।

---

* এখানে প্রায় শব্দ প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে আদ্য রসাভাসে অধমস্বভাব যে পশুকাদি তাহারাই নায়কপদ বাচ্য হইয়া থাকে।

এই হাস্য ছয় প্রকার যথা—স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত, ও অতিহসিত। উত্তম প্রকৃতি ব্যক্তিদিগের স্মিত ও হসিত; মধ্যম প্রকৃতিদিগের বিহসিত ও অবহসিত এবং যাহারা নীচপ্রকৃতি তাহাদিগের অপহসিত ও অতিহসিত হইয়া থাকে।

যে হাস্যদ্বারা নয়নদ্বয় ঈষদ্বিকসিত ও অধর স্পন্দিত হয়, তাহার নাম স্মিত। যদ্দ্বারা দন্তাবলি অল্প অল্প লক্ষিত হয় তাহার নাম হসিত। যাহাতে সুমধুর স্বর অনুভূত হয় তাহার নাম বিহসিত। আর যদ্দ্বারা স্কন্ধ মস্তকাদি কম্পিত হয় তাহার নাম অবহসিত।

যে হাস্যদ্বারা নয়ন হইতে অশ্রু পতিত হয়, তাহার নাম অপহসিত; আর যদ্দ্বারা অঙ্গসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে তাহার নাম অতিহসিত।

উদাহরণ।

"পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার।
দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে বাছা হনুমান্।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান।
পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার॥"

কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব।

অথ করুণ রস।

১৫৫। ইষ্টনাশ ও অনিষ্টাপাত জন্য এই রস জন্মিয়া থাকে। ইহাতে শোক স্থায়িভাব।

শোচ্য ব্যক্তি বা বস্তু আলম্বন বিভাব এবং দৈবনিন্দা, ভূমিপতন, ক্রন্দন প্রভৃতি অনুভাব, ও স্তম্ভ, স্বেদ, লোমাঞ্চ, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব, আর নির্ব্বেদ, মোহ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ ও চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব।

উদাহরণ।

"রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র না পারে চলিতে।
শোকাকুল নারীগণ যান রণ-ভিতে।
কেহ কেহ না পাইয়া পতি দরশন
ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈ করয়ে রোদন।
আভরণ ফেলে কেহ আকুল হইয়া
পতি অন্বেষণে কেহ ফেরয়ে ধাইয়া।
ভ্রময়ে সমর-স্থলে যত কুরু-নারী।
শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি।
অনেক যতনে কেহ পায় নিজ পতি
স্কন্ধে মুণ্ডে যোড়া দিতে অতি ব্যগ্রমতি।
দুই হস্তে কেহ ধরি পতির চরণ
বিলপয়ে মুখে মুখ করিয়া অর্পণ।
পাশরিলা পূর্ব্বকার প্রেমরস যত
হাস্য পরিহাস আর স্মরাইব কত।
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে
পুন না হইল দেখা এ অভাগী সনে।

হেন মতে পতি লয়ে যতেক সুন্দরী
বিলাপ করয়ে সব নানা মত করি ॥"

মহাভারত।

কেবল শোক মাত্র ইহাতে স্থায়িভাব বলিয়া, রতি-স্থায়ি-করুণ-বিপ্রলম্ভ হইতে ইহা পৃথক্।

অথ রৌদ্ররস।

১৫৬। রৌদ্র রসে ক্রোধ স্থায়িভাব, শত্রু আলম্বন বিভাব, শত্রুর চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। মুষ্টিপ্রহার, পতন, বিরুদ্ধাচরণ, ছেদন, শূলাদি দ্বারা বেধন, সংগ্রামত্বরা ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যদ্বারা এই রসের উদ্দীপ্তি হয়। ভ্রূভঙ্গ, অধরদংশন, বাহ্বাস্ফোটন, আত্মশ্লাঘাকথন, অস্ত্রোৎক্ষেপণ, আক্ষেপ ও ক্রূরভাবে দর্শনাদি ইহাতে অনুভাব, এবং উগ্রতা, আবেগ, মদ, মোহ ও অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব।

" তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর
গদা ফেলি মারিলেক রথের উপর।
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হয়ে গেল
লম্ফ দিয়া অলম্বুষ ভূমিতে পড়িল।
ধনু অস্ত্র এড়ি এবে গদা নিল করে
গদা যুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতরে।
মহাকোপে ডাক ছাড়ে করে মার মার
দোঁহে দোঁহাকারে করে গদার প্রহার।

মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারি ভিত
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে অতি বিপরীত।
তবে ঘটোৎকচ বীর করে মহামারী
সব্য হস্তে অলম্বুষে গদায় প্রহারি।
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ড খণ্ড হয়
মর্ম্মব্যথা পায় বীর ভূমিতে পড়য় ॥"

মহাভারত।

যথা বা

"নিঃশব্দে নৃপতিগণ এক দৃষ্টে চায়
কহিতে লাগিলা ভীম চাহিয়া সভায়।
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে
কহিতে লাগিলা যেন গর্জ্জে পশুরাজে।
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি
পাণ্ডবগণের নাহি ইঁহা বিনা গতি।
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডব ঈশ্বর
এতক্ষণ বাঁচে কোথা কৌরব পামর।
অরে দুষ্টগণ কিরে হেন পাপমতি
এ কর্ম্ম সহিতে পারে কার হেন গতি।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিলা আপনা
ঈশ্বর হইল দাস দাসী কি গণনা।
আরো কহি ওরে দুষ্ট কৌরব সকল
আমি জীতে তো-সবার না হবে মঙ্গল।
যেইক্ষণে বসালি রাজারে ভূমিতলে
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে

সেইক্ষণে আয়ুঃশেষ তোর সবাকার
গুটি গুটি করি সবে করিব সংহার।
এই যমদণ্ড সম মোর দুই ভুজে
শচীপতি না বাঁচে পড়িলে এর মাঝে।
পর্ব্বত করিব চূর্ণ তোরা গণ্য কিসে
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে।
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পকায়
নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহিরায়।”

মহাভারত।

এইস্থলে অনেকের এরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে যে যুদ্ধবীর ও রৌদ্র এই দুই রসে কোন তারতম্য নাই, কিন্তু তাহা নহে, কারণ, যুদ্ধবীরে উৎসাহ স্থায়িভাব, ইহাতে ক্রোধ স্থায়িভাব। যুদ্ধবীরে মুখ নেত্রাদিতে রক্তিমা জন্মে না, ইহাতে মুখ নেত্রাদিতে রক্তিমা জন্মে, সুতরাং যুদ্ধবীর হইতে ইহা পৃথক্।

অথ বীররস।

১৫৭। বীররসে উৎসাহ স্থায়িভাব। বিজেতব্য আলম্বন বিভাব, উক্ত বিজেতব্য ব্যক্তির চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। সহায়ান্বেষণাদি অনুভাব এবং ধৈর্য্য, মতি, গর্ব্ব, স্মৃতি, তর্ক ইহাতে ব্যভিচারি-ভাব।

এই বীররস চারি প্রকার। যথা—দানবীর, ধর্ম্মবীর, দয়াবীর ও যুদ্ধবীর। দানবীর পরশুরাম। রাজা যুধিষ্ঠির সদৃশ ব্যক্তি ধর্ম্মবীর। জীমূতবাহন দয়াবীর। রামচন্দ্র সদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধবীর।

দানবীর যথা

"শুনিয়া বলেন যমদগ্নির নন্দন
সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন।
হেন কালে আসিয়াছ ব্রাহ্মণকুমার
কোন দ্রব্য দিয়া তুষ্টি করিব তোমার।
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার
কশ্যপে দিয়াছি আমি সকল সংসার
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃশর দ্রোণ
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লও ধন॥"

মহাভারত।

দানেতে যে উৎসাহ তাহাই দানবীরে স্থায়ি-ভাব। দানের পাত্র আলম্বন বিভাব; সর্ব্বস্ব ত্যাগ অনুভাব, আর হর্ষ ধৃত্যাদি সঞ্চারি ভাব।

ধর্ম্মবীর যথা

"ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে
চারি ভাই, আমাকেও পারহ ত্যজিতে।
তথাপিও ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবে রাজন্
কায়ার সহিত যেন ছায়ার মিলন॥"

মহাভারত।

রাজা যুধিষ্ঠির এখানে ধর্ম্মবীর। এই বাক্যটী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন।

অথ দয়াবীর।

১৫৮। দয়াবীর যথা—জীমূত বাহন, এই মহাত্মা গরুড়কে বলিয়াছিলেন—

"হের গরুত্মন্ আজি আমার জীবন
করিলাম তব লাগি দেহ সমর্পণ।
অস্থি মাংস রক্ত দানে
তুষিয়া তোমার প্রাণে
অন্তরে লভিব আমি আনন্দ অপার
অনায়াসে কর পান রুধিরের ধার॥"

কবিতা পুষ্পাঞ্জলি।

যুদ্ধবীর যথা

"দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে
কোপেতে বলেন রাম রাবণের তরে।
সবে বলে তোরে রে রাবণ মহারাজ
পরস্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাহি লাজ।
সীতা যদি আনিতে আমার বিদ্যমানে
সেই দণ্ডে পাঠাতাম শমন সদনে।
বিদ্যমানে না আনিয়া করিলি রে চুরি
দেখা দেখি আজি পাঠাইব যমপুরী।
দশ মুণ্ড সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে
গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সাগরের ধারে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আর মহেশ্বর
কার সাধ্য আজি তোরে রাখে রে পামর।
গালি দিয়া শ্রীরামের শক্তি বেড়ে আসে
বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরষে॥"

রামায়ণ।

পূর্ব্বোদাহরণের ন্যায় সহৃদয়েরা এই তিনটী উদাহরণে আলম্বনাদি উহ্য করিয়া লইবেন।

অথ ভয়ানক রস।

১৫৯। এই রসে স্থায়িভাব ভয়, যাহা হইতে ভয় জন্মে, তাহাই আলম্বন বিভাব; তাহার ঘোরতর যে চেষ্টাদি তাহাই উদ্দীপন বিভাব। বৈবর্ণ্য, গদ্গদস্বরে কথন, প্রলয়, রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প ও দিঙ্‌নিরীক্ষণাদি কার্য্যগুলি অনুভাব; জুগুপ্সা, আবেগ, সম্মোহ, ত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার, সম্ভ্রম ও মরণ ব্যভিচারি ভাব। এই রসপ্রধান কাব্যনাটকাদির নায়ক প্রায়ই স্ত্রীবৎ নীচ।

উদাহরণ।

" মরিয়া না মরে রাম কেমন চাতুরী
বীরশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী।
হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন
থাকিব কবাট দিয়া প্রাণ বড় ধন।
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট
লঙ্কাপুরে চারিদ্বারে দেহত কবাট।
রাজার আদেশ পেয়ে যত নিশাচরে
লঙ্কাপুরে কবাট দিলেক দ্বারে দ্বারে।"

রামায়ণ।

যথা বা

" অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর।

উলঙ্গ হইয়া কেহ পলাইল ভয়ে
লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে।
অনেকে পুড়িয়া মরে আগুণের জ্বালে
কেহ বা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে।
লঙ্কার ভিতরে ছিল যত বিদ্যাধরী।
জলেতে প্রবেশ করে বলে মরি মরি।
ডুব দিয়া থাকে ত্রাসে জলের ভিতরে
জলে ডুবে জল খেয়ে পেট ফুলে মরে ॥"

রামায়ণ।

এই উদাহরণে পলায়ন প্রভৃতি অনুভাব ও ত্রাস মরণ প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে।

অথ বীভৎস রস।

১৬০। বীভৎসরসে জুগুপ্সা স্থায়িভাব। দুর্গন্ধ মাংস মেদাদি আলম্বন বিভাব, আর ঐ সকল ক্লিন্ন মাংসাদিতে যে কৃমিপাত তাহাই উদ্দীপন বিভাব, নিষ্ঠীবন, মুখ বিকৃতি ও নয়ন সঙ্কোচ প্রভৃতি কার্য্যগুলি অনুভাব এবং মোহ, অপস্মার, আবেগ, ব্যাধি ও মরণ ব্যভিচারি ভাব।

উদাহরণ।

হরি হরি এ ঘোর শ্মশান
গলা মাংস মুখে দিয়া, ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া,
পচা গন্ধে যায় রে পরাণ।
ডাকিনী শাখিনী যত, মড়া খায় অবিরত,
পড়ে রস চোয়াল বাহিয়া

গৃধিনী শকুনীচয়, পচা নাড়ী টেনে লয়,
ক্রমিগুলা খায় ঠুকরিয়া ॥
মল মূত্র রক্ত কাশ, পোড়া হাড় গলা মাস,
মিলিয়াছে পাঁকের সহিত
বেড়াইছে ক্রমিগণ, মাছি করে ভন ভন,
দেখিলেই নয়ন মুদ্রিত।
যদি কেহ তথা যায়, থু থু করি প্রাণ যায়,
ফেলে মুখ বসনে ঢাকিয়া।
মাংসলোভী পশু যত, ভ্রমে তারা অবিরত,
বমি উঠে সে ভূমি স্মরিয়া।"

যথা বা

"তিনজন পরস্পর লাগিলা জপিতে
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে।
পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ
বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ ॥"

অন্নদামঙ্গল।

অথ অদ্ভুত রস।

১৬১। অদ্ভুত রসে বিস্ময় স্থায়িভাব, লোকাতীত বস্তু আলম্বন বিভাব, এবং সেই বস্তু-স্থিত গুণাবলীর যে মহিমা তাহাই উদ্দীপন বিভাব; স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্গদস্বর, সম্ভ্রম (ত্বরা) ও নেত্র বিকাস প্রভৃতি কার্য্য পরম্পরা অনুভাব এবং বিতর্ক, আবেগ, ও হর্ষপ্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব।

উদাহরণ।

"সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর
মৎস্য চক্ষু ছেদিলেক অর্জ্জুনের শর।
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার।
আকাশে অমর গণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ-সভা মধ্যে হৈল।
বিঁধিল বিঁধিল বলি হৈল মহাধ্বনি
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি।
হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল সব নৃপমণি
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনি।
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীন জাতি
লক্ষ্য বিঁধিবার কোথা ইহার শকতি।"

মহাভারত।

এখানে বিস্ময় বিতর্ক প্রভৃতি স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

অথ শান্তরস।

১৬২। এই রসে শান্তি স্থায়িভাব, অনিত্যতাদি জন্য যে পদার্থ পরম্পরার অসারত্ব-জ্ঞান অথবা পরমাত্ম-স্বরূপ-জ্ঞান তাহাই আলম্বন বিভাব। পুণ্যাশ্রম, ভগবানের ক্ষেত্র, তীর্থস্থান, নিকুঞ্জকানন ও সাধু সঙ্গাদি উদ্দীপন বিভাব।

রোমাঞ্চ, অশ্রুপাতাদি অনুভাব। নির্ব্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব। সচ্চরিত্র ব্যক্তি ইহার নায়কযোগ্য।

উদাহরণ।

"কতদিনে যজ্ঞে দুই হইল নন্দন
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন।
সংসার বাসনা সুখ দিয়া বিসর্জ্জন
আপনার সঞ্চিত যতেক ছিল ধন।
সমান করিয়া ভাগ দিয়া দুই সুতে
অরণ্যে গেলেন দ্বিজ ভার্য্যার সহিতে।
জটা চীর পরিধানে হইয়া তপস্বী
নর্ম্মদার তীরে গিয়া উত্তরিলা ঋষি॥"

মহাভারত।

অহঙ্কার ও কীর্ত্তি-লাভ-বাসনা-বিরহিত বলিয়া শান্তরস; দানবীর, ধর্ম্মবীর ও দয়াবীর হইতে পৃথক্। তবে যদি সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার বিরহিত হয় তাহা হইলে দানবীর, ধর্ম্মবীর, দয়াবীর ও দেববিষয়িণী রতি প্রভৃতি শান্তরসের যোগ্য হইতে পারে।

দেববিষয়িণী রতি যথা

"আমার পরমবিদ্যা সেই দেব হরি।
যার নামে অশেষ বিপদ্ হইতে তরি।
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ॥

তবে দৈত্য পাষাণ বাঁধিয়া তার গলে।
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে॥
শিশুর সম্ভ্রম কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত গোবিন্দের পায়॥
ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে॥
অবশ্য মরণ, নাথ! দুঃখ নাহি তায়।
সবে মাত্র ভজিতে নারিনু রাঙা পায়॥”

মহাভারত।

অথ মুনীন্দ্র সম্মত বৎসল রস।

১৬৩। পুত্রাদির প্রতি পিত্রাদির যে স্বাভাবিক স্নেহ, তাহার নাম বাৎসল্য অথবা বৎসল রস। এই রসে স্নেহ স্থায়িভাব। পুত্রাদি আলম্বন বিভাব, ঐ পুত্রাদির চেষ্টা বিদ্যা ও শৌর্য্যাদি উদ্দীপন বিভাব; আলিঙ্গন, অঙ্গস্পর্শ, শিরশ্চুম্বন, অবলোকন, পুলক, মস্তকের ঘ্রাণগ্রহণ ও স্নেহাশ্রুপাত প্রভৃতি কার্য্যগুলি অনুভাব এবং অনিষ্টাশঙ্কা, হর্ষ এবং গর্ব্বাদি ব্যভিচারিভাব।

উদাহরণ।

“কোথায় গোপাল ওরে যাদু বাছাধন।
নয়ন পুতলি মোর হৃদয়-রতন॥

জননীর ডাক শুনি গোপাল ঝাঁপিয়া।
আধ কথা কন গলা বাহুতে ছাঁদিয়া ॥
বাহুযুগে ছাঁদি রাণী লইলেন কোলে।
হৃদয় মাঝারে যেন নীলকান্ত দোলে ॥
স্নেহে কাঁদি বলে রাণী কপোল চুম্বিয়া,
কেন বাছা বনে যাও মোরে না বলিয়া ॥
শ্রীদাম সুদাম রাম দাম বসুদাম,
ঘরে খেলো সকলে মিলিয়া অবিরাম ॥
গৃহ কর্ম্ম করি বটে বনে থাকে মনঃ,
কত শঙ্কা হয় মনে অরে বাপ ধন ॥”

ভক্তিতরঙ্গিণী।

অথ বিরোধিরস।

১৬৪। যাহা যে রসের বিরোধী তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

করুণ, বীভৎস, রৌদ্র বীর ও ভয়ানক	...আদ্যরসের বিরোধী
ভয়ানক ও করুণ ...	...হাস্যরসের ,,
আদ্য ও হাস্যরস ...	...করুণ রসের ,,
হাস্য, আদ্য, ও ভয়ানক,	...রৌদ্র রসের ,,
ভয়ানক ও শান্ত ...	...বীররসের ,,
আদ্য, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্তরস	...ভয়ানকের ,,

বীর, আদ্য, রৌদ্র
হাস্য ও ভয়ানক } ...শান্তরসের বিরোধী

আদ্যরস ... . বীভৎসরসের ,,

ইহাদিগের সমাবেশ প্রকার পরে কথিত হইবে।

১৬৫। উন্মাদাদি যে কএকটী ব্যভিচারি-ভাব উক্ত হইয়াছে তাহারা কোন কারণ বশতঃ যদি কোন স্থানে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহা-দিগকে স্থায়িভাবের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; কারণ, পাত্রেতে স্থায়িত্ব বিষয়ে উহাদিগের অত্যন্ত সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না, কোন না কোন সময়ে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে। যেমন বিক্রমোর্ব্বশী নামক ত্রোটকের চতুর্থাঙ্কে পুরুরবার উন্মাদ একরূপ স্থির হইয়াও স্থিরতা প্রাপ্ত হয় নাই সুতরাং তদবস্থায় তাহাকে স্থায়ি-ভাব বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

১৬৬। রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস ভাব-শান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতা, ইহারা সকলেই রসন অর্থাৎ আস্বাদন ধর্ম্মোপ-যোগী বলিয়া 'রস' এই শব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে, একথা কেহ কেহ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

অথ ভাব।

১৬৭। দেবাদি বিষয়িণী যে রতি অর্থাৎ দেবতা মুনি ও পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি যে অনুরাগ তাহার নাম ভাব এবং সঞ্চারি ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাকে ভাব* বলা যায়; আর বিভাবাদি স্পষ্ট লক্ষিত না হইয়া কেবল অল্প পরিমাণে স্থায়িভাবের উদ্বোধ হইলেও ভাব হইয়া থাকে।

১৬৮। যেরূপ ভক্তিভাব ও বাৎসল্যভাব তদ্রূপ সখ্য ভাব ও দাস্যভাব নামে আরও দুইটী ভাব আছে, তন্মধ্যে সখার প্রতি অনুরাগকে সখ্যভাব কহে এবং প্রভুর প্রতি দাসের অনুরাগকে দাস্যভাব কহে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে † ভাবহীন রস ও রসহীন ভাব কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না, পরস্পর দ্বারা পরস্পর পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে।

---

* বিভাবাদি দ্বারা অভিব্যক্ত রত্যাদি যেমন চিদানন্দ চমৎকাররূপে পরিণত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্বস্বকার্য্য কারণ দ্বারা দেবাদি বিষয়িণী রতিও চিদানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, ভাবপদ বাচ্য হইয়া থাকে। চমৎকারের সত্ত্বাসত্ত্ব ভেদানুসারে ইহাদেরও ভেদ উপলব্ধ হইবে।

† ভাবহীন রস ও রসহীন ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না; পরস্পর পরস্পরের পরিপুষ্টি বর্দ্ধন করিয়া থাকে, এই কথা বলাতে সঞ্চারি-ভাবের প্রাধান্য আপনিই সমুপস্থিত হইতেছে।

দেববিষয়িণী রতি যথা—

" তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘ কলেবর॥
আত্ম রূপে চরাচর জীবে তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে পারে কার মতি॥
এ ভব সংসারে পার কর নারায়ণ।
এত স্তুতি করি ভীষ্ম ধ্যানে দিলা মনঃ॥"

মহাভারত।

এই উদাহরণে ভীষ্মের নারায়ণ-বিষয়ক রতি স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

মুনিবিষয়িণী রতি যথা—

" কতদূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রিমুনির আশ্রম॥
প্রবেশিয়া তিনজন পুণ্য তপোবন।
বন্দনা করেন অত্রি মুনির চরণ॥"

রামায়ণ।

গুরুজনের প্রতি অনুরাগ যথা—

" শ্রীরাম বলেন পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আর চল যাত্রা করি॥"

রামায়ণ।

আদিপদে রাজবিষয়িণী রতি যথা—

" চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥"

অন্নদামঙ্গল।

ব্যভিচারি প্রাধান্য যথা—

" গিরির পাশেতে গিয়া, গৌরী ছিলা দাঁড়াইয়া,
লজ্জা পেয়ে বিয়ার কথায়।
কমল কুসুম দলে, গণনা করেন ছলে,
যেন মনঃ অন্য দিকে ধায়॥"

কুমারসম্ভব।

এখানে অবহিত্থা নামক সঞ্চারিভাবের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, কারণ, এখানে পার্ব্বতীর শিবপ্রসঙ্গ জাত হর্ষের অনুভব না হইয়া, লীলা কমল দল গণনা স্থলে তাহার গোপনই ঝটিতি উপলব্ধ হইতেছে।

উদ্বুদ্ধমাত্র স্থায়ী যথা—

" একে ক্ষেপা দিগম্বর, তাহে মদনের শর
দহে মন ধৈর্য্য নাহি পান।
তৃষাযুত ত্রিনয়ন, ত্রিনয়নে ঘন ঘন,
গৌরীর বদন পানে চান॥
কিছু আর নাহি জ্ঞান, বিহ্বল শ্রীভগবান্,
থর থর উরঃস্থল কাঁপিতে লাগিল।
ঘর্ম্মাঞ্চিত হৈল অঙ্গ, ধ্যানেতে দিলেন ভঙ্গ,
শশীর উদয়ে যেন সিন্ধু উথলিল॥"

কুমার সম্ভব।

এখানে উমামুখাবলোকনরূপ অনুভাবদ্বারা অভিব্যক্ত ভগবানের রতি, উদ্দীপনবিভাবাদি কৃত পরিপোষ রাহিত্য হেতু রসত্ব প্রাপ্ত না হইয়া, ভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

সখ্যভাব যথা—পুণ্ডরীক ও কপিঞ্জল বৃত্তান্তে দেখ।

দাস্যভাব যথা—

"তুমি প্রভু আমি দাস ইহা যাতে নাই।
বন্ধন ছেদক সেই মোক্ষ নাহি চাই॥"

ভক্তিতরঙ্গিণী।

অথ রসাভাস ও ভাবাভাস।

১৬৯। অনুচিত ভাবে রস ও ভাব প্রবর্ত্তিত হইলে, যথাক্রমে রসাভাস ও ভাবাভাস হইয়া থাকে।

রসাভাস যথা—

১৭০। মুনিপত্নী, গুরু-পত্নী ও উপনায়ক বিষয়ে রতি; বহুনায়কে ও অনুভয় বিষয়ে অনুরাগ; প্রতিনায়কে, অধমপাত্রে* ও তির্য্যক্ জাতিতে আদ্যরস; গুরুর † প্রতি কোপ প্রকাশ করিয়া রৌদ্ররসের অবতারণা, নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিতে শান্তরস; নিরপরাধ ব্যক্তির হনন বিষয়ে ও ব্রহ্মবধাদিতে উৎসাহ; স্ত্রীবৎ ‡ নীচ প্রকৃতি অর্থাৎ ভীরু স্বভাব ব্যক্তিতে বীররস; উত্তম প্রকৃতি ব্যক্তিতে ভয়ানক রস; বহুদর্শী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিতে অদ্ভুত রস ইত্যাদি অনুচিত ও বিরুদ্ধ বিষয় বর্ণিত হইলে এবং গুরুজন হাস্য-

---

* অধমপাত্র অর্থাৎ অসৎকুলজাত।

† অর্থাৎ গুরুজন রৌদ্ররসের আলম্বন বিভাব হইলে

‡ ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, উৎসাহ ও বিক্রম প্রভৃতি গুণহীন ও ছল পরায়ণ ব্যক্তিকে স্ত্রীনীচ প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রসের আলম্বন হইলে রস না হইয়া রসাভাস হইয়া থাকে।

গুরুপত্নী গত অনুরাগ যথা—

"পরম সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি।
এক দিন গেল মুনি স্নান করিবারে
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্নী আছে একা ঘরে।"

ইত্যাদি মহাভারতে দেখ।

অনুভয় নিষ্ঠ অনুরাগ—যথা মালতীমাধবে মালতীর প্রতি নন্দনের অনুরাগ। এই অনুরাগ একনিষ্ঠ বলিয়া রসাভাস হইয়াছে।

মহা মহোপাধ্যায় শ্রীমল্লোচনকার বলেন যে অনুরাগ প্রথমতঃ একনিষ্ঠ হইয়া পশ্চাৎ উভয়নিষ্ঠ হইলেও রসাভাস হয়।

রৌদ্রাভাস—যথা

"এই সে শরীরে তাপ সম্বরিতে নারি।
পশ্চাতে করিলা পণ কৃষ্ণা হেন হারি॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীন জনে॥
এই হেতু তোমাতে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্র লোকে কহে কথা নাহি কিছু বোধ॥"

মহাভারত।

এখানে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের ক্রোধ হওয়াতে রৌদ্রাভাস হইল।

শান্ত রসাভাস—যথা

" চলিল যে কালনেমী রাবণ আদেশে।
গন্ধমাদনেতে গেল তপস্বীর বেশে॥
পবন গমনে চলে বীর হনুমান্।
কালনেমী উপনীত তার আগুয়ান॥
মায়া স্থান সৃজিল মধুর ফুল ফল।
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল॥
জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান।
হাতে করে জপমালা করিতেছে ধ্যান॥"

রামায়ণ।

এই উদাহরণে হীননিষ্ঠব্যক্তিতে শান্তরস বর্ণিত হওয়াতে উহা শান্তরস না হইয়া শান্তরসের আভাস হইল।

বীর রসাভাস—যথা

" মায়া সীতা কেটে ছিল পুত্র ইন্দ্রজিত।
সাক্ষাতে কাটিয়া সীতা ঘুচাইব ভীত॥
হাতে করি লয় রাজা খড়্গা এক ধারা।
কুড়ি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা॥
দুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ।
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ॥
সীতারে কাটিতে পবনের বেগে যায়।
রাবণের পাত্র মিত্র পিছে পিছে ধায়॥
খড়্গা হাতে ধায় বীর অশোকের বনে।
কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে॥

প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বন।
রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন॥"

রামায়ণ।

এই উদাহরণে স্ত্রীবধে উৎসাহ প্রকাশ করাতে বীররস না হইয়া বীররসের আভাস হইল।

হাস্য রসাভাস—যথা

"পথি মধ্যে অষ্টাবক্র মুনিরে দেখিয়া।
উতঙ্ক তাঁহার শিষ্য উঠিল হাসিয়া॥"

গুরুজন হাস্যরসের আলম্বন হওয়াতে এখানে হাস্যরস না হইয়া তাহার আভাস হইল।

অথ ভাবাভাস।

১৭১। বারবনিতা ও অননুরাগিণী কামিনী প্রভৃতি লজ্জা ও চিন্তাদির বিষয় হইলে ভাব না হইয়া ভাবাভাস হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"এত শুনি কীচক হইল হৃষ্ট মনঃ।
শীঘ্রগতি নিজ গৃহে করিল গমন॥
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিত।
দিব্যরত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিত॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর॥

হেথা কৃষ্ণা ভীমেরে করিল সমাচার ॥
নৃত্যাগারে রাত্রিতে আসিবে দুরাচার ॥”
মহাভারত।

এখানে কীচকের চিন্তা ভাব না হইয়া ভাবাভাসে পরিণত হইয়াছে, কারণ দ্রৌপদী উহার প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী।

অথ ভাবশান্তি।

১৭২। পূর্ব্বোদ্ভিন্ন ভাবের যে নিবৃত্তি তাহার নাম ভাব শান্তি।

উদাহরণ।

“কি কহিব বিদ্যার কপাল।
পেয়ে ছিল মনোমত ভাল ॥
আপনার মাথা খেয়ে, মোরে না কহিল মেয়ে,
তবে কেন হইবে জঞ্জাল।
হায় হায় হায় রে গোসাই।
পেয়ে ছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥”
বিদ্যাসুন্দর।

এই সকল দুঃখসূচক বাক্য দ্বারা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে রাণীর পুর্ব্বোদ্ভিন্ন উগ্রতার শান্তি হইয়াছে।

অথ ভাবোদয়।

১৭৩। একভাবের পর যে অন্য ভাবোদয় তাহার নাম ভাবোদয়। ভাবোদয়ে পূর্ব্বোদ্ভিন্ন ভাব বিলুপ্ত হয় না।

উদাহরণ।

" পড়িয়া আছিলা রাজা ভূমির উপর।
বাহুযুগে ভর দিয়া উঠিল সত্বর॥
রিপু নাশ শুনি রাজা পরিতোষান্বিতে।
পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিলা দেখিতে॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন।
আমার পরম কার্য্য করিলা সাধন॥
পঞ্চ মুণ্ড দেও আমি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আজি ভাঙ্গিব চরণে॥
শুনি পঞ্চ মুণ্ড দ্রৌণি দিলা সেইক্ষণ।
হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বলি সেই মুণ্ড নিলা কুরুপতি॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিলেন তায়।
তিল তুল্য সেই মুণ্ড গুঁড়া হয়ে যায়॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিলা বিস্ময়।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে জানিলা নিশ্চয়॥
একে একে পঞ্চ মুণ্ডে ভাঙ্গি দুর্য্যোধন।
জানিলা পাণ্ডব নহে এই পঞ্চ জন॥
পর্ব্বত সদৃশ মম গদা গুরুতর।
কত বার মারিয়াছি মস্তক উপর॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে করিলে আঘাত।
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত॥

মারে বক হিড়িম্ব কির্ম্মীর নিশাচর।
জটাসুর কীচক শতেক সহোদর॥
হেন ভীমে কাটিবারে দ্রৌণির কি হাত।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িলা কুরুনাথ॥
মনোদুঃখে কহিলেন দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই পঞ্চজনে।
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলা।
কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলা।”

মহাভারত।

এই উদাহরণে দুর্য্যোধনের হর্ষ নামক ভাবের পর বিষাদ নামক ভাবের উদয় হইতেছে, এজন্য এটী ভাবোদয়ের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল।

অথ ভাবসন্ধি।

১৭৪। পরস্পর দুই ভাবের যে মিলন তাহার নাম ভাবসন্ধি।

উদাহরণ।

“ নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক॥
হরিষ বিষাদ হৈল একত্র মিলন।
আমার ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥

বিদ্যাসুন্দর।

দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে হর্ষের পর বিষাদের উদয় হই-

য়াছিল এখানে হর্ষ বিষাদ একত্র উদিত হওয়াতে ভাব-সন্ধি হইল।

অথ ভাব শাবল্য।

১৭৫। তিন চারি বা ততোধিক ভাবের যে একত্র সংমিলন তাহার নাম ভাব শাবল্য।

উদাহরণ।

"ফল হাতে বহির্গতা হইলা জানকী।
লইতে আইলা দুষ্ট রাবণ পাতকী॥
ধরিয়া সীতার হাত লইলা ত্বরিত।
জানকী বলেন বিধি এ কি বিপরীত॥
দুরাচার দূর হ রে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ॥
রাবণ বলিল সীতে! শুনহ বচন।
আত্ম পরিচয় করি আমি দশানন॥
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা-নিকেতন।
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষুঃ দশটী বদন॥
তপস্বীর বেশ ধরি আসি তপোবন।
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন॥
ত্রিভুবন আমার ভয়েতে কম্পমান।
মনুষ্য রামেরে আমি করি কীটজ্ঞান॥
কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণ-বচনে।
রাবণেরে গালি দেন যত আসে মনে॥
অধর্ম্মিষ্ঠ অধন্য অগণ্য দুরাচার।
করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার॥

শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে বলিস তাঁহারে কুবচন॥
করে দুষ্ট কুড়িপাটী দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগড়ি॥
প্রকাশি রাক্ষস মুর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মনঃ।
বাকল পরিয়া যে বেড়ায় বনে বন॥
দেখিবে কেমনে করি তোমার পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন॥
জানকী বলেন অরে পাতকি রাবণ।
আপনি মরিলি দুষ্ট আমার কারণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন॥
যিনি জনকের কন্যা রামের রমণী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি॥
আপনি ত্রিলোক মাতা লক্ষ্মী অবতার।
তাঁহারে রাক্ষসে হরে একি চমৎকার॥
ত্রাসেতে কাঁদেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলা প্রভু রাম গুণের সাগর॥
অত্যন্ত চিন্তিতা সীতা করেন রোদন।
এমন সময়ে রক্ষা করে কোন জন॥

মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
বিষাদে জানকী তত করেন রোদন॥"*

রামায়ণ।

এই উদাহরণে যথাক্রমে ক্রোধ, শঙ্কা, অসূয়া, আবেগ, অমর্ষ, ত্রাস, বিষাদ, গ্লানি ও চিন্তা এই সমস্ত ভাবের একত্র সমাবেশ দেখা যাইতেছে, অতএব ইহা ভাবশাবল্যের একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উদাহরণ হইল।

ইতি কাব্যদর্পণে রসবিচার নামক
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অথ গুণ।

১৭৬। রস ও রচনা পরিপোষক এবং শ্রবণের আনন্দদায়ক ধর্ম্ম বিশেষকে গুণ কহে। ইহা দ্বারা পদ সন্দর্ভের সৌকুমার্য্য, ওজস্বিতা ও প্রসন্নতা ব্যক্ত হইয়া থাকে।

১৭৭। শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণগ্রাম, যেরূপ আত্মার উৎকর্ষ বর্দ্ধন করে, মাধুর্য্যাদি গুণগ্রামও সেইরূপ কাব্যের আত্মভূত যে রস তাহার অত্যন্ত উৎকর্ষ সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে। এই গুণ তিন প্রকার—যথা, মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

* সীতাহরণের মধ্য হইতে এই প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে যে অংশগুলি নিতান্ত অনাবশ্যক বোধ হইয়াছে সে গুলি পরিহৃত হইয়াছে।

অথ মাধুর্য্য।

১৭৮। যে গুণ থাকিলে, কাব্যনাটকাদির রচনাদি শ্রবণমাত্রেই* চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তাহার নাম মাধুর্য্য। ইহা আদ্য, করুণ, বিপ্রলম্ভ ও শান্তরসে অপেক্ষাকৃত অধিক অনুভূত হইয়া থাকে।

মাধুর্য্য ব্যঞ্জক বর্ণ যথা—

১৭৯। †টবর্গব্যতীত যে কোন বর্গের পঞ্চম বর্ণ যদি সেই সেই বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণের মস্তকগত হয়, ও র, ণ, ক, ত, এবং ল যদ্যপি অসংযুক্ত ও লঘু হয় এবং রচনা যদি সমাস-বিহীন বা অল্প সমাস যুক্ত হয় তাহা হইলে ঐ সকল বর্ণ বা রচনা রস-বিশেষের

---

* মাধুর্য্য গুণ দ্বারা সকল চিত্তই যে দ্রবীভূত হয় এরূপ নহে, কারণ মনুষ্যজাতির কর্কশ ও কোমল এই দুই প্রকার চিত্ত যথাক্রমে বজ্রবৎ কর্কশ, স্বর্ণবৎ কর্কশ ও জতুবৎ কর্কশ এবং মধূখবৎ কোমল, নবনীত-বৎ কোমল, ও অমৃতবৎ কোমল এই ছয় প্রকারে বিভিন্ন হয়; তন্মধ্যে যাহাদিগের চিত্ত বজ্রবৎ কর্কশ তাহাদিগের মনঃ কোন রূপেই দ্রবীভূত হয় না; যাহাদের চিত্ত স্বর্ণবৎ কর্কশ তাহাদিগের মনঃ বহুকষ্টে দ্রবীভূত হয়; আর যাহাদের চিত্ত জতুবৎ তাহাদিগের মনঃ অপেক্ষাকৃত সহজে গলিত হয়। তদ্রূপ কোমলতা পক্ষে মধূখবৎ কোমল চিত্ত সহজে, নবনীতবৎ তদপেক্ষা সহজে, গলিত হয় এবং যাহাদিগের চিত্ত অমৃতবৎ কোমল তাহাদের চিত্ত স্বভাবতই গলিত অর্থাৎ সেইরূপ চিত্তকে দ্রবীভূত করিতে আর প্রয়াস পাইতে হয় না।

† ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ,। ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ,। ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ। ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ।

মাধুর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। এক প্রকৃতিক বর্ণ মাধুর্য্য ব্যক্ত করিতে পারে না।

উদাহরণ।

"কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে,
শীতল সুগন্ধ মন্দবায়।
ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুম শর;
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায়॥"

অন্নদামঙ্গল।

যথা বা

"বসন্তে বাসন্তী বটে অতি মনোহর
সৌরভে আকুল করে পথিক নিকর।
শ্যামল পল্লব গুলি বায়ু ভরে ঢুলি ঢুলি
মোহিত করয়ে বটে নয়ন যুগল।
কিন্তু মঞ্জুতর শোভা ধরে তব দল॥"

চারু-গাথা।

১৮০। টবর্গের মধ্যে ট ও ঢ যদি স্বয়ং লঘু হইয়া অন্য কোন অসংযুক্ত লঘুবর্ণের পর অবস্থিত হয় এবং ঢ যদি পদের শেষে না পড়ে তাহা হইলে, মাধুর্য্যের কোন হানি হয় না।

যথা—

"নব নাগর নাগরী মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট শোহনিয়া॥
কত ভাব ধরে কত হাব করে;
রসসিন্ধুতরে ভবতারণিয়া।

নূপুর রণ রণ,　　কিঙ্কিণী কণ কণ
ঝঞ্ঝণ ঝণনন কঙ্কণিয়া ॥”

বিদ্যাসুন্দর।

এক প্রকৃতিক বর্ণ যথা—

“ সে কান্ত নয়ন প্রান্ত আকর্ণ বিশ্রান্ত।
তাই চিন্তি মম স্বান্ত নিতান্ত অশান্ত ॥”

বন্ধু।

এখানে কেবল “ন্ত” সঙ্কলিত হওয়াতে কবিতাটী মাধুর্য্যবতী না হইয়া বরং কার্কশ্য প্রকাশ করিতেছে ॥

১৮১। রস ও ভাবের গাঢ়তা না থাকিলে, কেবল মাধুর্য্যাদি ব্যঞ্জক বর্ণ দ্বারা রচনা পরিপুষ্টি-শালিনী হয় না।

এই কথা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুণ রস-ধর্ম্ম ভিন্ন অন্যের ধর্ম্ম নহে।

উদাহরণ।

“ মঞ্জুল নিকুঞ্জ বনে পঙ্কজ গহনে।
মধু গন্ধে অন্ধ হয়ে ধায় ভৃঙ্গগণে ॥
ইহা দেখি কুরঙ্গনয়না অঙ্গ ভঙ্গে।
গজেন্দ্র গমনে ধায় নানাবিধ রঙ্গে ॥
কুন্তল কুসুমে ভৃঙ্গগণ কন্দলিতে।
পঙ্কজ ত্যজিয়া মন্দ লাগিলা চলিতে ॥
কঙ্কণ ঝঙ্কারে ধনী বঞ্চনা করিয়া।
চঞ্চল লোচনে চায় অঞ্চল ধরিয়া ॥”

উদ্ভট।

এখানে মাধুর্য্যব্যঞ্জক বর্ণের অভাব নাই এবং রস -

ভাবাদিরও তাদৃশ পুষ্টি নাই সুতরাং এই রচনাটী সহৃদয় হৃদয়হারিণী হয় নাই।

অথ ওজোগুণ।

১৮২। রচনার যে গুণ থাকিলে, চিত্ত বিস্তার* রূপ দীপ্ততা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে তাহার নাম ওজোগুণ। বীরা, বীভৎস, ও রৌদ্ররসে অপেক্ষাকৃত† ইহার আধিক্যের উপযোগিতা আছে।

ওজোব্যঞ্জক বর্ণ।

১৮৩। বর্গের প্রথম বর্ণের সহিত মিলিত দ্বিতীয় বর্ণ ও চতুর্থ বর্ণের সহিত সঙ্গত তৃতীয়বর্ণ এবং ঊর্দ্ধাধোভাবে শ ষ স ও র সংযুক্তবর্ণ এবং ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, স এই কটী বর্ণ আর যে সকল বাক্য সমাস বহুল ও যে সকল পদসন্দর্ভ উদ্ধত-ভাবে রচিত তাহারা সকলেই ওজোগুণের ব্যঞ্জক।

---

* সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাম্বর কর্ষণ প্রভৃতি দ্বেষজনক বিষয়-পরম্পরা সম্পর্কে, দিবাকর কিরণ সম্পর্কে সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় অতি স্নিগ্ধ সামাজিক গণের চিত্তের যে তেজস্বিনী অবস্থা সেই অবস্থা-বিশেষের নাম চিত্ত বিস্তার।

† বীরাদিরসের ন্যায় বীরাভাসাদিরসেও ইহার উপযোগিতা আছে. কাব্য প্রকাশের বিবৃতিকার চণ্ডিদাস বলেন, যে সর্ব্বাপেক্ষা বীভৎস রসে ইহার উপযোগিতা কম।

নিদর্শন কৃৎ বলেন যে "হাস্য, ভয়ানক ও অদ্ভুত রসে মাধুর্য্য এবং ওজঃ এই উভয়েরই উপযোগিতা আছে। হাস্যরসে সততই মাধুর্য্যের আধিক্য ও ওজোগুণের স্বল্পতা হইলেই রচনা চিত্তহারিণী হয়। আর ভয়ানক ও অদ্ভুতে ওজোগুণের আধিক্য এবং মাধুর্য্যের স্বল্পতা হইলেই রচনা চিত্তাকর্ষিণী হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণী ফণ্ণ গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকদ্ধক্ ধকদ্ধক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্ট সদ্যো মরা হস্তি ছালা॥"

অন্নদামঙ্গল।

সমাস বহুল যথা—

"জয় জয় হর রঙ্গিয়া
কর বিলসিত নিশিত পরশু
অভয় বর কুরঙ্গিয়া।
লক লক ফণি জট বিরাজ
তক তক তক রজনি রাজ
ধক ধক ধক দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া॥"

অন্নদামঙ্গল।

উদ্ধত রচনা যথা

"ঊর্দ্ধহাথ বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে।
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে॥

হূপ হাপ দূপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে॥"

অন্নদামঙ্গল।

যথা বা

"ধিক্ হিন্দু জাতি হয়ে আর্য্যবংশ
নরকণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস!
ভুলে সদাচার, দয়া, সদাশয়,
কর আর্য্য ভূমি পূতি-গন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে।"

কবিতাবলী।

১৮৪। শুষ্ক কাষ্ঠে অনলের ন্যায় ও স্বচ্ছ-পদার্থে জলের ন্যায় যে গুণ অতি শীঘ্র প্রবেশ করিয়া চিত্তকে রসাবিষ্ট করে, তাহার নাম প্রসাদ গুণ*। সমস্ত রসে ও সমস্ত রচনাতেই ইহার উপযোগিতা আছে। এই গুণব্যঞ্জক শব্দ, শ্রবণ মাত্রেই অর্থ প্রতিপাদন করিয়া দেয়।

উদাহরণ।

"না দেখিব সে বদন না হেরিব সে নয়ন
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী পশ্চাতে মরিব আমি
এত দিন ইহা নাহি জানি॥

অন্নদামঙ্গল।

---

* যদ্দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের আস্বাদ্যত্ব এবং অব্যঙ্গ্যার্থের আস্বাদবিরহত্ব অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়; আস্বাদ্যব্যঙ্গ্যার্থের আস্বাদ নামক এরূপ ধর্ম্ম বিশেষের নাম প্রসাদ। ইতি রামচরণ। যেগুণ চিত্তকে আবিষ্ট করে তাহার নাম আস্বাদাত্মা প্রসাদ; ইতি চণ্ডিদাস॥

এখানে শব্দগুলি শ্রবণ মাত্রেই যেরূপ অর্থ বোধ হইতেছে, এই শ্লোকোক্ত করুণ রসও সেইরূপ অতি শীঘ্রই চিত্তকে আবিষ্ট করিতেছে।

১৮৫। কেবল শব্দ মাত্র ও বর্ণমাত্র যে গুণ-ব্যঞ্জক তাহা নহে, কারণ যে সকল শব্দ গুণব্যঞ্জক তাহারা সেই সকল শব্দাশ্রিত রসভাবাদিরও ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। স্থূলত্ব সূক্ষ্মত্বাদি শরীর-ধর্ম্ম যেরূপ আত্মধর্ম্ম ও শৌর্য্যাদি আত্মধর্ম্ম যেরূপ শরীর ধর্ম্ম বলিয়া গ্রথিত; কথিত মাধু-র্য্যাদি গুণগণের পক্ষেও শব্দগুণত্ব সেইরূপ গৌণভাবে ও পরম্পরা সম্বন্ধে নিবদ্ধ।

মাধুর্য্য, ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ, সমতা, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারতা, কান্তি ও সমাধি ভগবান্ দণ্ড্যা-চার্য্য এই দশটী গুণের কথা উল্লেখ করেন; কিন্তু কাব্য প্রকাশকার প্রভৃতি অতি বিচক্ষণ আলঙ্কারিগণ মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ এই তিনটী মাত্র গুণের উল্লেখ করিয়া, অবশিষ্ট সাতটীর চারিটী অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্যে এবং শ্লেষ, উদারতা ও সমাধি এই তিনটী ওজো-গুণের মধ্যে গণনা করেন।

অথ শ্লেষ।

১৮৬। * যথায় ভিন্ন ভিন্ন পদ সমূহ গুম্ফনের

---

* ভগবান্ দণ্ড্যাচার্য্য এই গুণের এইরূপ লক্ষণ করেন—যথা শিথিল হইয়াও অশিথিলবৎ প্রতীয়মান অথচ অল্প প্রাণাক্ষর-গুম্ফিত যে বাক্প্রবন্ধ তাহার নাম শ্লিষ্টগুণ।

গাঢ়তা বশতঃ এক পদবৎ প্রতীয়মান হয় তথায় শ্লেষ নামক ওজোগুণ হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"জাগহ বৃষভানু-নন্দিনি মোহন যুবরাজে
কি জানি স্বজনি রজনি ভোর, ঘূঘূ ঘন ঘোষত ঘোর;
গত যামিনী জিতদামিনী কামিনী কুল লাজে॥
অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদবদন;
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদুমিনীক সদন-সাজে॥
কুহরত হত কোক শোক, জাগত অব সবহু লোক,
শুকসারিকা পিককাকলী নিধুবন ভরি বাজে॥"

জগদানন্দ পণ্ডিত।

এই উদাহরণের মধ্যে কতকগুলি পদ ভিন্ন ও কতকগুলি অল্প সমাসযুক্ত হইয়াও গুম্ফন কৌশলে এক পদবৎ প্রতীত হইতেছে।

উদারতা।

১৮৭। রচনার যে গুণ থাকিলে পদগুলি যেন নৃত্য করিতেছে এইরূপ বোধ হয় তাহার নাম উদারতা।

উদাহরণ।

ধূধূধূধুধূ নৌবত বাজে
ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম দমাম দমদম,
ঝণন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে॥
কত নিশান ফর ফর নিনাদ ধর ধর;
কামান গর গর গাজে॥

সব যুবান রজপুত পাঠান মজবুত,
কামান শরং যুত সাজে ॥
ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ
সিপাইগণ রণ সাজে ॥"

মানসিংহ।

এখানে ভোরঙ্গের 'ভো' দুই কামানের 'কা' এবং পাঠানের 'পা' এই কটী শব্দ ত্বরিত উচ্চারণে লঘু করিয়া লইতে হইবে।

অথ সমাধি।

১৮৮। যে গুণ দ্বারা রচনার কোন স্থানে গাঢ়তা ও কোন স্থানে বা শিথিলতা ব্যক্ত হয়, তাহার নাম সমাধি।

উদাহরণ।

"কামরিপুকামিনী কামদা কামেশ্বরী।
করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি ॥
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥"

অন্নদামঙ্গল।

অর্থব্যক্তি।

১৮৯। যে গুণ দ্বারা ঝটিতি পদ পরম্পরার অর্থাবগতি হয়, তাহার নাম অর্থব্যক্তি। প্রসাদ নামক গুণের সহিত ইহার একতা আছে এজন্য ইহার উদাহরণ দিবার আর প্রয়োজন নাই।

কান্তি ও সুকুমারতা।

১৯০। এই দুইটী গুণের পৃথক্ সূত্র করিবার

প্রয়োজন নাই, কারণ যখন গ্রাম্যতা ও শ্রুতি-কটুতা দোষের পরিহার বিহিত হইয়াছে তখন এইটী বুঝিতে হইবে যে, গ্রাম্যতা পরিত্যাগের নাম কান্তি ও শ্রুতিকটুতা পরিহারের নাম সুকুমারতা।

উদাহরণ।

" শাদা শাদা চামর হাঁকায় দুই ধারে "

এই উদাহরণটী গ্রাম্যদোষে দূষিত অতএব ইহার গ্রাম্যদোষ পরিত্যাগ করিয়া যদি এইরূপে লিখিত হইত যথা—

" ঢুলায় উভয় পার্শ্বে বিশদ চামর "

তাহা হইলে এটী কান্তি গুণের সুন্দর দৃষ্টান্ত হইত। সেইরূপ—

" যোষিতের চূড়ারত্ন কটাক্ষ ক্ষেপিয়া "

এরূপ না বলিয়া ইহার শ্রবণকটুত্ব দোষ পরিহার পূর্ব্বক যদি এরূপে কথিত হইত যে—

" রমণীর শিরোমণি অপাঙ্গে হেরিয়া "

তাহা হইলে এটী সুকুমারতার সুন্দর দৃষ্টান্ত হইত।

১৯১। মার্গাভেদ রূপিণী সমতা কোন কোন স্থলে দোষত্ব প্রাপ্ত হয়, একথা স্বীকার না করিলে কথিত গুণাবলীর মধ্যে ইহারও অন্তঃপাত হইবে।

মসৃণমার্গে অথবা বিকটমার্গে উপক্রান্ত রচনার সেই-রূপে পরিসমাপ্তির নাম মার্গাভেদ। এই মার্গাভেদ স্থান বিশেষে দোষত্ব প্রাপ্ত হয়।

যথা—

"পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাধের মত॥
পায়স পয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চূষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া॥"

অন্নদামঙ্গল।

এই শ্লোকের প্রথম ভাগে যেরূপ উদ্ধত বিষয়ের বর্ণন নাই এবং শেষে উদ্ধত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ এখানে মৃদুমার্গে আরব্ধ রচনার বিকট মার্গে সমাপ্তি দূষণাবহ হয় নাই। এরূপ না করিলে বরং দূষণাবহ হইত।

বামন প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ওজঃ প্রভৃতি উক্ত দশবিধ গুণকে যে অর্থগুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নব্য আলঙ্কারিকেরা তাহা সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা অর্থগুণকে কোন গুণের মধ্যেই স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন যে সপ্তম পরিচ্ছেদোক্ত দোষাবলীর পরিহার যখন বিহিত হইয়াছে, তখন উক্ত দোষাবলীর মধ্য হইতে দোষবিশেষ পরিত্যাগ করিলেই বামনাদি প্রণীত অর্থগুণ সকল আপনিই সমাকৃষ্ট হইবে। এইক্ষণে কথিত দশবিধ অর্থগুণের প্রাচীন লক্ষণ ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

১৯২। অর্থপ্রৌঢ়ির নাম ওজঃ। অর্থপ্রৌঢ়ি

অর্থাৎ অর্থ প্রতিপাদন চাতুরী। এই প্রৌঢ়ি পঞ্চবিধ যথা—

(১) পদার্থে বাক্য রচনা। (২) বাক্যার্থে পদ রচনা। (৩) ব্যাস বাক্য। (৪) সমাস বাক্য। (৫) এবং বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্ব। ইহারাই বামনাদি সম্মত অর্থ সম্বন্ধি ওজঃ।

(১) পদার্থে বাক্য রচনা যথা—"চন্দ্র" এই পদের উল্লেখ করিতে গিয়া, "অত্রিমুনির নয়ন সমুদ্ভব তেজোরাশি" এইরূপ বলিলে, একটী মাত্র পদের পরিবর্ত্তে একটী বাক্য রচিত হইল।

(২) বাক্যার্থে পদ রচনা যথা—"কান্তার্থিনী হইয়া সঙ্কেত স্থানে গমন করিতেছে" এই বাক্যের পরিবর্ত্তে "অভিসারিকা পদ প্রয়োগ করিলেই, বাক্যার্থে পদ রচিত হইল।

(৩) একটী বাক্যে যাহা নিষ্পন্ন হয় বহুবাক্যে তাহার উন্নয়ন করিলে, ব্যাস বাক্য বিরচিত হয়। যেমন "পরস্বাপহরণ অত্যন্ত অনুচিত" এই বাক্যের পরিবর্ত্তে—"পরের বস্ত্র হরণ করা" "অনভিমতে অন্যের ধন গ্রহণ করা" ও "পরাভরণ অপহরণ করা" অত্যন্ত অনুচিত। এইরূপ রচিত হইলেই ব্যাস বাক্যের অবতারণা হইল।

(৪) বহু প্রপঞ্চ প্রতিপাদ্য অর্থের একমাত্র বাক্য দ্বারা যে অভিব্যক্তি তাহার নাম সমাস বাক্য। যথা—"অন্যকে বঞ্চনা করিয়া লইলে," "বল পূর্ব্বক পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে" এবং "অন্যের গৃহ প্রবেশ করিয়া

অপহরণ করিলে নরকগামী হইতে হয়” এই ব্যাস বাক্যের পরিবর্ত্তে “অপহরণ করিলে নরকগামী হইতে হয়” এইরূপ বিরচিত হইলেই সমাসবাক্য বিরচিত হইল।

(৫) বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্ব যথা— “অহে বৃদ্ধ ভার্গব! তুমি যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলে, তখন ধনুর্ব্বাণধারি রাম লক্ষ্মণের জন্ম হয় নাই।”

এখানে ‘বৃদ্ধ’ ও ‘ধনুর্ব্বাণধারী’ এই দুইটী বিশেষণই সাভিপ্রায়,—অর্থাৎ কোন বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত এই দুইটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই পঞ্চবিধ অর্থপ্রৌঢ়ির অভাবেও যখন কাব্যের কাব্যত্বের কোন হানি দেখা যায় না, তখন যে ইহারা রসোপকারক নহে ইহা প্রতিপাদন করিবার আর প্রয়োজন নাই।

এইক্ষণে প্রসাদ, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য ও উদারতা এই চারিটী অর্থগুণের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

১৯৩। অর্থ বৈমল্যই প্রসাদ। উক্তি বৈচিত্র্যের নাম মাধুর্য্য। পরুষার্থ রাহিত্যের নাম সৌকুমার্য্য। গ্রাম্যত্ব বিরহ—উদারতা।

এই কটী অর্থগুণ যথাক্রমে অপুষ্টার্থত্ব অধিকপদত্ব, অনবীকৃতত্ব, অমঙ্গলরূপ অশ্লীলত্ব ও গ্রাম্যত্ব নিরাকরণ দ্বারা সমাকৃষ্ট হইবে। ইহাদিগের উদাহরণ দিবার আবশ্যকতা নাই।

এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট পাঁচটীর মধ্যে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার দ্বারা অর্থব্যক্তি; ধ্বনি গুণীভূত ব্যঙ্গ্যদ্বারা কান্তি;

বৈচিত্র্য বিশেষ দ্বারা শ্লেষ; এবং দোষ রাহিত্য দ্বারা সমতা পরিগৃহীত হইবে। আর অর্থদৃষ্টি রূপ সমাধিও কোন গুণের মধ্যে পড়িবে না; কারণ—অযোনি অর্থ ও অন্যচ্ছায়াযোনি অর্থভেদে এই দুই প্রকার সমাধির কোন অসাধারণ শোভাজনকতা নাই,তবে কোনরূপে কাব্য শরীর নির্ব্বাহকত্ব মাত্র লক্ষিত হয় এই জন্য সমাধি নামক অর্থগুণও স্বীকার করেন নাই।

অযোনি যথা

যেরূপ দৃষ্টান্ত কেহ কখন ব্যবহার করেন নাই সেইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা কাব্য উপনিবদ্ধ হইলে, অযোনিরূপ অর্থদৃষ্টি উপলব্ধ হইয়া থাকে।

যথা—

"সুধাংশুনয়না বালা গাঁথিয়া বকুলমালা,
দুলাইছে কণ্ঠদেশে ধূলায় ধূসরা।"

সুধাংশুর সহিত নয়নের সাদৃশ্য কেহ কখন সম্পাদন করেন নাই এই জন্য এখানে অযোনিসম্ভূত অর্থ উপলব্ধ হইতেছে।

অন্যচ্ছায়া যোনি যথা—

"নয়নের বিম্ব হেরি জলের ভিতরে
মালিনী বঞ্চিত হয়ে; চিন্তিত অন্তরে
তুলিবার আগে ফুল্ল ইন্দীবরদ্বয়।
হাত বাড়াইতে কত করিছে সংশয়॥"

এখানে অতি প্রসিদ্ধ সাদৃশ্য দ্বারা উপনিবদ্ধ হওয়াতে এই কবিতাটী যে অন্যচ্ছায়া যোনি অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে তাহা কেবল কথঞ্চিদ্বাক্‌বৈচিত্র্য মাত্র।

১৯৪। এই সকল কারণে বামনাদি সম্মত অর্থগুণ পৃথক্ গুণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

অনুপদোৎকর্ষ।

১৯৫। যে গুণ দ্বারা প্রতিপদে রচনার উৎকর্ষ ও গাঢ়তা অনুভূত হয়, ও ক্রমে ক্রমে পাঠাভিলাষ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম অনুপদোৎকর্ষ*। পদ্য অপেক্ষা গদ্যেতে ইহার সমধিক উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

উদাহরণ।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে
করকলিতাসি বরাভয় মুণ্ডে।
লক লক রসনে কড় মড় দশনে,
রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে।
অট্ট অট হাসে কট মট ভাষে
নখর বিদারিত রিপুকরি-শুণ্ডে।
লট পট কেশে সুবিকট বেশে
হত দনুজাহুতি মুখশিখিকুণ্ডে।

অন্নদামঙ্গল।

ইতি কাব্যদর্পণে গুণবিচার নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

---

* এই গুণটী প্রাচীন সম্মত নহে।

† যে হাস্যদ্বারা নাসিকারন্ধ্র উৎফুল্ল, বদন ও নয়ন আলোড়িত, ভাব সকল উদ্ধত ও আকার বিকৃত হয় তাহার নাম অট্ট হাস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অথ রীতি নিরূপণ।

১৯৬। পদ সংঘটনার নাম রীতি*। ইহা শব্দার্থরূপ শরীর বিশিষ্ট, কাব্যের হস্ত পদাদি অবয়বের স্বরূপ।

মুখ নাসাদি অবয়বের যথাবৎ সংস্থান যেরূপ শরীরের সৌন্দর্য্যসম্পাদক, শব্দার্থরূপ শরীর-বিশিষ্ট কাব্যের আত্মভূত যে রস ইহা তাহার পক্ষেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যবিধায়িনী।

১৯৭। বঙ্গভাষায় রীতি দুই প্রকার, যথা— সাধ্বী ও প্রাকৃতী।

অথ সাধ্বী।

১৯৮। যে রীতি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যাদি লিখিত হয় তাহার নাম সাধ্বী রীতি।

---

* ভাষা মাত্রেই একটী দুইটী বা ততোধিক রীতি প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় চারিটী রীতি যথা:—গৌড়ী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ও লাটী। গৌড়দেশ প্রচলিত রীতির নাম গৌড়ী রীতি; বিদর্ভদেশে যে রীতিতে কাব্যাদি রচিত হয়, তাহার নাম বৈদর্ভী রীতি; সেইরূপ পঞ্চালদেশপ্রচলিত রীতির নাম পাঞ্চালী, ও লাটদেশ প্রচলিত রীতির নাম লাটী রীতি। এই চারিটী রীতি বঙ্গভাষায় হইতে পারে না, কারণ, বঙ্গভাষা ঐ সকল দেশের প্রচলিত ভাষা নহে; বঙ্গভাষায় যেরূপ রীতি হইতে পারে তাহাই এই পরিচ্ছেদে সঙ্কলিত হইল।

এই সাধ্বী রীতি চারি প্রকার, যথা—দাম্ভোলী, হৈমী, দ্বৈমাতুরী ও মাদনী।

অথ দাম্ভোলী।

১৯৯। যে রীতি দ্বারা রচনা আড়ম্বর-বদ্ধা ও ওজোব্যঞ্জক বর্ণ দ্বারা গুম্ফিত হয়, তাহার নাম দাম্ভোলী রীতি। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ রীতিকে গৌড়ী রীতি কহে।

উদাহরণ।

" কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে !
চণ্ড মুণ্ড মুণ্ড খণ্ডি খণ্ড মুণ্ডমালিকে !
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশ জালিকে
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্র ভালিকে !
লীহ লীহ লোল জীহ লক্ক লক্ক সাজিকে !
সৃক্ক চক্ক ভক্ক ভক্ক রক্ত রাজি রাজিকে !
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিকে !
মার মার ঘোর ঘার ছিন্ধি ভিন্ধি ভাষিকে !
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীত রক্ত হালিকে
থেই থেই থেই থেই নৃত্যগীত তালিকে।"

বিদ্যাসুন্দর।

অথ হৈমী।

২০০। যে রীতি দ্বারা রচনা মধুর ও ললিত হয়, এবং গুম্ফনটী সমাসহীন বা অল্পমাত্র সমাস-যুক্ত হয়, তাহার নাম হৈমী রীতি। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ রীতিকে বৈদর্ভী রীতি কহে।

উদাহরণ।

"বরজ কুলজ্জ জলজনয়নী যুমল বিমল কমল বয়নী
কৃত লালিস ভুজ বালিস আলিস নহি তেজে
বিগতি পড়ল যুবতিবৃন্দ গুরুজন অব কহব মন্দ
সরস বিরস জগদানন্দ রসবতী রসরাজে॥"

জগদানন্দ পণ্ডিত।

অথ দ্বৈমাতুরী।

২০১। দাম্ভোলী ও হৈমী এই উভয় প্রকার রীতিমিশ্রিত যে রীতি তাহার নাম দ্বৈমাতুরী রীতি। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ রীতিকে পাঞ্চালী রীতি কহে।

উদাহরণ।

দৈত্য নাড়ী গাঁথা থরে কিঙ্কিণী দৈত্যের করে
অস্থিময় নানা অলঙ্কার।
রুধির মাংসের লোভে চারিদিকে শিবা শোভে
ফেরবে ভুবন চমৎকার।
পদ ভরে টল মল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
অকাল প্রলয় নিবারণে।
শিব শবরূপ হয়ে, হৃদয়ে সে পদ লয়ে
ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিত লোচনে॥"

বিদ্যাসুন্দর।

যথা বা

কোটি কোটি বেদ কিম্বা বিবিধ পুরাণ
যুগে যুগে পাঠ করি বিশুদ্ধ অন্তরে ;

তথাপি অক্ষম নর লভিতে যে জ্ঞান,
রে শ্মশান! দাও তাহা মানব নিকরে।”

কবিতা পুষ্পাঞ্জলি।

অথ মাদনী রীতি।

২০২। যে রীতি দ্বারা পদ সংঘটনা অতিশয় মৃদু হয়, তাহার নাম মাদনীরীতি। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ রীতিকে লাটীরীতি কহে।

উদাহরণ।

“ পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতীফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥”

শিশুশিক্ষা।

অথ প্রাকৃতী রীতি।

২০৩। যে রীতি অবলম্বন করিয়া লোকে সচরাচর কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে ও নাটকীয় সামান্য স্ত্রী ও বালকাদির কথোপকথন লিখিত

হয়, তাহার নাম প্রাকৃত রীতি। ইহার উদাহরণ সমস্ত বাঙ্গালা নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতি কাব্যদর্পণে রীতি প্রকরণ নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অথ দোষ নিরূপণ।

২০৪। যাহা রসের অপকর্ষক, অর্থাৎ যদ্দ্বারা রস প্রতিভা-শূন্য হয়, তাহার নাম দোষ। এই দোষ কখন পদে, কখন বাক্যে, কখন অর্থে, কখন রসে ও কখন বা ছন্দে এই পাঁচ প্রকারে উপলব্ধ হইয়া থাকে। অলঙ্কার দোষ নামে কোন একটী অতিরিক্ত দোষ নাই, কারণ অলঙ্কার দোষ অন্যান্য দোষের মধ্যে পড়িয়া যাইবে।

অথ পদ দোষ।

২০৫। যে সকল দোষ কেবল পদ মাত্রে উপলব্ধ হয়, তাহাদিগকে পদ দোষ কহে।

পদ দোষ যথা

২০৬। শ্রুতিকটুতা, অশ্লীলতা, অনুচিততা, অপ্রযুক্ততা, গ্রাম্যতা, সন্দিগ্ধতা, নিহতার্থতা,

অবাচকতা, ক্লিষ্টতা, বিরুদ্ধমতিকারিতা, নিরর্থকতা, অসমর্থতা, চ্যুত সংস্কৃতি ও বিভক্তি বিপর্য্যয় ইত্যাদি কতকগুলির নাম পদদোষ।*

অথ শ্রুতিকটুতা।

২০৭। যে স্থলে শ্রুতিকঠোর শব্দ সকল বিন্যস্ত হয়, সেই স্থানে শ্রুতিকটুতা দোষ হয়।

উদাহরণ।

"প্রোষ্ঠীর পৃষ্ঠেতে পাঠীন যায়
নক্র আক্রমিতে তাহারে চায়।
তারে পুন তিনি ধরিতে ধায়
দেখ অন্যত্র নেত্র দিয়া।"

নিবাত কবচ বধ।

এখানে প্রোষ্ঠী, পৃষ্ঠ, পাঠীন প্রভৃতি শ্রুতিদুঃখাবহ পদ সকল ব্যবহৃত হওয়াতে শ্রুতিকটুতা দোষ হইল।

অথ অশ্লীলতা।

২০৮। যেখানে ঘৃণাজনক, লজ্জাজনক অথবা অমঙ্গলবোধক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় তথায় অশ্লীলতা দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

"——অনম্বর পথে সুকেশিনী
কেশব বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।"

মেঘনাদ।

---

* বিভক্তি বিপর্য্যয় নামক দোষটী কেবল বঙ্গভাষায় অপাদান কারকে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন গৃহ হইতের পরিবর্ত্তে হইতে গৃহ।

অথ অনুচিততা।

২০৯। যে পদ প্রয়োগ করা উচিত নহে সেই পদ প্রয়োগ করিলে অনুচিততা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

" যশে যেন দ্বিজরাজ, বিক্রমেতে পশুরাজ,
মহারাজ ভীম নরপতি।
ভয়ানক শত্রুগণে নিধন করিয়া রণে,
পালিছেন রাজ্য শান্তমতি ॥ "

পদ্মিনী উপাখ্যান।

এখানে 'পশু' পদটী প্রয়োগ করা অনুচিত হইয়াছে।

অথ অপ্রযুক্ততা।

২১০। যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ অথচ কবিগণ আদর পূর্ব্বক প্রয়োগ করেন নাই সেই সকল শব্দ প্রয়োগ করিলে অপ্রযুক্ততা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

" কিছু দিন নাকে, অর্জ্জুন থাকে "

নিবাত কবচ বধ।

এখানে নাক শব্দ প্রয়োগ করাতে অপ্রযুক্ততা দোষ হইয়াছে।

অথ গ্রাম্যতা।

২১১। যে সকল শব্দ অপকৃষ্ট লোকে ব্যবহার করে সেই সকল শব্দকে গ্রাম্য শব্দ কহে।

যথায় ভদ্রবংশীয় কোন ব্যক্তিদ্বারা গ্রাম্য শব্দ প্রযুক্ত হয় তথায় গ্রাম্যতা দোষ হয়।

উদাহরণ।

"গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে সিঁদূর দিতে সাপে মারে ছোঁ॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

অথ সন্দিগ্ধতা।

২১২। যে শব্দ দ্বারা তাৎপর্য্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে সন্দিগ্ধতা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

"নাদিল দানব-বালা। হুহুঙ্কার রবে
নাদিল অশ্ব হস্তী উচ্চ তোরণদ্বারে।"

তিলোত্তমাসম্ভব।

এখানে 'নাদিল' এই শব্দ দ্বারা পুরীষ ত্যাগ করিল কি শব্দ করিল তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

অথ নিহতার্থতা।

২১৩। উভয়ার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধার্থে প্রয়োগ করিলে নিহতার্থতা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

"সুধা লাগি এই মকরকেতু
সুরাসুর দোঁহা দ্বন্দ্বের হেতু
বাঁধ পার্থ এবে যশের সেতু
সেই দৈত্য দল বাঁধিয়া॥"

নিবাত কবচ বধ।

'মকরকেতু' শব্দ মদনেই প্রসিদ্ধ কিন্তু এখানে সমুদ্রকে বুঝাইতেছে বলিয়া নিহতার্থ দোষ হইল।

অথ অবাচকতা।

২১৪। যে শব্দের যাহাতে শক্তি নাই সেই শব্দ দ্বারা সেই অর্থ প্রকাশ করিতে গেলে অবাচকতা দোষ হয়।

উদাহরণ।

"অই শুন মন্দ মন্দ মলয়জ বহে।
মৃদুস্বরে মনের উল্লাস বুঝি কহে॥"

কর্ম্মদেবী।

যথা বা

"কত যে বয়স্ তার কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি, দেখ নরমণি!
আইস মলয় রূপে, গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইবে তখনি।"

বীরাঙ্গনাকাব্য।

এই দুইটী কবিতায় যথাক্রমে মলয়জ ও মলয় শব্দ পবনার্থে অবাচক হইয়াছে, এজন্য উভয় স্থলেই অবাচকতা নামক দোষ ঘটিল।

অথ ক্লিষ্টতা।

২১৫। যেখানে নানাশব্দ যোজনা দ্বারা প্রস্তুতার্থ প্রকাশিত হয়, তথায় এই দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

"তটিনীবল্লভ-বক্ষঃ-প্রশস্ত-করণ-
মহৌষধি, করিতেছে সুখ বিতরণ।"

তটিনী—নদী, তাহার বল্লভ—সমুদ্র, তার বক্ষঃ—অর্থাৎ হৃদয়কে প্রশস্ত করিবার মহৌষধি স্বরূপ কে? না চন্দ্র, উক্ত পদদ্বারা এই অর্থটী এখানে অতিকষ্টে প্রতীত হইতেছে, সুতরাং এখানে ক্লিষ্টতা নামক দোষ হইল।

অথ বিরুদ্ধমতিকারিতা।

২১৬। যে পদ প্রয়োগ করিলে বিরুদ্ধভাবের অবগতি হয় সেই পদ প্রয়োগের নামই বিরুদ্ধমতিকারিতা।

উদাহরণ।

"অই দেখ ভবানীর পতি
বসেছেন শান্তভাবে ধ্যানে মহামতি।
হাঁটুপাতি মীনধ্বজ, উড়ায়ে কুসুম রজ,
সম্মোহন শর দিয়া ধনুকের ভিতে,
করিছে প্রযত্ন বৃথা উমেশে বিঁধিতে।"

সাময়িক পত্রিকা।

এখানে 'ভবানীর পতি' এই দুইটী পদ প্রয়োগ করাতে পদ্যটী বিরুদ্ধমতিকারিতা দোষে দূষিত হইয়াছে; কারণ, ভবানী শব্দেই ভবের পত্নী, আবার তাঁহার পতির কথা উল্লেখ করাতে ভগবতীর পত্যন্তরে প্রতীতি জন্মিতেছে।

অথ নিরর্থকতা।

২১৭। প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী ও অর্থশূন্য শব্দ প্রযুক্ত হইলেই নিরর্থকতা দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

"প্রবলবেগে ভূতলে উল্কাপাত পতিত হইতেছে।"

রামবনবাস।

এই উদাহরণে পাত বা পতিত শব্দ নিরর্থক প্রযুক্ত হইয়াছে।

যথা বা

"কবিকুলচূড়ামণি কবি কালিদাস
কত কাব্যে কত রস করিলা প্রকাশ।"

সম্ভাবশতক।

এখানে দ্বিতীয় 'কবি' পদটী নিরর্থক প্রযুক্ত হইয়াছে।

অথ অসমর্থতা।

২১৮। যে অর্থ দ্বারা কাব্যের তাৎপর্য্যাবগতি না হয় সেই অর্থে কোন শব্দ প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা নামক দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

"আমার লপিতে দেও কুন্তীরনন্দন
মৎস্যরাজপুত্র পরে করহ অর্পণ।
তমীনাথ লপনেরে প্রকাশ করিলে
তোমার গোরসে গো পাইব করতলে।"

কাব্যকৌমুদী।

কুন্তীর নন্দন শব্দে মহাবীর কর্ণ ও মৎস্যরাজপুত্র শব্দে বিরাটপুত্র উত্তরকেই বুঝায়, শ্রবণেন্দ্রিয় বা প্রত্যুত্তর কখনই বুঝায় না, কিন্তু এখানে শ্রবণেন্দ্রিয় ও প্রতিবচনার্থে প্রয়োগ করাতে অসমর্থতা দোষ হইয়াছে।

অথ চ্যুত সংস্কৃতি।

২১৯। যে স্থলে ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ লক্ষিত হয়, তথায় চ্যুত সংস্কৃতি নামে দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

"এই বচন শুনি পুনরপি ফাল্গুনি
প্রণমি পিতা-মঘবার পদান্তে।

বিশ্বাবসু-সুত   সহিত হরিষ-যুত
পশিল গিয়া দ্রুত দিব্য নিশান্তে।”

নিবাত কবচ বধ।

যথা বা

“অম্বরে নুতন দিবাকর,
প্রকাশিয়া কিরণ-নিকর,
উজলিল দিক্ দশ, গাইল তোমার যশ,
সকৃতজ্ঞ নরের অন্তর।”

কবিতালহরী।

এই দুইটী উদাহরণে যথাক্রমে ‘পিতা-মঘবার’ ও ‘সকৃতজ্ঞ’ এই দুই পদ ব্যাকরণ-দুষ্ট।

অথ বিভক্তি বিপর্য্যয়।

২২০। কোন পদে বিপরীত ভাবে বিভক্তি ব্যবহৃত হইলে বিভক্তি বিপর্য্যয় নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

“উড়িষ্যার অরবিন্দ কটক নগর
পাথরে গঠিত গড় যাহার ভিতর।
কতলোক করে বাস হতে নানা দেশ
মার্হাট্টা তৈলঙ্গী উড়ে বাঙ্গালী অশেষ॥”

দ্বাদশ কবিতা।

এখানে ‘হতে নানা দেশ’ না বলিয়া ‘নানা দেশ হতে’ বলিলে আর দোষ ঘটিত না।

অথ বাক্যদোষ।

২২১। যে সকল দোষ পদ সমুদয়ে অর্থাৎ

বাক্যে উপলব্ধ হয়, তাহাদিগকে বাক্যদোষ কহে। এই দোষ ত্রয়োদশ প্রকার,

যথা—

২২২। প্রতিকূলবর্ণতা, অধিকপদতা, ন্যূনপদতা, কথিতপদতা, পতৎপ্রকর্ষতা, সন্ধিকষ্টতা, অর্দ্ধান্তরৈকপদতা, সমাপ্তপুনরাত্ততা, অক্রমতা, বাচ্যানভিধানতা, প্রসিদ্ধিত্যাগ, গর্ব্ভিততা ও দূরান্বয়।

অথ প্রতিকূলবর্ণতা।

২২৩। যে যে রসে যে যে বর্ণ ব্যবহার করা উচিত সেই সেইরসে সেই সকল বর্ণ ব্যবহার না করিলেই প্রতিকূলবর্ণতা নামক দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

"রণভূমে মহাধূমে উঠিল পতাকা,
লোহিত ফলকে তার ভানুমূর্ত্তি আঁকা।
নিরন্তর প্রিয়তর রাজন্যের ঠাঁই।
প্রাণপণে সযতনে রক্ষা করে তাই।"

পদ্মিনী উপাখ্যান।

এখানে বীররস বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু ওজোগুণব্যঞ্জক একটিও বর্ণ নাই, সুতরাং এখানে প্রতিকূলবর্ণতা দোষ ঘটিল।

অথ অধিকপদতা।

২২৪। যে বাক্য মধ্যে দুই একটী অধিক পদ সন্নিবেশিত হয় তথায় অধিকপদতা দোষ হয়।

উদাহরণ।

" বদনে দশন তার তিন পংক্তি হয়
সুদীর্ঘ সুরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয়।"

বিদ্যাকল্পদ্রুম।

এই উদাহরণে 'বদনে' 'পশ্চাতেতে' এই দুটী পদ অধিক;

" তিনি বাক্য বলিলেন "

এস্থলে 'বাক্য' এই পদটী অধিক, কারণ 'বলিলেন' এই ক্রিয়া দ্বারা বাক্যকথন সিদ্ধ হইতে পারিত; কিন্তু 'বাক্য' এই পদটীর কোন একটী বিশেষণ থাকিলে উহা অধিকপদ বলিয়া দূষিত হইত না; যেমন 'রাজা' শকুন্তলাকে মধুর বাক্য কহিলেন—' এখানে মধুর এই বিশেষণটী সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে কোন দোষ হইল না।

অথ ন্যূনপদতা।

২২৫। যে বাক্যে দুই একটী পদের অভাব থাকে তথায় ন্যূনপদতা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

" বলিলেন যেই পথ তাহা সত্য বটে,
আমার অদৃষ্টে কিন্তু ঘটে কি না ঘটে।"

হস্তলিখিত মিশ্রকেশীনাটিকা।

এখানে 'বলিলেন' এই ক্রিয়াপদের কর্ত্তৃপদ 'আপনি' ও 'তিনি' দুইই হইতে পারে, কিন্তু একটীরও উল্লেখ নাই এজন্য এই কবিতাটী ন্যূনপদতা দোষে দূষিত হইল।

অথ কথিতপদতা।

২২৬। কোন বাক্যে একার্থক দুই বা ততো-

ধিক পদ লক্ষিত হইলে কথিতপদতা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

" প্রচণ্ড বায়ুর শব্দে এখন শ্রবণ
করিতেছে পরিতৃপ্ত সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ "

কবিতালহরী।

এখানে সদা বা সর্ব্বক্ষণ পুনঃকথিত হওয়াতে কথিত-পদতা দোষ হইল।

অথ পতৎপ্রকর্ষতা।

২২৭। যে বাক্যে অনুপ্রাসাদির প্রকর্ষতা ক্রমে পতিত হইয়া যায়, অথবা যেস্থলে ক্রমে রচনার শিথিলতা দৃষ্ট হয়, তথায় পতৎপ্রকর্ষতা নামক দোষ হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" দারুণ দুর্নীত দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ।
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ ॥
অধার্ম্মিক বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।
সকল জাতির প্রতি ঘোর অহঙ্কার ॥ "

পদ্মিনীর উপাখ্যান।

এখানে ক্রমে অনুপ্রাসের প্রকর্ষতা পতিত হইয়া গিয়াছে।

বন্ধন-শৈথিল্য, যথা—

" কোষমুক্ত অসিপুঞ্জ ধক্ ধক্ জ্বলে।
দিনকর কর যেন জাহ্নবীর জলে।

ওদিকে যবন উঠে একবারে রেগে
ধাইল বিপক্ষ প্রতি ঘোরতর বেগে।"

পদ্মিনী উপাখ্যান।

এখানে ক্রমেক্রমে বন্ধনের শিথিলতা দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং এখানেও পতৎপ্রকর্ষতা নামে দোষ হইল।

অথ সন্ধিকষ্টতা।

২২৮। কষ্ট কল্পনা করিয়া সন্ধি করিলেই সন্ধিকষ্টতা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

"অহে সত্যপীর তুমি দয়া করামায়।"

সত্যপীরের পাঁচালী।

যথা বা

"ফুলের আসন, ফুলের ভূষণ,
ফুলের মশারি করি।
পুষ্পগুচ্ছা কত, বান্ধি মনোমত,
রাখিল শয্যারোপরি।"

কোকিল-দূত।

এখানে 'শয্যার উপরি' এই পদদ্বয়ে সন্ধি যোজনা করিতে কবি যে কত কষ্ট কল্পনা করিয়াছেন তাহা একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

অথ অর্দ্ধান্তরৈক পদতা।

২২৯। একটী কথা প্রথম চরণের অন্তে ও দ্বিতীয় চরণের প্রথমে আংশিকরূপে ব্যবহৃত হইলে অর্দ্ধান্তরৈকপদতা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

"——ঘনকুহুরবে পিককুল কুহু-
রিছে শাখাপরে, প্রদানি অভয় যেন
সুহৃদ পবনে ।——————,,

সম্বরণ-বিজয়-কাব্য।

এখানে 'কুহুরিছে' ক্রিয়াপদটী দুইচরণে ব্যবহৃত হওয়াতে এই কবিতাটী অর্দ্ধান্তরৈকপদতাদোষে দূষিত হইল।

অথ সমাপ্ত পুনরাত্তা।

২৩০। যেখানে বাক্যশেষ করিয়া আবার প্রকারান্তরে কথিত হয়, তথায় সমাপ্তপুনরাত্ত দোষ হয়।

উদাহরণ।

"তিমির নাশিয়া সখি শশাঙ্কের কর।
চকোরী বদনে সুধা করি বিতরণ,
কুমুদী চিবুক ধরি করিছে আদর।
উজ্জ্বল করিয়া আহা ধরণি বদন।"

সাময়িক পত্রিকা।

এখানে বাক্য সমাপ্ত করিয়া, আবার 'উজ্জ্বল করিয়া আহা ধরণি বদন' বলাতে সমাপ্তপুনরাত্ত দোষ ঘটিল।

অথ অক্রমতা।

২৩১। যে বাক্যে শব্দ বিন্যাসের ক্রম থাকে না তথায় অক্রমতা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

"নিহত নিকর শূর, পড়িল চিতোর পুর
হিন্দু-সূর্য্য অস্তগিরি গত।

দাসত্ব দুর্জ্জয় ক্লেশ রাজস্থানে সমাবেশ

তাপতমস্বিনী পরিণত ॥”

পদ্মিনী উপাখ্যান।

এখানে ‘নিকর’ শব্দটী শূর শব্দের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হওয়াতে অক্রমতা নামে দোষ ঘটিয়াছে।

অথ বাচ্যানভিধানতা।

২৩২। যেখানে বক্তব্য ক্রিয়াদির উল্লেখ না থাকে তথায় বাচ্যানভিধানতা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

“নানাজাতি বিহঙ্গে সুরঙ্গে গান করে

সন্তাপীর তাপ দূর, মনঃ প্রাণ হরে।”

পদ্মিনী উপাখ্যান।

এখানে সন্তাপীর তাপ দূর করে কিম্বা হয় এই দুইটীর কোন একটী ক্রিয়াপদের উল্লেখ করা উচিত ছিল, কারণ ‘হরে’ এই ক্রিয়ার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই।

অথ প্রসিদ্ধিত্যাগ।

২৩৩। যে সকল বিষয় প্রসিদ্ধ, বর্ণনকালে তাহার পরিহার করিলে প্রসিদ্ধিত্যাগ নামে দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

“শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী

ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,

আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা

পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;”

মেঘনাদবধ।

যথা বা

"শিরে ছত্র বিচিত্র শোভিছে শুভ্রছবি,
পূর্ব্বাহ্নেতে পূর্ব্বাদ্রির ঊর্দ্ধে যেন রবি।"

নিবাত কবচ বধ।

প্রথম কবিতায় মহাদেবের স্বর্ণাসন, ও দ্বিতীয়টীতে প্রাভাতিক সূর্য্যের শুক্লতা বর্ণন করাতে প্রসিদ্ধিত্যাগ নামক দোষ হইয়াছে।

যথা বা

"আনন্দেতে করে ক্রীড়া তায় হংসকুল
বিশদ ভূষণ সম কেকা রব করি।"

সম্বরণ বিজয় কাব্য।

ময়ূরেরই কেকারব প্রসিদ্ধ, এখানে হংসের কেকারব বলাতে প্রসিদ্ধিত্যাগ দোষ হইল।

বিপরীত যথা—

"আকাশের দিকে অবনীর পানে,
দেখি অনিমিষে আকুল পরাণে,
জবা সম রবি, শ্বেত সুধাকর,
মৃদু মৃদু আভা তারকা সুন্দর।"

কবিতাবলী।

এখানে রবিকে জবাসম ও চন্দ্রকে শ্বেত বলাতে প্রসিদ্ধিত্যাগ নামক দোষ না হইয়া, প্রসিদ্ধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অথ গর্ভিততা।

২৩৪। কোন বাক্যের মধ্যে অন্য বাক্য প্রবিষ্ট হইলে গর্ভিততা নামে দোষ হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"————————তাঁর পৃষ্ঠদেশে
শোভে কাঞ্চন প্রাসাদ; বিভায় যাহার
(অনন্ত আলোক) ধাঁধিল ধরার আঁখি।"

সম্বরণ বিজয়।

এখানে 'অনন্ত আলোক' বাক্যটী বাক্য মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে গর্ভিততা দোষ হইল।

অথ দূরান্বয়।

২৩৫। যেখানে কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি কারক ক্রিয়াপদের সন্নিহিত না হইয়া, অন্য কোন বাক্যের পর স্থাপিত হয়_তথায় দুরান্বয় নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

"ত্যজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী,
যথা পক্ষিরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুঠিলে কুলায় তার পর্ব্বত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গগিরি শৃঙ্গোপরি
কিম্বা বিশাল রসাল তরু শাখাপাশে
বসে উড়ি;—হিমাচলে আইলা বাসব।"

তিলোত্তমা সম্ভব।

পক্ষিরাজ বাজ এই কর্ত্তৃপদের ক্রিয়াপদ বসে উড়ি, এজন্য এই কবিতাটী দূরান্বয় দোষে দূষিত।

অথ অর্থদোষ।

২৩৬। কাব্যের তাৎপর্য্যে যে সকল দোষ ঘটে তাহাদিগকে অর্থদোষ কহে।

যথা—

অপুষ্টতা, দুষ্ক্রমতা, গ্রাম্যতা, ব্যাহতত্ব, কষ্টার্থতা, অর্থপুনরুক্ততা, অনবীকৃততা, প্রকাশিত বিরুদ্ধতা; খ্যাতি বিরুদ্ধতা, সাকাঙ্ক্ষতা, সহচরভিন্নতা, নির্হেতুতা, সন্দিগ্ধতা, অবিশেষে বিশেষ, বিশেষে অবিশেষ ও অনিয়মে নিয়ম।

অথ অপুষ্টতা।

২৩৭। মুখ্যার্থের অনুপযোগী কোন শব্দ বিন্যাস করিলে অপুষ্টতা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

এইরূপে ভূপতি করিলে অস্বীকার
শকুন্তলা হৈল যেন মৃত্যুর আকার ॥"

শকুন্তলা।

এখানে মৃত শব্দের পরিবর্ত্তে মৃত্যু শব্দ ব্যবহার করাতে তাৎপর্য্যার্থের অনেক অনিষ্ট করিতেছে, এজন্য এস্থলে অপুষ্টতা নামক দোষ হইল।

অথ দুষ্ক্রমতা।

২৩৮। ক্রমভঙ্গ হইলেই দুষ্ক্রমতা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

" হয় রত্নহার দেও পরিব গলায়।
নতুবা রাজ্যার্দ্ধ দিয়া তোষ হে আমায় ॥"

প্রথমে হার তৎপরে রাজ্যার্দ্ধ প্রার্থনা করাতে এখানে ক্রমভঙ্গ হইল, এজন্য এই কবিতার অর্থটি দুষ্ক্রমতা দোষে দূষিত হইল।

অথ গ্রাম্যতা।

২৩৯। যে স্থলের তাৎপর্য্যার্থে কিছুমাত্র গাঢ়তা নাই তথায় গ্রাম্যতা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

" আরোহীরা কেঁদে বলে মলাম মলাম।
পড়িয়া বিপাকে আজি প্রাণ হারালাম।"

সদ্ভাবশতক।

যথা বা

" মশায়েরা আসুন এদিকে। কল্লেন কি
মহাশয়? এতদিন যে বেঁচেছিলেন
রাজকন্যা, এখনি যে মারিলেন তাঁরে।"

সুশীলা বীরসিংহ।

এই দুইটী উদাহরণে কিছুমাত্র তাৎপর্য্যার্থের গাঢ়তা লক্ষিত হইতেছে না, এজন্য ইহারা দুটীই গ্রাম্যতা দোষে দূষিত।

অথ ব্যাহতত্ব।

২৪০। অগ্রে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিধান করিয়া, পরে তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করিলে ব্যাহতত্ব নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

" অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন তোরণ রাজতোরণ যেমন
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি
আদিত্যজিনি প্রতাপে, রতন নিকর।"

তিলোত্তমাসম্ভব।

এখানে প্রথমে আদিত্যের উৎকর্ষ বিধান করিয়া, পরে 'আদিত্যজিনি প্রতাপে' বলিয়া তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করাতে এই কবিতাটী ব্যাহতত্ব দোষে দূষিত হইল।

অথ কষ্টার্থতা।

২৪১। যেস্থলে অনেক চিন্তা দ্বারাও প্রস্তুতার্থের বোধ হয় না তথায় কষ্টার্থতা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

"সখি রে বিরাটতনয় দেহ দান
বায়সঅজরবে, অন্তর জর জর,
কি ভেল পাপ পরাণ; ইত্যাদি
উদ্ভট।

অথ অর্থপুনরুক্ততা।

২৪২। যেখানে এক বিষয় পুনঃ পুনঃ কথিত হয়, তথায় অর্থ পুনরুক্ততা দোষ হয়।

উদাহরণ।

"স্তব্ধ চারিদিক্ স্থির নিথর নিশ্চল
মনোহর প্রকৃতির বদন গম্ভীর স্থির,
মৃদু মন্দ হাসে হায় কেমন বিমল।"
সাহিত্য মুকুর—বঙ্গবালা।

যথা বা

"ললাটেতে বার বার প্রহারে কঙ্কণ।
রণৎকার ধ্বনি তায়, শব্দ ঝন ঝন।"
পদ্মিনী উপাখ্যান।

এখানে 'রণৎকারধ্বনি' বলিয়া আবার 'ঝন ঝন' শব্দ বলাতে বাক্যার্থটী পুনঃকথিত হইল, এজন্য এই কবিতাটী অর্থপুনরুক্ত দোষে দূষিত।

অথ অনবীকৃততা।

২৪৩। যেখানে নূতন নূতন শব্দ দ্বারা ভাব প্রকাশ না করিয়া, একরূপ শব্দ বা বাক্য দ্বারা ভাব প্রকাশ করা যায়, তথায় অনবীকৃততা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

" শস্যলোভি বৃষে বাধা দিয়া রাখা যায় না।
পরস্ত্রী রসিকে বাধা দিয়া রাখা যায় না॥
জুয়াভক্ত জনে বাধা দিয়া রাখা যায় না।
স্বাভাবিক দোষে বাধা দিয়া রাখা যায় না॥ "

বসন্তসেনা।

এখানে 'বাধা দিয়া রাখা যায় না' এই বাক্যটী ভূয়োভূয় একরূপ কথায় ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া অনবীকৃত দোষ হইল।

অথ প্রকাশিত বিরুদ্ধতা।

২৪৪। যেস্থলে প্রাকৃত বিরুদ্ধার্থ প্রকাশিত হইয়া পড়ে তথায় প্রকাশিতবিরুদ্ধতা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

" আশীর্ব্বাদ করি ভূপ তোমার কুমারে।
রাজ্যলক্ষ্মী আলিঙ্গন করুন তাঁহারে॥ "

এই উদাহরণে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া পাকতঃ তাঁহার মৃত্যুকামনা করা হইতেছে বলিয়া, প্রকাশিত বিরুদ্ধতা নামক দোষ হইল।

অথ খ্যাতি বিরুদ্ধতা।

২৪৫। লোক ও কবিসময় প্রসিদ্ধ বিষয় বিপরীত ভাবে বর্ণিত হইলে, খ্যাতি বিরুদ্ধতা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

"মন্ত্রিরূপে চারিদিকে যত তারাগণ
ঘেরিয়াছে নলিনীরে শৈবাল যেমন
শশী আর তারাবৃন্দ গগনে শোভিত
দেখিলেই মনোপদ্ম হয় প্রফুল্লিত।

কবিতালহরী।

চন্দ্র দেখিয়া পদ্ম কখন প্রফুল্ল হয় না, কিন্তু এস্থলে তাহার বিপরীত বর্ণন করাতে এই কবিতাটী কবিকাল-খ্যাতি বিরুদ্ধতা নামক দোষে দূষিত হইয়াছে।

অথ সাকাঙ্ক্ষতা।

২৪৬। যে স্থলে বাক্য সমাপনানন্তর অন্য কোন একটী পদের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়, তথায় সাকাঙ্ক্ষতা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

"উঠিয়া যেদিকে আমি নয়ন ফিরাই।
সে দিকেই আলোময় দেখিবারে পাই।

কবিতালহরী।

আলোময় যে কি তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং একটী বিশেষ্য পদের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতেছে, এজন্য এখানে সাকাঙ্ক্ষতা নামক দোষ হইল।

অথ সহচরভিন্নতা।

২৪৭। উৎকৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির পর্য্যায়ে অধম বস্তু বা ব্যক্তির কিম্বা অধম বস্তু বা ব্যক্তির পর্য্যায়ে উত্তম বস্তু বা ব্যক্তির সন্নিবেশ হইলেই সহচরভিন্নতা নামক দোষ হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"পবনহিল্লোলে যথা প্রসূনের বাস
অবিশ্রান্ত দশদিকে বহে বার মাস
নরপশুপক্ষি-নাসা সদা তৃপ্তি করে
সন্তাপীরা মনঃসুখে যথা কাল হরে।"

কবিতালহরী।

মনুষ্যের সঙ্গে পশ্বাদির সন্নিবেশ হইয়াছে বলিয়া এই কবিতাটী সহচরভিন্নতা নামক দোষে দূষিত হইল।

অথ নির্হেতুতা।

২৪৮। যেখানে বক্তব্য বিষয়ের হেতু কথিত না হয়, সে স্থলে নির্হেতুতা নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

" বিশাল বারিধি মাঝে বহিত্র বাহিয়া
কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায়

সুস্থচিত্তে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়।”

পদ্যপাঠ।

এখানে কর্ণধারের সাগরগমনের হেতু কথিত হয় নাই এজন্য এই পদ্যটী নির্হেতু দোষে দূষিত হইল।

অথ সন্দিগ্ধতা।

২৪৯। যে স্থলের অর্থে সন্দেহ উপস্থিত হয় সেই খানে সন্দিগ্ধতা নামে দোষ হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

“ভীষণদর্শন কূর্ম্ম ভ্রমে কোন স্থানে।
দেখিলে উপজে শঙ্কা হঠাৎ পরাণে॥
তিমি, তিমিঙ্গিল, সিল, সমুদ্রমাঝারে।
নিযুক্ত চঞ্চল চিতে কীটের আহারে॥”

কবিতালহরী।

তিমি তিমিঙ্গিলাদি কীট আহার করিতে নিযুক্ত কি কীটের আহারের নিমিত্ত নিযুক্ত, এস্থলের তাৎপর্য্যে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে বলিয়া এখানে অর্থ-সন্দিগ্ধতা নামে দোষ হইল।

অথ অবিশেষে বিশেষ।

২৫০। যে স্থলে অবিশেষে বর্ণন করা কর্ত্তব্য তথায় বিশেষ করিয়া বর্ণন করিলে অবিশেষে বিশেষ নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

“দরিদ্র কোথায় হয় ধনি জন
চিররোগী কোথা হয় সুস্থমনঃ।

হীরার আকর সাগর সিঞ্চিয়া
যা লভিলে ভাবি বিদরয়ে হিয়া॥
বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণ না হেরিয়া
কি ধন আনিলে বাছিয়া বাছিয়া।"

বন্ধু।

এখানে 'হীরার আকর' এইরূপ বিশেষ করিয়া না বলিয়া রত্নের আকর বলিলে আর দোষ হইত না।

অথ বিশেষে অবিশেষ।

২৫১। যেখানে বিশেষরূপে বর্ণন আবশ্যক, সে স্থলে যদি অবিশেষরূপে বিষয়টী বর্ণিত হয়, তাহাহইলে বিশেষে অবিশেষ নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

"করি অভিসার, নিকুঞ্জকাননে,
কানু নব অনুরাগে।
নীলাম্বর পরি ব্রজবিলাসিনী
চলিলা যামিনী ভাগে॥"

জ্ঞানদাস।

'নীলাম্বর' শব্দে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই অভিসারটী কৃষ্ণাভিসার অতএব এখানে সামান্যত 'রজনীভাগে' এরূপ না বলিয়া, 'তমিস্রা রজনীতে' এইরূপ বিশেষ করিয়া বলা উচিত ছিল।

অথ অনিয়মে নিয়ম।

২৫২। আরোপাদিস্থলে একবারে নিয়মবদ্ধ বাক্য কথিত হইলে, অনিয়মে নিয়ম নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

"তুমিই শশঙ্ক তুমিই কৌমুদী
আমি নাথ কুমুদিনী।
তুমিই তরণি তুমি সরোবর
আমি নাথ পদুমিনী।"

রাধামোহন দাস।

এখানে 'তুমিই' এই ইকার দ্বারা শশাঙ্কত্বাদির আরোপ না বুঝাইয়া উক্ত শশাঙ্ক প্রভৃতির রূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, এজন্য এখানে অনিয়মে নিয়ম নামে দোষ হইল।

অথ রস দোষ।

২৫৩। রস স্থায়িভাব ও নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারিভাব যদি নিজ নিজ নামে কথিত হয়, তাহা হইলে স্বশব্দবাচ্য নামে দোষ হইয়া থাকে।

স্বশব্দবাচ্য রস যথা

"বাজে বাদ্য মনোহর, নৃত্য গীত ঘর ঘর,
হাস্য রস কৌতুক কলাপ।
বাঁধিয়া তন্ত্রীর তান, কালবৎ করে গান,
কত মত রাগের আলাপ ॥ ১

যথা বা

আবার সে ভঙ্গিগত যেন রৌদ্ররসে রত,
উগ্রভঙ্গি অপাঙ্গ-যুগলে।
কপালে অনল জ্বলে, মধ্যাহ্ন ময়ূখ ছলে
রক্তছটা স্থল শতদলে ॥"

কর্ম্মদেবী।

এই দুইটী উদাহরণে হাস্যরস ও রৌদ্ররস স্পষ্ট করিয়া বলাতে এই দুটী কবিতা স্বশব্দবাচ্য দোষে দূষিত হইল।

স্বশব্দবাচ্য স্থায়িভাব।

"বাজে ঘন রণবাদ্য নানাবিধ রঙ্গে।
বিস্ফারিত করি চিত্ত উৎসাহ তরঙ্গে॥"

কাব্যকলাপ।

এই উদাহরণে বীররসের স্থায়িভাব উৎসাহ, অনুভাব মুখে ব্যক্ত না হইয়া স্পষ্ট নামে ব্যক্ত হওয়াতে স্বশব্দবাচ্য দোষে দূষিত হইল।

স্বশব্দবাচ্য ব্যভিচারী যথা

"আর কেহ নহে সেই রমণীরতন,
অভাগার বিলাসিনী ভ্রমিছে কাতরে।
বিশীর্ণ হয়েছে অঙ্গ মলিন বদন,
বড়ই বিষাদ হেরি হইল অন্তরে।"

চারুগাথা।

এখানে 'বিষাদ' শব্দটী অনুভাবমুখে ব্যক্ত করিলে সমধিক চমৎকারজনক হইত, কিন্তু তাহা না বলাতে এই কবিতাটী স্বশব্দবাচ্য দোষে দূষিত হইয়াছে।

"হেরি দাবানল যেন জ্বলিল অন্তরে।"

এইরূপ বলিলে অনুভাব মুখে ব্যক্ত করা হইত।

অথ বিরুদ্ধ রসবিভাব পরিগ্রহ।

২৫৪। কোন রসে যদি বিরোধি-রসের বিভাবাদি পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধরস-বিভাব-পরিগ্রহ নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

"অধরে ধরি লো মধু গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব যেরূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটীবনে।

মেঘনাদবধ।

বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া বীরপত্নীর ন্যায় প্রমীলা বীররসের বিভাব বর্ণন করিতে করিতে হঠাৎ আদ্য-রসের বিভাব লক্ষণের রূপলাবণ্যাদি বর্ণন করাতে এই কবিতাটী বিরুদ্ধরসবিভাব-পরিগ্রহ নামক দোষে দূষিত হইল।

অথ কষ্টাক্ষিপ্ত বিভাবতা।

২৫৫। যে স্থলে কষ্ট কল্পনা করিয়া বিভাবটী উহ্য করিতে হয়, তথায় কষ্টাক্ষিপ্ত বিভাবতা নামক দোষ হয়।

উদাহরণ।

"অচল নয়নে কেন গো এমন
তাকায়ে রয়েছ ফুলের পানে ?
কেন কেন বল ঝরিছে নয়ন ?
কি দুখ তোমার উদিত প্রাণে ?

ললিত কাব্য।

ফুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নবারি সেচন শান্তরসেও সম্ভবিতে পারে, এজন্য এখানে কষ্টাক্ষিপ্ত বিভাবতা

নামক দোষ হইল, কারণ কষ্টকল্পনা না করিলে আর ইহার আলম্বন বিভাব অনুমিত হয় না।

অকালরসব্যঞ্জনা।

২৫৬। যে সময়ে যে রস ব্যক্ত করিলে বিরুদ্ধ-ভাবাক্রান্ত হয়, সেই সময়ে সেই রস ব্যক্ত করার নাম অকালরসব্যঞ্জনা।

উদাহরণ।

"প্রণত পদ্মিনী সতী পতির চরণে
গলিত সহস্রধারা রাজার নয়নে;
সাদরে লইয়া কোলে মৃগলোচনায়
তুষিছেন কত মত মধুর কথায়।
রাণী কন "হে রাজন্ নাই হে সময়
এ স্থানে তিলেক আর বিলম্ব না সয়।
অনুরাগ সোহাগ সময়ে ভাল লাগে
চল নাথ! শত্রু হস্তে মুক্ত করি আগে॥"

পদ্মিনী-উপাখ্যান।

এখানে নিতান্ত অসময়ে আদ্যরসটী ব্যক্ত হওয়াতে অকালরসব্যঞ্জনা নামক দোষ হইল।

অথ পুনরুদ্দীপ্ততা।

২৫৭। কোন একটী রস পুনঃ পুনঃ কথিত হইলে, পুনরুদ্দীপ্ততা নামে দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গে পুনঃ পুনঃ শোকের উদ্দীপ্তি হইয়াছে বলিয়া, ঐ কাব্যের রতিবিলাপ নামক

অংশটী পুনরুদ্দীপ্ততা দোষে দূষিত। অঙ্গির অর্থাৎ কাব্যোক্ত প্রধান ব্যক্তির অনমুসন্ধান ঘটিলে প্রধানানুসন্ধান নামক দোষ হয়। উদাহরণ যথা—রত্নাবলীর চতুর্থাঙ্কে বাভ্রব্য নামক কঞ্চুকীর আগমনে সাগরিকার অনুসন্ধান ছিল না, এজন্য তথায় প্রধানানুসন্ধান নামে দোষ হইয়াছে।

রসের অনুপকারক বিষয়ের কীর্ত্তন করিলে অনঙ্গকীর্ত্তন নামে দোষ হয়, এবং প্রধান বিষয়ের কোন একটী অঙ্গের অতিবিস্তৃত বর্ণন করিলে অঙ্গাতিবিস্তৃতি নামে দোষ ঘটে।

অথ প্রকৃতির বিপর্য্যয়।

২৫৮। দিব্য, অদিব্য ও দিব্যাদিব্য ভেদে নায়ক তিন প্রকার; তন্মধ্যে দেব, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতিকে দিব্যনায়ক; মনুষ্যগণকে অদিব্য নায়ক এবং রসপরিচ্ছেদোক্ত ভীম সেনাদিকে দিব্যাদিব্য নায়ক বলা যায়। ইহাদিগের আর একটী নাম প্রকৃতি এবং এই সকল নায়কের মধ্যে যাহার যেরূপ স্বভাব তাহার অন্যথা বর্ণন করিলেই প্রকৃতিবিপর্য্যয় নামক দোষ হইয়া থাকে। যে যে প্রকৃতির যেরূপ বর্ণন করা উচিত তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

২৫৯। অদিব্য নায়কের মধ্যে যাহারা উত্তম নায়ক তাহাদিগের ন্যায় দিব্য নায়কগণের রতি-

হাস্যাদি বর্ণন করা অনুচিত নহে, কিন্তু দিব্য নায়কের মধ্যে যাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাদিগের সম্ভোগাদি বর্ণন করা কোন মতেই উচিত নহে।

২৬০। দিব্যনায়কের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট তাহাদিগের ক্রোধ ভ্রূভঙ্গাদি-বিবর্জিত অথচ সদ্যঃফলপ্রদ স্বর্গ পাতাল প্রভৃতি অগম্য স্থানে ইহাদিগের গমন ও সমুদ্রলঙ্ঘনাদিতে উৎসাহ প্রভৃতি যাহা কিছু কবিরা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন তাহা অনুচিত নহে, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ের অন্যথা ঘটিলেই প্রকৃতিবিপর্য্যয় নামে দোষ হয়। এই দিব্যাদিব্য নায়কের দিব্যসাধর্ম্ম্য ও অদিব্যসাধর্ম্ম্য উভয়ই বর্ণনীয়, বর্ণন না করিলে প্রকৃতিবিপর্য্যয় দোষ হয়।—যেমন রামচন্দ্র ধীরোদাত্ত নায়ক, ধীরোদ্ধতবৎ গোপনে বালিবধ ইহাঁর পক্ষে অনুচিত; এইরূপ মেঘনাদবধ কাব্যে ও কুমারসম্ভবে হরপার্ব্বতীর সম্ভোগাদি বর্ণন অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে; সুতরাং এই কএকটী স্থলে প্রকৃতিবিপর্য্যয় নামে দোষ হইয়াছে।

২৬১। এই সকল দোষ ভিন্ন দেশানৌচিত্য কালানৌচিত্য, পাত্রানৌচিত্য, বয়োনৌচিত্য ও জাত্যনৌচিত্য প্রভৃতি আরও কতকগুলি অনৌ-

চিত্য দোষ পূর্ব্বোক্ত অর্থানৌচিত্য হইতে পৃথক্।

অথ দেশানৌচিত্য।

২৬২। পর্ব্বত, বন, ও রাষ্ট্র প্রভৃতির নাম দেশ; ঐ সকল পর্ব্বতাদিতে যে সকল পদার্থের অনন্বয়রূপে সম্বন্ধ আছে, সেই সকল পদার্থের বর্ণনকালে অন্যথা করিলে, দেশানৌচিত্য নামে দোষ ঘটে। যেমন—মলয়ানিলকে চন্দনস্পর্শী না বলিয়া কর্পূরস্পর্শী ও কুঙ্কুমকে কাশ্মীর দেশজ না বলিয়া বঙ্গদেশজ বলিলে দেশানৌচিত্য দোষ হয়।

অথ কালানৌচিত্য।

২৬৩। দিবা, রাত্রি ও ঋতু প্রভৃতির নাম কাল; এই সকল কালেতে যাহা ঘটে তাহার অন্যথা বর্ণন করিলে কালানৌচিত্য নামে দোষ হয়।

যেমন রজনীতে পদ্মিনীর ও দিবসে কুমুদিনীর বিকাশ, বর্ষায় হংসরব, শরদে ময়ূর নৃত্য ও নিদাঘে মেঘোদয় ইত্যাদি কালের অনুপযুক্ত বিষয় বর্ণনই কালানৌচিত্য দোষের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল।

অথ ভাষানৌচিত্য।

২৬৪। সৎকুলোদ্ভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখ হইতে নীচভাষা বাহির করাইলে, এবং নীচ-

কুলোদ্ভব অসভ্রান্ত ব্যক্তির অথবা বিদ্যাহীন কামিনীর বদন হইতে বিশুদ্ধ সাধুভাষা বিনির্গম করাইলে, ভাষানৌচিত্য নামে দোষ ঘটে।

অথ বয়োনৌচিত্য।

২৬৫। বাল্যে কিম্বা বার্দ্ধক্যে উজ্জ্বল রস বর্ণন করিলে, বয়োঽনৌচিত্য নামে দোষ ঘটে।

অথ জাত্যনৌচিত্য।

২৬৬। নায়িকা যদি স্বাভিপ্রায় প্রকাশে উন্মুখী হইয়া ধৃষ্টতা সহকারে মানসিক ভাব প্রকাশ করে, তাহা হইলে জাত্যনৌচিত্য নামে দোষ হয়।

অথ অবস্থানৌচিত্য।

২৬৭। বিয়োগিনীর * বেশ রচনা, দরিদ্রের বিলাস ভর বৈভব বর্ণন করিলে অবস্থানুচিত নামে দোষ ঘটে। পাত্রানৌচিত্য প্রভৃতিও এইরূপ।

২৬৮। এই সকল দোষ ব্যতীত, অলঙ্কার দোষ নামে আর কোন একটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না; যে সকল দোষ কথিত হইল, অলঙ্কার দোষ উহাদিগের একটী না একটীর মধ্যে পড়িবেই পড়িবে।

---

* এবিষয়ে পূজ্যপাদ আচার্য্য ধ্বনিকারের মত এইরূপ—"অনুচিত বর্ণনই রসভঙ্গের প্রধান হেতু। উচিত বর্ণনকে আচার্য্য মহাশয় রস-রূপ ব্রহ্মসংস্থাপনের উপনিষদ্ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।"

অলঙ্কার দোষের অপ্রামাণ্য যথা

২৬৯। কবিতার তিন পাদে যমক থাকিলে যমক দোষ না বলিয়া, অপ্রযুক্ততা নামে দোষের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনুপ্রাস স্থলে অনুপ্রাস দোষ না বলিয়া পতৎ-প্রকর্ষতা বা প্রতিকূলবর্ণতা প্রভৃতি দোষদ্বারা বক্তা চরিতার্থ হইতে পারেন।

উপমার সাধারণ ধর্ম্মের আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে অধিকপদত্ব বা ন্যূনপদতা বলিলেই যথেষ্ট।

উপমাদিস্থলে লিঙ্গ বচনাদি গত কোন দোষ ঘটিলে, ভগ্নপ্রক্রমতা বলিলেই যথেষ্ট হইল।

উপমার সাদৃশ্যের তারতম্য ঘটিলে, অনুচিতার্থত্ব নামে দোষ হয়।

সমাসোক্তিস্থলে সাধারণ বিশেষণদ্বারা অন্যার্থের প্রতীতি হইলেও যে শব্দান্তরদ্বারা তাহার পুনরুপাদান তাহাকে পুনরুক্ত দোষ বলিলে আর কিছুই বলিতে হয় না। এইরূপ অপ্রস্তুত প্রশংসানামক অলঙ্কারে ব্যঞ্জনাদ্বারা প্রস্তুতার্থের অবগতি হইলেও যদি কেহ অন্যশব্দদ্বারা তাহার উল্লেখ করেন, তাহা হইলে সেখানেও পুনরুক্ত দোষ হইবে।

অথ ছন্দোদোষ।

২৭০। কবিতার মধ্যে লঘু, গুরু, ও বর্ণপ্রভৃতির অন্যথা ঘটিলেই ছন্দোদোষ হইয়া থাকে। অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর, যতিভঙ্গ, ও মাত্রাপাত এই চারি প্রকারে ছন্দোদোষ বিভক্ত।

অথ অধিকাক্ষর।

২৭১। কোন বর্ণাবৃত্তি ছন্দের মধ্যে নিয়মিত বর্ণাপেক্ষা যদি অধিক বর্ণ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে অধিকাক্ষর নামে দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

"লোকে হরি হরি বোলে কোলাহল হৈল।
কেশব সেবক প্রভুকে মালা পরাইল।"

চরিতামৃত।

এখানে দ্বিতীয় চরণে একটী অক্ষর অধিক থাকায় অধিকাক্ষর নামে দোষ হইল।

অথ ন্যূনাক্ষরতা।

২৭২। কোন বর্ণাবৃত্তি ছন্দে দুই একটী বর্ণ কম হইলে ন্যূনাক্ষর দোষ ঘটে।

উদাহরণ।

"ইন্দ্র হরি হর সেবিল জগন্নাথে।
গেলা ব্রহ্মালোকে হরি ভগীরথের সাথে।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এই কবিতার প্রথম পাদে একটী অক্ষর ন্যূন আছে বলিয়া এখানে ন্যূনাক্ষরতা দোষ হইল।

যতিভঙ্গ—যথা

২৭৩। সকল প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিবার খণ্ড খণ্ড রূপে এক এক রূপ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে যদি সেই কালের মধ্যে কোন ছন্দোবিশেষে একটী অধিকাক্ষর কিম্বা একটী ন্যূনাক্ষর পাঠ করিতে হয়,

তাহা হইলে যতিভঙ্গ নামক দোষ ঘটে। তাহার কারণ এই যে অধিকাক্ষর হইলে ত্যাগ করিতে হয়, অল্পাক্ষর হইলে পরবর্ত্তী কথা হইতে আর একটী বর্ণ গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে হয়।

উদাহরণ।

" দেখিয়া প্রিয় হে—মস্তে পুষ্পোদ্গমভরে "
" উপমা নাইব—নের ভুবন ভিতরে "

নিবাত কবচ বধ।

মাত্রাপাত।

২৭৪। কোন মাত্রাবৃত্তি ছন্দ হইতে অথবা যাহাতে লঘু গুরুর নিয়ম আছে এরূপ কোন ছন্দ হইতে লঘুগুরুর অন্যথা হইলে মাত্রাপাত দোষ হয়।

উদাহরণ।

" নাহি তাল, বোধ ভাল, নিত্যধ্বংস কারক।
চিত্ত মর্ম্ম, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, মর্ম্মবোধ জারক॥"

কাব্যকলাপ।

একটী গুরুর পর একটী লঘু এইরূপে চতুর্দ্দশটী এবং আর একটী লঘুই হউক বা গুরুই হউক সমুদয়ে ১৫ অক্ষর উক্ত রূপে বিন্যস্ত হইলে তূণকছন্দঃ হয় কিন্তু এই কবিতার প্রথম পাদের তৃতীয় স্তবকে " নি এবং ত্য এই দুটী বর্ণ গুরু হওয়াতে মাত্রাপাত দোষ হইল।

যথা বা

" ধরণী ধামে ধাইয়া সতত
কুসুম কত কাল অকালে ভুলে

শোভা-বিহীন করে কত কুলে
চোর রত রত্নে হরিতে নিয়ত।"

মিত্রবিলাপ।

এই কবিতাটী পজ্ঝটিকা ছন্দে গুম্ফিত; কিন্তু পজ্‌ঝটিকা ছন্দঃ লিখিতে গিয়া এ যে কি হইয়া পড়িয়াছে তাহা অন্য কাহারও বলিবার সাধ্য নাই, যাঁহারা ছন্দোগ্রন্থে পারদর্শী তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।—পজ্‌ঝটিকার নিয়ম যথা—চতুর্মাত্রিকগণকে এরূপে চারিস্থানে স্থাপিত করিতে হইবে যে অন্তের গণটী যেন পয়োধর নামে গণ হয়, যদি ইহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে উহা কোন ছন্দের মধ্যেই পড়িবে না; পয়োধর গণের অর্থ এই যে দুইদিকে দুটী লঘু মধ্যে একটী গুরু যেমন "নবীন" এই গণ চতুর্মাত্রিক গণের মধ্যে পয়োধর নামক গণ। উপরিউক্ত কবিতাটী গণ ভেদ করিয়া লিখিলে ধরণী ও ধামে এই দুইটী চতুর্মাত্রিক গণের মধ্যে পড়ে কিন্তু ধাইয়া কথাটীর একটী বর্ণ ত্যাগ করিলে ত্রিমাত্রিক বই হয় না, আবার একটী ধরিয়া লইলে পঞ্চমাত্রিক হইয়া পড়ে, চতুর্মাত্রিক কোন রূপেই হয় না, এজন্য এই কবিতাটী মাত্রাপাত দোষে দূষিত। ইহার চারি পাদের একটীর অন্তেও পয়োধর নাই। "প্রতিপদ যমকিত ষোড়শ মাত্রা; নবম গুরুত্ববিভূষিত গাত্রা।" ইত্যাদি ছন্দোমঞ্জরীধৃত লক্ষণও এখানে খাটে না।

অথ মিত্রাক্ষর পাত।

২৭৫। মিত্রাক্ষর ছন্দে যদি শেষাক্ষর অপর

পাদের শেষাক্ষরের সহিত মিলিত না হয় তাহা হইলে, মিত্রাক্ষরপাত নামে দোষ হয়।

উদাহরণ।

" সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী।
তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বসে দেখি ॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এখানে প্রথম পাদের শেষাক্ষরদ্বয় শেষ চরণের শেষাক্ষর দ্বয়ের সহিত মিলিত হয় নাই বলিয়া, মিত্রাক্ষর পাত নামে দোষ হইয়াছে।

ইতি ছন্দোদোষ সমাপ্ত।

২৭৬। উল্লিখিত দোষাবলী কখন অদোষতা ও কখন বা গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২৭৭। কথন কালে বক্তা ক্রোধসংযুক্ত হইলে, অথবা সময় বিশেষে কোন উদ্ধত বিষয়ের বর্ণন করিতে হইলে শ্রুতিকটুতা দোষ গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং রৌদ্র, বীর ও বীভৎসরসে উহা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্রুদ্ধবক্তা—যথা

" রাজা কন শুনরে কোটাল
নিমক হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল।"

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে ' কোটাল, বেটা, কেটা ও হারাম ' এই

চারিটী শব্দ শ্রুতিকটু হইলেও ক্রুদ্ধবক্তা বলিয়া কবিতাটী গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

উদ্ধতবর্ণন যথা

"হাস্যতুণ্ড, যজ্ঞকুণ্ড, পূরি পূরি মুতিছে
পাদ ঘায় ঠায় ঠায়, অশ্ব হস্তি পূঁতিছে।
রাজ্যখণ্ড, লণ্ডভণ্ড, বিস্ফুলিঙ্গ, ছুটিছে
হূল থূল, কুল কূল, ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে।
মৌনতুণ্ড, হেটমুণ্ড, দক্ষমৃত্যু, জানিছে
কেহ ধায়, মুষ্টিঘায়, মুণ্ডছিণ্ডি, আনিছে।"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে শ্রুতিকটু শব্দের অভাব নাই, কিন্তু বর্ণনাটী ঔদ্ধত্যশালিনী বলিয়া দোষ না হইয়া, অতিশয় গুণ-সম্পন্ন হইয়াছে।

রৌদ্ররসগত যথা

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে শ্রুতিকটু শব্দের অভাব নাই কিন্তু বর্ণনাটী রৌদ্ররসগত বলিয়া সমধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

অশ্লীল দোষের গুণত্ব।

২৭৮। শান্তরস সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিবার সময়ে অশ্লীল দোষ গুণ-সম্পন্ন হয়।

উদাহরণ।

" প্রিয়ার অধর সুধা বিষবৎ ত্যজিয়া
ভ্রমিব পবিত্রধামে ছেঁড়াকাঁথা লইয়া।"

২৭৯। শ্লেষাদি স্থলে নিহতার্থ ও অপ্রযুক্ত দোষ নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি।"

বিদ্যাসুন্দর।

যাহার যুবতী স্ত্রী আছে তাহাকে যুবজানি কহে, এই অর্থে যুবজানি শব্দ বঙ্গভাষায় অপ্রযুক্ত হইলেও এখানে শ্লেষস্থল বলিয়া নির্দ্দোষপ্রয়োগ হইয়াছে।

" কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।"

অন্নদামঙ্গল।

'কু' শব্দ শাস্ত্রে নিহতার্থ হইয়াও এখানে শ্লেষস্থল বলিয়া নির্দ্দোষ হইয়াছে।

২৮০। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই যদি শব্দার্থ-বিশারদ হয়, তাহা হইলে অপ্রতীত দোষ গুণত্ব প্রাপ্ত হয়; এবং স্বয়ং পরামর্শ স্থলেও উহা সগুণ হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" ঈশ্বরি ঈপতিজায়া ঈষৎ-হাসিনি।
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশান-ঈহিনি॥"

বিদ্যাসুন্দর।

মহাকবি সুন্দর বক্তা ও স্বয়ং পরমেশ্বরী শ্রোত্রী বলিয়া এখানে অপ্রতীতদোষ গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অথ পুনরুক্ত দোষের গুণত্ব।

২৮১। **বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দৈন্য, অনুকম্পা, হর্ষ, প্রসাদন ও অবধারণ ইত্যাদি স্থলে পুনরুক্ত দোষের গুণত্ব হইয়া থাকে।**

বিষাদস্থলে যথা

"আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি,
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান, করিতে কতেক মান
এখন দেখিতে আর নাই॥"

অন্নদামঙ্গল।

কন্দর্পপত্নী রতি বিষাদ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া এস্থলে 'আহা আহা' ইত্যাদি পদগুলি পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াও গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিস্ময়স্থলে যথা

"একি লো একি লো একি লো দেখি লো,
এ চায় উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমনে এলো এখানে॥"

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে 'একি লো' বাক্যটী তিনবার উক্ত হইয়াও বিস্ময় স্থল বলিয়া পুনরুক্ত দোষে দূষিত না হইয়া গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্রোধস্থলে যথা,

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে
অরে রে, অরে দক্ষ দেরে সতীরে
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে মহারুদ্র সক্রোধ হইয়া বলিতেছেন বলিয়া, 'সতী দে' চারিবার উক্ত হইয়াও পুনরুক্ত দোষে দূষিত হয় নাই বরং অধিকতর গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

দৈন্যস্থলে যথা

"ঊর্দ্ধগবিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত।

অন্নদামঙ্গল।

অন্নপূর্ণা বৃদ্ধার রূপধারণ করিয়া ব্যাসের সমীপে দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া এখানে পুনরুক্ত দোষটী গুণালঙ্কৃত হইয়াছে।

যথা বা

"নাহি জানি স্তব স্তুতি ভজন বিহীন।
* কৃপা করি মুক্ত কর আমি অতি দীন॥"

চৈতন্যলীলালহরী।

অনুকম্পাস্থলে যথা

"প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥

---

* "কতরূপে স্তব স্তুতি করে অম্বিকার।
সে সময়ে সর্পগতি হেরি চমৎকার॥"

শশি-যামিনী।

এখানে কবির উক্তি বলিয়া পুনরুক্ত দোষ হইবে।

'তথাস্তু' বলিয়া দেবী দিলা বরদান
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে 'তথাস্তু' বলাতেই সমুদয় স্বীকার করা হইল; আবার চতুর্থপাদে 'দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান' এইটী বলাতে পুনরুক্ত দোষ আভাসমান হইতেছে, কিন্তু পাটনী সংস্কৃত বাক্যার্থ বুঝে না এবং দেবীও অনুকম্পা করিয়া বলিতেছেন এইজন্য এখানে পুনরুক্ত দোষ না হইয়া গুণ হইল।

হর্ষস্থলে যথা

" চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥"

অন্নদামঙ্গল।

এই উক্তিটী সানন্দোক্তি বলিয়া এখানে 'চেতরে' বাক্যটী দুইবার উক্ত হইয়াও গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রসাদন স্থলে যথা

" আমারে শঙ্কর দয়া কর হে
শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে।"

অন্নদামঙ্গল।

ব্যাসদেব শিব প্রসাদন করিতেছেন বলিয়া এখানে পুনরুক্ত দোষটী গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অবধারণ স্থলে যথা

" সেই বটে এই চোর সেই বটে এই চোর
বাঁধরে উহায় সবে হাতে দিয়া ডোর।"

২৮২। বৈয়াকরণ বক্তা হইলে এবং কেহ আপনার বিদ্যাবত্তা দেখাইলে কষ্টত্ব ও শ্রুতি-কটুত্ব নামে দোষ গুণত্ব প্রাপ্ত হয়।

বৈয়াকরণ বক্তা যথা

" সন্ধিতে চতুর পুত্র ধাতু বিভূষিত
বহুব্রীহি কারক গুণেতে সুপণ্ডিত।
সমাস বচনে কেবা সমান তোমার
পাণি নিপীড়ন করি রাখ বংশমান ॥ "

কোন এক বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণের পুত্র বিবাহ করে নাই বলিয়া, তাঁহার পিতা নিয়ত দুঃখিত হইয়া থাকেন; একদিন একজন পাণিনি বেত্তার সম্মুখে ব্রাহ্মণ আপন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া উপরি উক্ত কবিতাটী পড়িলেন। এখানে বৈয়াকরণ বক্তা বলিয়া কষ্টত্ব ও শ্রুতি-কটুত্ব দোষ গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

যথা বা

" আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগন মণ্ডল,
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ
পর্ব্বত গহ্বরে বিরহীর পরমাদ ॥ "
ইত্যাদি।

বিদ্যাসুন্দর।

গ্রাম্যদোষের গুণত্ব।

২৮৩। অধম ব্যক্তির উক্তিতে গ্রাম্য দোষ গুণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" মোগার কপালে ডুক্ নেকেচে গোঁসাই
খাট্‌তি খাট্‌তি মনু একটু বস্‌তি পেনু নাই ॥ "

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

নীচ লোকের উক্তি বলিয়া এই কবিতাটী গ্রাম্য-দোষে দূষিত না হইয়া বরং গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

২৮৪। প্রসিদ্ধ বিষয়ে নির্হেতু দোষ দোষত্ব প্রাপ্ত হয় না।

উদাহরণ।

" হেরিয়া নয়নে সমাগত নিশিথিনী
উড়িছে গগন-তলে সুধাংশু-রঙ্গিণী।
চকোরী চকোর সহ করিয়া নিনাদ
চক্রবাক্‌বধূ কিন্তু করিছে বিষাদ ॥ "

চারুগাথা।

রজনীতে চক্রবাক্‌বধূ বিয়োগিনী হয় ইহা চির-প্রসিদ্ধ বলিয়া, এস্থলে নির্হেতু চক্রবাকী-বিষাদ নির্হেতুত্ব দোষে দূষিত হয় নাই।

২৮৫। কবিসময়প্রসিদ্ধ বিষয় সকল বাস্তবিক বিরুদ্ধতা দোষে দূষিত হইলেও গুণত্ব প্রাপ্ত হয়।

কবিসময়-প্রসিদ্ধ যথা।

২৮৬। পাপে ও আকাশে মলিনতা; যশঃ, হাস্য, ও কীর্ত্তিতে ধবলতা; ক্রোধ ও অনুরাগে

রক্তিমা ; সরিৎসাগরাদিতে পঙ্কজাদির বিকাশ ; জলাশয় মাত্রেই মরালাদি জল পক্ষীর কেলি ; চকোর চকোরী দ্বারা সুধাকরের সুধাপান ; বর্ষাকালে হংসগণের মানস সরোবরে গমন ; কামিনীর পদাঘাতে অশোক কুসুমের বিকাশ ; ও মুখোৎসৃষ্ট মদিরা দ্বারা বকুল প্রকাশ ; বিয়োগতাপে হৃদয় বিদারণ ; কন্দর্পের ফুলময় ধনুঃ, ফুলময় পঞ্চশর, ও ভ্রমরপংক্তি ধনুর্গুণ ; কন্দর্পের শরে ও কামিনীকটাক্ষে যুবজন-হৃদয়-ভেদ ; দিবসে কমল বিকাশ ও কুমুদনিমীলন ; নিশাকালে কুমুদবিকাশ ও পদ্মনিমীলন ; মেঘ-গর্জ্জনে ময়ূরগণের নৃত্য ; অশোক তরুতে ফলা-ভাব ; বসন্তকালে জাতিকুসুমের অপ্রকাশ ; চন্দনতরু ফলপুষ্পবিহীন ; কন্দর্পের সহিত বসন্তের মিত্রতা ; এবং মেঘ পর্য্যন্ত হর্ম্ম্যাদির উচ্চতাবর্ণন ; ইত্যাদি কবিকালপ্রসিদ্ধ বিষয়গুলি প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা দোষে দূষিত হয় না বরং গুণত্ব প্রাপ্ত হয়।

২৮৭। 'শেখর' শব্দে শিরোভূষণ বুঝাইলেও কেবল শিরঃস্থিত বুঝিবার জন্য 'শিরঃ-শেখর' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'মালা' শব্দে কুসুম-

মালা, তবে যে ‘কুসুম-মালা’ এরূপ প্রযুক্ত হয়, সে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পুষ্পের মালা হইলেই হয়, নতুবা হয় না।

২৮৮। ‘জ্যা’ শব্দ স্থলে ‘ধনুষ্টঙ্কার’ ও ধনুতে শিঞ্জিনীর সংযোগ বুঝিবার নিমিত্ত ‘ধনুর্জ্যা’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ‘অবতংস’ শব্দে কর্ণ-ভূষা বুঝাইলেও কেবল কর্ণস্থ বুঝাইবার জন্য কর্ণাবতংস প্রযুক্ত হয়। এইরূপ কেবল মুক্তা-গুম্ফিত হার বুঝাইবার জন্য ‘মুক্তাহার’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই বিষয় গুলি যেরূপ প্রয়োগ-যোগ্য ‘জঘন-কাঞ্চী’ ও ‘কর-কঙ্কণ’* শব্দ সেরূপ প্রয়োগার্হ নহে, কারণ কোন মহাকবি ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া যান নাই, সুতরাং ঐরূপ প্রয়োগ দুষণাবহ হয়।

উদাহরণ।

“ক্ষণেকে হইয়া সচেতন
প্রহারিয়ে পুনঃ পুনঃ কপালে কর-কঙ্কণ
পূর্ব্ব কথা সকাতরে শোকমগ্ন-ভগ্নস্বরে ;
কহিছেন সহোদরে পরিহরিয়ে রোদন।”

কর্ম্মদেবী।

---

* কেবল কঙ্কণ বলিলেই বক্তা চরিতার্থ হইতে পারেন, কারণ কঙ্কণ কর ভিন্ন অন্যস্থানে পরিহিত হয় না ; তবে জঘন কাঞ্চী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে কাঞ্চী কখন কখন গলাতেও পরিহিত হইতে পারে।

এখানে কর-কঙ্কণ প্রয়োগটী অত্যন্ত দূষণাবহ হইয়াছে, উক্তিটী কর্ম্মদেবীর উক্তি হইলেও বরং দোষ ঘটিত না, কারণ শোকের সময়ে ঐ রূপ বাহির হইয়া থাকে, কেবল কবি-প্রৌঢ়োক্তি বলিয়া বিশেষ দূষণাবহ হইয়াছে।

২৮৯। আনন্দনিমগ্ন ব্যক্তির উক্তিতে ন্যূন-পদতা দোষের গুণত্ব হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" কহিতে লাগিলা বিপ্র সানন্দ হৃদয়ে
ভোজন করিতে হবে আমার আলয়ে। "

চৈতন্যলীলা।

'ভোজন করিতে হবে' এই ক্রিয়াপদের কর্তৃ-পদ 'তোমাকে ও তাহাকে' এই দুইটীই হইতে পারে, সুতরাং এখানে আপাততঃ ন্যূনপদতা দোষ প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু পরমানন্দ নামক ব্রাহ্মণ সানন্দান্তঃকরণে চৈতন্যদেবকে আপন আলয়ে আহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন বলিয়া এখানে 'আপনাকে' এই কর্তৃপদটী ন্যূন হইয়াও গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

২৯০। অর্থবৈচিত্র্যবিশেষ স্থলে অধিকপদত্ব দোষ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" হৃদয়ে উদয় অতি নব পয়োধর।
বোধ হয় রসবৃষ্টি হইবে সত্বর॥ "

রসতরঙ্গিণী।

এখানে অর্থের বৈচিত্র্য আছে বলিয়া ‘হৃদয়ে’ এই শব্দটী অধিক হইয়াও অধিক পদত্ব দোষে দূষিত হয় নাই, এখানে ‘পয়োধর’ শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে কবির যে কতদূর কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সহৃদয়বর্গের অগোচর থাকিবেক না।

২৯১। অর্থসৌকুমার্য্য থাকিলে পতৎপ্রকর্ষতা দোষের গুণত্ব হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

“পয়দল কল কল ভূতল টল টল,
সাজল দল বল, অটল সোয়ারা।
দামিনী তক তক, জামকী ধক ধক,
ঝকমক চকমক খরতর বারা।
ব্রাহ্মণ রজপুত, ক্ষত্রিয় রাহুত,
মোগল মাহুত রণ অনিবারা॥”

মানসিংহ।

প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে যেরূপ অনুপ্রাসছটা বর্ণিত হইয়াছে, তৃতীয় পাদে সেরূপ নাই তথাপি এখানে অর্থসৌকুমার্য্য আছে বলিয়া পতৎপ্রকর্ষতা দোষ হইল না।

২৯২। যেস্থলে বিভাবানুভাবাদি দ্বারা বিষয় প্রতীতি হয় না, এবং যেখানে বিভাবানুভাবকৃত পুষ্টিরাহিত্য সমধিক গুণোপনিবন্ধক বলিয়া প্রতীত হয়; সে স্থলে রসাদির ও সঞ্চারি-ভাবের স্বশব্দবাচ্য দোষ হয় না।

উদাহরণ।

"কত সুখ স্বপ্নোদয়, হৃদয় মাঝারে হয়,
কভু হাস্যছটা বিম্বাধরে।
বোধ হয় প্রিয়াসহ, বিলসিত অহরহ
সন্তরিত সুখ-সরোবরে॥"

পদ্মিনী উপাখ্যান।

এখানে বিভাবাদির উল্লেখ নাই বলিয়া স্বশব্দ বাচ্যদোষ না হইয়া বরং গুণ হইল। কারণ লজ্জা, ভয় ও হাস্য এই তিনের বিভাবানুভাব মুখেতে দর্শন উচিত নহে।

২৯৩। বিরোধি-রস যদি বিভাব-শূন্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রস দোষশূন্য হয়।

উদাহরণ।

"অনেক যতনে কেহ, নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ডে যোড়া দিতে মহাব্যগ্র তায়॥
দুই হস্তে কেহ ধরে পতির চরণ।
বিলপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন॥
পাশরিলা পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
হাস্য পরিহাস তাহা স্মরাইব কত॥
সমর করিতে গেলা কেমন কুক্ষণে
পুন না হইল দেখা এ অভাগী-সনে॥"

মহাভারত।

আদ্যরস যদিও করুণরসের বিরোধী তথাপি

এখানে আলম্বনবিভাবশূন্য হওয়াতে দূষণাবহ না হইয়া সমধিক চমৎকারজনক হইয়াছে।

ইতি কাব্যদর্পণে দোষ-নিরূপণ নামক
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অথ অলঙ্কার।

২৯৪। যদ্দ্বারা, শব্দার্থের চমৎকারিতা ও রসের পরিপুষ্টতা সম্পন্ন হয়, তাহার নাম অলঙ্কার।*

২৯৫। কেয়ূর কুণ্ডলাদি যেরূপ শরীরের শোভা সম্পাদন করে, অলঙ্কার-সমূহও সেইরূপ কাব্যের দেহস্বরূপ যে শব্দার্থ তাহার যথোচিত শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে; কিন্তু এই অলঙ্কার-সমূহ যে নিয়তই শব্দার্থের শোভা সম্পাদন করে এরূপ নহে, কখন কখন শব্দার্থে অলঙ্কারের অসদ্ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত

* গুণ যেরূপ কাব্যের নিয়ত ধর্ম্ম ইহা সেরূপ নহে; এজন্য ইহা গুণ হইতে পৃথক্।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা উহাকে শব্দার্থের অনিয়ত ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই অলঙ্কার দুই প্রকার যথা—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

অথ শব্দালঙ্কার।

২৯৬। শব্দের বৈচিত্র্যজনক ধর্ম্মবিশেষকে শব্দালঙ্কার কহে। ইহা যমক, শ্লেষ ও অনুপ্রাসাদি ভেদে নানাপ্রকার, তন্মধ্যে যেগুলি বঙ্গভাষায় প্রচলিত, ক্রমে ক্রমে সেই গুলির লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অথ যমক।

২৯৭। কোন সার্থক বাক্য মধ্যে ভিন্নার্থবাচক একরূপ শব্দের পুনরাবৃত্তিকে যমক কহে। এই যমক নানাপ্রকার, তন্মধ্যে বঙ্গভাষায় তিন প্রকার বই দেখিতে পাওয়া যায় না—যথা আদ্যযমক, মধ্যযমক ও অন্ত্যযমক। পদ্যের প্রথমে যে যমক থাকে তাহার নাম আদ্য যমক।

উদাহরণ।

"ফুলধনু ফুলধনু ত্যজে ভ্রূ দেখিয়া
সুবর্ণ সুবর্ণ হেরি মরিছে পুড়িয়া।"

'ফুলধনু' শব্দে কন্দর্প ও দ্বিতীয় 'ফুলধনু' শব্দে পুষ্পের ধনুঃ। প্রথম 'সুবর্ণ' শব্দে স্বর্ণ, দ্বিতীয় 'সুবর্ণ' শব্দে সুন্দর বর্ণ; অতএব এখানে আদ্য যমকালঙ্কার হইল।

অথ মধ্যযমক।

২৯৮। পদ্যের মধ্যভাগে যে যমক বিন্যস্ত হয়, তাহার নাম মধ্যযমক।

উদাহরণ।

"তাঁহার প্রিয়তারসে রসে যার মনঃ।
যাইতে ভবের পারে পারে সেই জন।"

অথ অন্ত্যযমক।

২৯৯। পদ্যের অন্তে যে যমক বিন্যস্ত হয় তাহার নাম অন্ত্যযমক।

উদাহরণ।

"মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর।
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত।"

বিদ্যাসুন্দর।

গদ্যরচনাতে* এই রূপ যমকের সম্ভাবনা নাই, তবে যে দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এরূপ নিয়মে গ্রথিত নহে; ফলতঃ যমকালঙ্কার গদ্য অপেক্ষা পদ্যতেই অধিক প্রচলিত।

অথ শ্লেষ।

৩০০। একটী শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত

---

* আমুখ, সন্দংশ, আবৃত্তি, গর্ভ, সন্দষ্টক, পুচ্ছ, পংক্তি; যুগ্ম ও পরিবৃত্তি প্রভৃতি যমক শুদ্ধ ও মিশ্র ভেদে বহুবিধ হইলেও এখানে রসাস্বাদ বিলম্বনকারী ইক্ষু গ্রন্থির ন্যায় অসারপ্রায় উক্ত যমক বিবৃতি পরিহৃত হইল। এবং উক্ত যমকপরম্পরা বঙ্গভাষা সুন্দরীর পাদস্ফোট ও গণ্ডমালা স্বরূপ; এজন্যও অনাবশ্যক।

হইলে শ্লেষ নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। শ্লেষ দুই প্রকার—

অভঙ্গ শ্লেষ ও সভঙ্গ শ্লেষ। যেখানে পদ-ভঙ্গ করিলে কোন রূপ অর্থের উপলব্ধি হয় না, তথায় অভঙ্গ শ্লেষ হয়, আর যেখানে পদভঙ্গ করিলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের উপলব্ধি হয়, তথায় সভঙ্গ শ্লেষ হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

শরীর লোহিত বর্ণ, স্খলিত গমন
বসুহীন হৈল রবি করি বিতরণ।
অম্বর ত্যজিয়া পড়ে জলধির জলে।
কেবল বারুণী বহু সেবনের তরে॥"

ম, তর্কালঙ্কার।

যথা বা

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুণ।
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

গঙ্গানামে সতা তার তরঙ্গ এমনি,
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।"

অন্নদামঙ্গল।

বসু = কিরণ, ধন। অম্বর = আকাশ, বসন।
বারুণী = বরুণকন্যা, মদিরা। দ্বিজরাজ = চন্দ্র, ব্রাহ্মণ।
কর = কিরণ, হস্ত।
গোত্রের প্রধান = গোষ্ঠীর প্রধান, পর্ব্বত-প্রধান।
মুখ-বংশ = মুখটিকুল, প্রধান।
বন্দ্যবংশ = বন্দ্যোপাধ্যায় কুল, বন্দনীয়কুল।
পিতামহ = পিতৃপিতা, ব্রহ্মা।
অনেকের পতি = বহুপত্নীক, ভূতনাথ।
বাম = প্রতিকূল, মহাদেব।
অতিবড় বৃদ্ধ = অতিবুড়া, সকলের জ্যেষ্ঠ।
সিদ্ধি = ভাঙ, কার্য্যসিদ্ধি।
কোনগুণ নাই = কোন ক্ষমতা নাই, নির্গুণ।
কপালে আগুণ = স্ত্রীদিগের নিন্দাবাক্য, কপালে অগ্নি।
কু-কথা = মন্দকথা, শাস্ত্রকথা।
পঞ্চমুখ = বাচাল, পঞ্চবদন।
কণ্ঠভরা বিষ = কটুভাষী, নীলকণ্ঠ।
দ্বন্দ্ব = বিরোধ, যুগলভাব।
গঙ্গা = নামবিশেষ, সুরধুনী।
তরঙ্গ = কলহ, ঊর্ম্মি।
জীবনস্বরূপা = প্রাণতুল্যা, জলময়ী;

শিরোমণি=অতি আদরণীয়া, মস্তকভূষণ।
ভূত=দানব ইত্যাদি, তালবেতাল প্রভৃতি।
পাষাণ=কঠিনহৃদয়, পর্ব্বত।

এই কবিতায় পদভঙ্গ করিলে অর্থ বজায় থাকে না, এজন্য এখানে অভঙ্গশ্লেষ হইল।

সভঙ্গশ্লেষ যথা

অর্দ্ধেক বয়স্ রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি॥"

বিদ্যাসুন্দর।

যুবজানি অর্থে যুবতিজায়া যাহার তাহাকে বুঝায়; আবার যুব বলিয়া জানি, ভাঙ্গিয়া লইলে এরূপ অর্থ প্রতিভাসমান হয়, এজন্য এখানে সভঙ্গশ্লেষ হইল। অর্থশ্লেষ অর্থালঙ্কারে কথিত হইবে।

অথ অনুপ্রাস।

৩০১। রচনামধ্যে কোন এক প্রকার হল-বর্ণের পুনঃ পুনরাবৃত্তিকে অনুপ্রাস কহে। অনু-প্রাস তিন প্রকার যথা— ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনু-প্রাস ও অন্ত্যানুপ্রাস।

অথ ছেকানুপ্রাস।

৩০২। ব্যঞ্জন-সমূহ একবার উচ্চারিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে পুনরুচ্চারিত হইলে, ছেকানুপ্রাস হইয়া থাকে।

পর্য্যায়ক্রম যথা—খঞ্জন—গঞ্জন; পাবন—পবন;

ইত্যাদি। সরঃ—রস; নব—বন; ইত্যাদি রূপে বর্ণ-বিন্যস্ত হইলে ছেকানুপ্রাস হইবে না।

উদাহরণ।

" জয় কালিয়-দমন, কেশিমর্দ্দন, জগন্নাথজনার্দ্দন।
জয় মধুসূদন বৈরি-গঞ্জন, বিপত্তি-ভয়-ভঞ্জন ॥ "

অন্নদামঙ্গল।

যথা বা

" কোকিল-নাদিনী গীঃ-পরিবাদিনী,
স্ত্রীপরিবাদ-বিধায়িনী
ভারত মানস মানস-সারস
রাসবিনোদ-বিনোদিনী।"

বিদ্যাসুন্দর।

এই দুটী উদাহরণে র্দ্দন—র্দ্দন; ঞ্জন—ঞ্জন; দিনী, দিনী; মানস—মানস প্রভৃতি একরূপ হল পর্য্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হওয়াতে ছেকানুপ্রাস হইল। ছেকশব্দের অর্থ বিদগ্ধ, অতএব বিদগ্ধানুমোদিত যে অনুপ্রাস তাহার নাম ছেকানুপ্রাস।

অথ বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৩০৩। পর্য্যায় ক্রমেই হউক, আর অপর্য্যায় ক্রমেই হউক একরূপ হলবর্ণের বারম্বার উল্লেখকে বৃত্ত্যনুপ্রাস কহে।

উদাহরণ।

" জাগহ বৃষভানুনন্দিনি মোহন যুবরাজে
কি জানি স্বজনি রজনিভোর, ঘূঘূঘন ঘোষত ঘোর,
গত যামিনী জিতদামিনী কামিনী কুল লাজে।

অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদবদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদুমিনীক সদন সাজে।
কুহরত হতকোক শোক, জাগত অব সবহু লোক
শুকসারিকা পিককাকলী নিধুবন ভরি বাজে।
বরজকুলজ জলজনয়নী যুগল বিমল কমলবয়নী
কৃতলালিস ভুজবালিশ আলিস নহি তেজে।
বিগতি পড়ল যুবতিবৃন্দ, গুরুজন অব কহব মন্দ
সরস বিরস জগদানন্দ, রসবতী রসরাজে॥"

জগদানন্দ পণ্ডিত।

অনায়াসে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় বলিয়া এই উদাহরণের কোন্ কোন্ স্থলে বৃত্ত্যনুপ্রাসের সমাবেশ হইয়াছে তাহার আর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

৩০৪। অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ দিবার আর প্রয়োজন নাই, কারণ বঙ্গভাষায় মিত্রাক্ষর বিশিষ্ট কবিতা মাত্রই ইহার উদাহরণ স্থল।

অথ বক্রোক্তি।

৩০৫। বক্তার বচন-তাৎপর্য্য শ্রোতা যদি শ্লেষ বা কাকুদ্বারা অন্যার্থে যোজনা করেন, তাহা হইলে তাহাকে বক্রোক্তি কহা যায়।

শ্লেষ দ্বারা যথা

"দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন।
রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন॥

বলি এত সুরাসক্ত কেন মহাশয় !
সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয়।
মধুর সঙ্গমে কেন এমন আদর,
বসন্তকে হেয় করে সে কোন পামর।"

কাব্যনির্ণয়—বন্ধু।

যথা বা

"সুরালয়ে গমন কেন হে বারবার।
নতুবা কেমনে মুক্তি হইবে আমার॥"

দ্বিজরাজ—চন্দ্র ও ব্রাহ্মণ। বারুণী—মদিরা ও পশ্চিম দিক্। বলি—রাজবিশেষ ও কহি। সুরাসক্ত—মদ্যাসক্ত ও দেবতাভক্ত। মধু—মদ্য ও বসন্ত। সুরালয় —মদিরাগৃহ ও দেবালয়।

কাকু বক্রোক্তি যথা

"যথা ইচ্ছা তথা যাও পশরা লইয়া
কোথাও না থাকে সেই ব্রজবিনোদিয়া।
কেবল যেওনা সখি নিকুঞ্জের কাছে
বংশীধারী পশরা কাড়িয়া লয় পাছে।"

ভক্তিতরঙ্গিণী।

এখানে কাকুদ্বারা এই বলা হইল যে পশরা মাথায় করিয়া অন্যস্থানে ভ্রমণ না করিয়া, নিকুঞ্জ ভবনের নিকটে যাও যে অনায়াসে কৃষ্ণ দর্শন পাইবে।

অথ ভাষাসম।

৩০৬। ভাষা বিভিন্ন হইলেও যদি এক রূপ শব্দদ্বারা বাক্য রচিত হয়, তাহা হইলে ভাষাসম অলঙ্কার কহা যায়।

উদাহরণ।

" জয় কালি কপালিনি, মস্তক-মালিনি
খর্পর-ধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডি দিগম্বরি, ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকি ভারত ভীতি হরে॥"

অন্নদামঙ্গল।

এই সম্বোধন পদগুলি বাঙ্গালায় যেরূপ সংস্কৃততেও সেই রূপ, এজন্য এখানে ভাষাসম অলঙ্কার হইল।

অথ পুনরুক্তবদাভাস।

৩০৭। যেস্থলে একার্থবাচক দুই বা ততোধিক ভিন্নাকার শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও পুনরুক্ত দোষ হয় না, যেন পুনরুক্ত দোষ হইয়াছে আপাততঃ এইরূপ প্রতীতি হইয়া পশ্চাৎ আবার সেই সকল শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপন্ন হয়, তথায় পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

" বিরিঞ্চি কমলাসনে বসি পদ্মাসনে
জানিতে হরির শক্তি মুদিলা নয়নে।"

সাহিত্য মুক্তাবলী।

এখানে 'কমলাসনে ও পদ্মাসনে' এই দুটী শব্দ একার্থ-বাচক হওয়াতে আপাততঃ পুনরুক্ত দোষ বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ কমলাসনের অর্থ কমলরূপ আসন ও পদ্মাসনের অর্থ এক প্রকার বসিবার রীতি, এজন্য এখানে পুনরুক্ত দোষ না হইয়া পুনরুক্তবদাভাস নামে অলঙ্কার হইল।

অথ প্রহেলিকা।

৩০৮। যদিও প্রহেলিকা একটি অলঙ্কার বটে, কিন্তু পূর্ব্বতন কবিরা উহাকে রসের অপকর্ষক বলিয়া, অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই।

উদাহরণ।

"বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব, সে নয়
বৃক্ষের পল্লব নহে অঙ্গে পত্র হয়।
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে দু চারি দিবসে
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।"

উদ্ভট।—অর্থ পক্ষী।

অথ অর্থালঙ্কার।

উপমা।

৩০৯। সমান ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ তুল্য গুণ-ক্রিয়াদি-সম্পন্ন ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের—অর্থাৎ উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমা কহে।

যাহার সহিত তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমান আর যাহাকে তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমেয় কহে। যেমন "শকুন্তলার বদন কমলসদৃশ মনোহর" এই বাক্যে কমলের সহিত বদনের সাদৃশ্য সম্পাদন করা হইতেছে বলিয়া কমল বদনের উপমান, এবং বদনকে কমলতুল্য বলা যাইতেছে বলিয়া বদন উপমেয় হইল। আবার "এই কমলটী শকুন্তলার বদনের ন্যায় অতি মনোহর" এরূপ বলিলে বদন উপমান ও

কমল উপমেয় হইত, কারণ বদনের সহিত উহার সাদৃশ্য সম্পাদন করা যাইতেছে। অন্যান্য উপমান ও উপমেয়ের পক্ষেও এইরূপ।

উপমান ও উপমেয় এই উভয়নিষ্ঠ একরূপ ধর্ম্মকে উপমান ও উপমেয়ের সমান ধর্ম্ম বা সাধারণ ধর্ম্ম কহে।

সৌন্দর্য্য, আহ্লাদকত্ব, কোমলতা, সৌগন্ধ্য, ও নয়নরঞ্জকতা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি বদন ও কমল এই উভয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া, কবিরা বদনের সহিত কমলের ও কমলের সহিত বদনের উপমা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

গুণক্রিয়াদি যেরূপ উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কখন কখন কেবল শব্দমাত্র দ্বারাও উপমাসম্পন্ন হইয়া থাকে; দ্ব্যর্থবাচক বা শ্লিষ্ট শব্দব্যতীত উভয়নিষ্ঠ ধর্ম্ম প্রকাশিত হইতে পারে না, যথা—"মহাশয়! আপনি কমলকাননের ন্যায় ভ্রম রহিত" যথা বা "সাধুর চিত্ত ধনুকের ন্যায় গুণাকৃষ্ট" এই দুইটী উদাহরণের প্রথমটীতে 'ভ্রম রহিত' শব্দটী ব্যক্তির পক্ষে 'ভ্রম-রহিত' কমল কানন পক্ষে 'ভ্রমর-হিত'। সেইরূপ দ্বিতীয়টীতে ধনুকের পক্ষে জ্যাকৃষ্ট; চিত্তপক্ষে ধৈর্য্য বীর্য্যাদি গুণাকৃষ্ট।

ন্যায়, যথা, মত, প্রায়, তুল্য, সদৃশ, যেরূপ ইত্যাদি ঔপম্যবাচক শব্দ ইহার বোধের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অথ পূর্ণোপমা।

৩১০। যে স্থলে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম্ম, ও ঔপম্যবাচক যথাদিশব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে তথায় পূর্ণোপমা হয়।

উদাহরণ।

"নৃ-মুণ্ড মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ডমালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরিদল মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুত্মতী তরি,
তরঙ্গ নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে চলে একাকিনী"

মেঘনাদবধ।

উপমান, উপমেয় ও উহাদিগের উভয়নিষ্ঠ সাধারণ ধর্ম্ম এবং ঔপম্যবাচক যথাশব্দ ইত্যাদি সমস্ত উপাদান গুলিই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া, এখানে পূর্ণোপমা নামে অলঙ্কার হইল।

ন্যায়শব্দ দ্বারা—

"তথায় গিয়া দেখিলেন মহিষী গর্ভোচিত কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, গর্ভে সন্তানের উদয় হওয়াতে মেঘাবৃত শশিমণ্ডলশালিনী রজনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।"

কাদম্বরী।

এখানে 'ন্যায়' এই ঔপম্যবাচক শব্দদ্বারা গর্ভের সহিত মেঘের, মহিষীর সহিত রজনীর ও পুত্রের সহিত চন্দ্রের উপমা সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রায় শব্দ দ্বারা।

" নর্ত্তক প্রধান শের মামুদ সভায়।
মোহন খোষাল চন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়।"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে ঔপম্যবাচক 'প্রায়' শব্দ দ্বারা উপমা সম্পন্ন হইয়াছে।

যেন শব্দ দ্বারা।

" না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥"

বিদ্যাসুন্দর।

অথ লুপ্তোপমা।

৩১১। যেস্থলে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম্ম বা ঔপম্যবাচক শব্দ ইত্যাদির একটী কি দুইটী বিলুপ্ত থাকে, তথায় লুপ্তোপমা নামে অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ।

" বদন মণ্ডল চাঁদ নিরমল,
ঈষৎ গোঁপের রেখা।"

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে ঔপম্যবাচক 'যেন' শব্দ লুপ্ত থাকাতে লুপ্তোপমা হইল। সমাস গত হইলে তিনটী উপাদান লুপ্ত হইয়া যায়।

যথা

" সাদরে করিয়া কোলে মৃগলোচনায়"

পদ্মিনী-উপাখ্যান।

মৃগের লোচনের ন্যায় চঞ্চল লোচন যাহার এই

বহুব্রীহি সমাসে 'মৃগলোচনা' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই পদটীতে উপমান যে লোচন ও ঔপম্যবাচক যে ন্যায়, এবং সাধারণ ধর্ম্ম যে চাঞ্চল্য, তাহার কিছুই নাই, সমস্তগুলিই লুপ্ত হইয়াছে, এজন্য এটী লুপ্তোপমা হইল।

যথা বা

"তাহার বদন তুল্য না দেখি নয়নে।"

এখানে কেবল উপমান মাত্র লুপ্ত রহিয়াছে, বলিয়া লুপ্তোপমা হইল।

অথ একদেশ বিবর্ত্তিনী।

৩১২। যে স্থলে সাদৃশ্যের বাচ্যত্ব ও গম্যত্ব উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় একদেশ-বিবর্ত্তিনী নামে উপমা হয়।

উদাহরণ।

"নয়ন সদৃশ নীল নলিনী
বদন তুল্য হায় কমলিনী
সরসী শোভা শোভিতেছে হায়
বসন সদৃশ শৈবাল তায়।"

এখানে নেত্রাদির নীলোৎপলাদি সাদৃশ্য বাচ্য; কিন্তু সরোবর শোভার অঙ্গনা সাদৃশ্যটী বাচ্য না হইয়া গম্য হইয়াছে, সুতরাং এটী একদেশবিবর্ত্তিনী উপমা হইল।

অথ মালোপমা।

৩১৩। যেখানে একটিমাত্র উপমেয়ের অনেক

গুলি উপমান দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় মালোপমা হয়।

উদাহরণ।

"যথা দুখী দেখে ক্রবিণ প্রবীণচিত্ত হয়।
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়।
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে।
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকর দেখে।
হলো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।"

বাসবদত্তা।

এখানে একটীমাত্র উপমেয়ের পাঁচটী উপমান দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া মালোপমা হইল।

যথা-বা

"অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, পুষ্প-শূন্য উদ্যানের ন্যায়, পল্লব-শূন্য তরুর ন্যায়, বারি-শূন্য সরোবরের ন্যায়, চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

কাদম্বরী।

অথ রসনোপমা।

৩১৪। প্রথম উপমেয় দ্বিতীয় উপমেয়ের উপমান এবং দ্বিতীয় উপমেয় তৃতীয় উপমেয়ের উপমান হইলে, অর্থাৎ এইরূপে নিয়ত চলিলে রসনোপমা হয়।

উদাহরণ।

"কৌমুদীর ন্যায় হংসী রুচির বরণা
ললনা হংসীর ন্যায় সুমন্দ গমনা।
ললনার ন্যায় চারু কমল কানন
কমল সদৃশ তার সুন্দর নয়ন।"

এখানে পর পর উপমেয় অন্য উপমেয়ের উপমান হইয়াছে বলিয়া রসনোপমা নামে অলঙ্কার হইল।

অথ অনন্বয়োপমা।

৩১৫। এক পদার্থের যে উপমেয়তা ও উপমানত্ব তাহার নাম অনন্বয় উপমা।

উদাহরণ।

"অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপন সমা,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় আকৃতি।"

অন্নদামঙ্গল।

এই উদাহরণে অন্নপূর্ণা আপনিই আপনার উপমা হইয়াছেন সুতরাং এটী অনন্বয়োপমা হইল।

অথ উপমেয়োপমা।

৩১৬। পূর্ব্ববাক্যের উপমান ও উপমেয় উত্তর বাক্যে যদি উপমেয় ও উপমান রূপে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উপমেয়োপমা নামক অলঙ্কার বলা যায়।

উদাহরণ।

"বিভবে মহেন্দ্র যথা এ পুর তেমতি
এ পুর বিভবে যথা মহেন্দ্র তেমতি।

এ শুদ্ধান্ত যথা রম্য সুরবধূ তথা
সুরবধূ যথা রম্য এ শুদ্ধান্ত তথা।"

নিবাতকবচবধ।

অথ রূপক।

৩১৭। উপমেয়স্বরূপ মুখাদি কোন নিরপহ্নব বস্তুতে চন্দ্রাদির উপমান রূপেতে যে আরোপ—তন্ময়ত্বরূপে নির্দ্দেশ, তাহার নাম রূপক অলঙ্কার।

উপমালঙ্কারের সহিত রূপকালঙ্কারের বিভিন্নতা এই যে, "চন্দ্রের ন্যায় বদন" বলিলে উপমান ও উপ-মেয় উভয়েরই আহ্লাদকত্বাদি সাধারণ ধর্ম্ম যুগপৎ উপলব্ধ হইবে, কিন্তু "বদন চন্দ্র" বলিলে, বদনে একবারে চন্দ্রত্বারোপ হইল, বুঝিতে হইবে।

রূপকালঙ্কারের বোধের নিমিত্ত রূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সমাস স্থলে রূপশব্দ লুপ্ত থাকে এবং কোন কোন স্থলে একবারেই রূপশব্দের উল্লেখ থাকে না, তথায় রূপশব্দটী উহ্য করিয়া লইতে হয়। ইহা—পরম্পরিত, সাঙ্গ ও নিরঙ্গ, এই তিন প্রকারে বিভিন্ন হয়।

অথ পরম্পরিত রূপক।

৩১৮। এক বস্তুর আরোপ নিমিত্ত অন্য বস্তুর আরোপ করার নাম পরম্পরিত রূপক।

উদাহরণ।

"প্রতাপতপনে কীর্ত্তি-পদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে কীর্ত্তিতে পদ্মত্বারোপ নিমিত্তই প্রতাপে তপনত্বারোপ করিতে হইয়াছে, এজন্য পরম্পরিত রূপক হইল।

যথা বা

"প্রিয়ে! তোমার বদন সুধাকর সন্দর্শনেই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে।"

শকুন্তলা।

চিত্তে চকোরত্বারোপই বদনে চন্দ্রত্বারোপের হেতু বলিয়া এখানে পরম্পরিত রূপক হইল।

অথ সাঙ্গরূপক।

৩১৯। যেস্থলে অঙ্গীতে কোন পদার্থের আরোপ করা গিয়াছে বলিয়া, তদঙ্গভূত বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপ করা যায়, তথায় সাঙ্গ রূপক হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"নব জলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্র-ধনু
পীতধড়া বিজলিতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ সুধাকরে হাসি সুধায় বাঁচাও হে॥"

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে মুখে সুধাকরত্বারোপ করা হইয়াছে বলিয়া, তদঙ্গভূত যে হাস্য তাহাতেও অমৃতত্বের আরোপ হইয়াছে, এজন্য এটী সাঙ্গরূপক হইল।

অথ নিরঙ্গরূপক।

৩২০। যেখানে কেবল অঙ্গিমাত্রের আরোপ

দেখা যায়, অথচ কোন অঙ্গের আরোপ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় নিরঙ্গরূপক হয়। এই নিরঙ্গরূপক—মালারূপনিরঙ্গ ও কেবল নিরঙ্গ এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়।

অথ মালারূপক।

৩২১। আরোপের একটী মাত্র বিষয়কে উদ্দেশ করিয়া যদি তিনটী কি ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন উপমানের আরোপ হয়, তাহা হইলে মালা-রূপক হয়।

উদাহরণ।

"তবে কতদূর গিয়া যন্তা পার্শ্বে কয়।
বামভাগে হর্ম্ম্য শ্রেণী দেখ মহাশয়।
মদন ব্যাধের ফাঁদ রসের এ হ্রদ।
পিরীতি মণির খনি গণিকা আস্পদ॥"

নিবাতকবচবধ।

একটী মাত্র উপমেয় হর্ম্ম্য শ্রেণীতে ফাঁদ, হ্রদ, খনি ও আস্পদ এই চারিটী ভিন্ন ভিন্ন উপমানের আরোপ হইয়াছে বলিয়া, এখানে মালারূপক হইল।

কেবল রূপক যথা

"——————————চল ত্বরা করি
রথিবর! সাধ কাজ বধি মেঘনাদে,
অমরতা লভ, দেব, যশঃ সুধাপানে।"

মেঘনাদবধ।

যশের অন্য কোন অঙ্গের উল্লেখ নাই অথচ

তাহাতে কেবল সুধামাত্রের আরোপ দেখা যাইতেছে এজন্য এখানে কেবল নিরঙ্গরূপক হইল।

অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক।

৩২২। যদি বিশেষণ দ্বারা উপমানাপেক্ষা উপমেয়ের গুণাদি অতিশয়িত রূপে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য নামক রূপক হয়।

উদাহরণ।

"গৌরীর বদন শশী কলঙ্ক রহিত।
নয়নেন্দীবর তাঁর সদা বিকশিত॥"

এখানে বদনে চন্দ্রত্বারোপ ও নয়নে ইন্দীবরত্বারোপ করিয়া পরে কলঙ্ক রহিত ও সদাবিকশিত, এই দুইটী বিশেষণ দ্বারা চন্দ্রাপেক্ষা বদনের ও ইন্দীবরাপেক্ষা নয়নের শোভাদি অতিশয়িতরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, এটী অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্যনামক রূপকের সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল হইল।

রূপ শব্দের অভাবে যথা

"রাজকুমার অসংখ্য সুন্দরী কুমারী পরিবেষ্টিত অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কুমারীগণের শরীর প্রভায় অন্তঃপুর সর্ব্বদা চিত্রিতময় বোধ হয়। তাহারা বিনা অলঙ্কারেও সর্ব্বদা অলঙ্কৃত। তাহাদিগের আকর্ণ বিশ্রান্ত লোচনই কর্ণোৎপল, হসিতচ্ছবিই অঙ্গরাগ, নিশ্বাসই সুগন্ধি বিলেপন, অধরদ্যুতিই কুঙ্কুমলেপন, ভুজলতাই

চম্পকলতা, করতলই লীলাকমল এবং অঙ্গুলিরাগই অলক্তকরস।”

কাদম্বরী।

এই উদাহরণে রূপশব্দের উল্লেখ নাই অথচ আরোপ দেখা যাইতেছে, সুতরাং রূপ শব্দের অভা-বেও এখানে রূপক হইল।

অথ স্মরণালঙ্কার।

৩২৩। কোন সদৃশ বস্তুর অনুভব জন্য যে অন্য বস্তুর স্মরণ, তাহার নাম স্মরণালঙ্কার।

অর্থাৎ প্রস্তুত পদার্থের অনুভব হওয়াতে উদ্বোধক বশতঃ তৎসদৃশ বস্তুর স্মরণে যে বৈচিত্র্য বিশেষ তাহার নাম স্মরণালঙ্কার।—যে বস্তু কোনকালে একবার অনু-ভূত হইয়াছে তাহা যদি স্মৃতি প্রতিবোধ জনক বস্তু দর্শনে মনে পড়ে, তাহা হইলে স্মরণালঙ্কার হয়। আর যাহার সহিত যে বস্তুর সম্বন্ধ আছে সেই বস্তু দেখিয়া কোন বস্তু মনে পড়িলে, তাহার অলঙ্কারত্ব না হইয়া, ব্যভিচারিত্ব হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

বিপণিতে দুই দিকে দেখ সারি সারি,
প্রবাল মুকুতারত্ন শঙ্খ মনোহারি।
রত্নাকর গর্ভমনে পড়িল এখানে
শোষিল অগস্ত্য মুনি যবে জল পানে।

নিবাতকবচবধ।

এখানে প্রস্তুত পদার্থের অনুভব জন্য তৎসদৃশ বস্তু স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে স্মরণালঙ্কার হইল।

যথা বা

"রাজা মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ত এইরূপ কহিতেছে, আমারও শকুন্তলা দর্শনদিবসাবধি মৃগয়াবিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। শরাসনে শরসন্ধান করি কিন্তু মৃগের উপরে নিক্ষেপ করিতে পারি না; তাহাদিগের মুগ্ধনয়ন নিরীক্ষণ করিলে শকুন্তলার সেই অলৌকিক বিভ্রমবিলাসশালি নয়নযুগল মনে পড়ে।"

শকুন্তলা।

অথ পরিণাম।

৩২৪। প্রকৃতার্থের উপযোগিবস্তুতে আরোপ্যমাণবস্তু, বিষয় তাদাত্ম্যরূপে আরোপিত হইলে, পরিণামালঙ্কার হয়।

রূপকে ও পরিণামে বিভিন্নতা এই যে, রূপকে সদৃশ বস্তুর তাদাত্ম্যমাত্র বিষয় বিশেষে অবভাসিত হয়, ইহাতে সেরূপ নহে ইহাতে ফল সাধনতারূপে বিষয়ের তাদাত্ম্য আরোপ্যমাণে প্রতিভাসিত হয়, অর্থাৎ আরোপ্যমাণ বস্তু আপনার প্রয়োজনকারিতা হেতুক আরোপের উদ্দেশ্যরূপে পরিণত হয়। ইহাও রূপকের ন্যায় অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য নামে প্রথিত আছে।

উদাহরণ।

সখি রে,—

এ যৌবন ধন দিব উপহার রমণে!

ভালে যে সিন্দূর বিন্দু হইবে চন্দন বিন্দু
দেখিব লো দশ ইন্দু
সুনখগণে !”

ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

এখানে যৌবনধন উপহাররূপে পরিণত হইয়াছে, যৌবনধনরূপ উপহার বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই, এজন্য এস্থলে পরিণামালঙ্কার হইল।

অধিকারারূঢ়বৈশিষ্ট্য যথা

“কল্পতরু বীথী দেখ পথের দুধারে
অবনত শিরে শোভে ফুলফল ভারে।
ছায়াতে যাদের তল শীতল শোভন—
পথিকের পক্ষে হয় সুলভ সদন।”

নিবাতকবচবধ।

এখানে পথিকের সদন কল্পতরু রূপে পরিণত হইয়াছে এবং সদন সদৃশ ইহাতেও সুখজনকতাদি আছে, কেবল সুলভতা হেতু ইহা অধিকারারূঢ়বৈশিষ্ট্য পরিণাম হইল।

অথ সন্দেহ।

৩২৫। উপমেয়পদার্থে উপমান বস্তুর যে কবিপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ* সংশয় তাহার নাম সন্দেহালঙ্কার।

কি, একি, না, কিনা, অথবা, বা, কিম্বা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ইহার বোধের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

* প্রতিভাদ্বারা উত্থিত যে সংশয় তাহার নাম কবিপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ সংশয়। বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ সংশয়কে প্রতিভোত্থিত সংশয় বলা যায় না।

প্রকৃত সংশয়স্থলে সন্দেহালঙ্কার হয় না। এই সন্দেহালঙ্কার শুদ্ধ, নিশ্চয়মধ্য ও নিশ্চয়ান্ত ভেদে তিন প্রকার। যেখানে কেবল সংশয় মাত্রে বাক্যের পর্য্যবসান দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় শুদ্ধ সন্দেহ হয়।

উদাহরণ।

"ইনি কি হে কনকলতিকা—সঞ্চারিণী
কিম্বা লাবণ্যের ঊর্ম্মি নয়ন-রঞ্জিনী ?"

যদুনন্দন দাস।

যেখানে প্রথমে ও অন্তে সংশয় মধ্যে নিশ্চয় সেইখানে নিশ্চয়মধ্যসন্দেহ কহা যায়।

উদাহরণ।

"সরোবরে ভাসিছে কি কনক কমল ?
তা হলে উড়িত অলি করি নানা ছল।
তবে কি ভাসিছে মম রাধার বদন ?
তা হলে থাকিত কাছে প্রিয় সখীগণ।
এইরূপ সংশয়-দোলায় চড়ি মুরলী-বদন
দুলিছেন কভু, কভু নামিছেন—আনন্দ মগন।"

এখানে একবার সংশয় হইয়া, আবার ছেদ হইতেছে, আবার সংশয় হইতেছে, এই জন্য এটী নিশ্চয়-মধ্য-সন্দেহ নামে অলঙ্কার হইল। যেখানে অগ্রে সংশয়, অন্তে নিশ্চয়, সেই খানে নিশ্চয়ান্তসন্দেহ হইয়া থাকে।

"করিতেছে ছায়া দরশন
যেন সব মায়ার রচন,
কাচেতে কাঞ্চন কান্তি চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনী মুরতি বিমোহন।

কভু ভাবে এমন কি হয়,
চিত্র চক্ষে পলক উদয়,
নয়নে চাঞ্চল্য আছে কমলে খঞ্জন নাচে
বিম্বাধর খাইতে আশয়।"

পদ্মিনী উপাখ্যান।

এখানে প্রথমে সংশয় হইয়া শেষে চক্ষের পলকাদি দেখিয়া, নিশ্চয় হইতেছে বলিয়া এটী নিশ্চয়ান্তসন্দেহের উদাহরণ হইল।

"স্থাণু বা পুরুষ না জানি মনে" ইত্যাদি স্থলে সন্দেহালঙ্কার হইবে না; কারণ এটী স্থাণু বা পুরুষ এই সংশয়টী এখানে প্রতিভাদ্বারা উত্থাপিত হয় নাই।

অথ ভ্রান্তিমান্।

৩২৬। প্রস্তুত পদার্থে সৌসাদৃশ্য বশতঃ অপ্রস্তুত পদার্থের কবি প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ ভ্রম হইলে যে চমৎকার হয় তাহাকে ভ্রান্তিমান্ কহে।

উদাহরণ।

"উৎপলাক্ষী সীতা সতী তমসার জলে
আপন নয়নছায়া দেখি কুতূহলে
কুবলয় যুগ ভাবি বাহু পসারিয়া
ধরিতে করেন যত্ন সানন্দ হইয়া।"

বঙ্কু।

যথা বা

"চন্দ্রমার কিরণপাতে কামিনীগণ ভ্রান্ত হইয়া কৈরবভ্রমে কুবলয় গ্রহণ করিয়া কর্ণোৎপল করি-

তেছে ও পুলিন্দসুন্দরী মুক্তাফল ভ্রমে অত্যন্ত সমাদরের সহিত ভূমি হইতে বদরীফল উত্তোলন করিতেছে।"

যথা বা

"উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমবান
মহাবেগে, ঐরাবত আর সৌদামিনী-
সহ পয়োবাহ যথা। রথচূড়াপরে
শোভিল দেবপতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারিদিকে মেঘকুল,
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী,
গর্জ্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুর সুন্দরী। * * * * * *

তিলোত্তমাসম্ভব।

এই তিনটী উদারহণে যেরূপ ভ্রম পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহা কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ, এজন্য এই তিনটী দৃষ্টান্তই ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত।

ভ্রমটী কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ না হইয়া যদি বস্তুর স্বভাবজনিত হয়, তাহা হইলে এই ভ্রমজন্য চমৎকারটী অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত হয় না। এবং অসাদৃশ্য-মূলা যে ভ্রান্তি সেও অলঙ্কারের মধ্যে গণ্য হয় না।

উদাহরণ।

"স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিকমণ্ডল
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন।

ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে
দেখিয়া হাসিল পুন সভাস্থ সকলে।"

মহাভারত।

দুর্য্যোধনের যথার্থ ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া এটী স্বর-সোত্থাপিত ভ্রান্তি হইল; এজন্য এখানে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হইল না। এই রূপ শুক্তিতে যে রজত ভ্রান্তি তাহাও স্বরসোত্থাপিত ভ্রান্তি।

অসাদৃশ্য মূলা যথা—

"মহাপ্রভুবিয়োগ মঙ্গল হয় মোর
যেখানে সেখানে যাই প্রভুরে দেখিতে পাই
প্রেমরসে হইয়া বিভোর।"

যদুনন্দন দাস।

এখানে বিয়োগজন্য যে সর্ব্বত্র মহাপ্রভুদর্শনরূপ ভ্রান্তি তাহা অসাদৃশ্য মূলা বলিয়া ভ্রান্তিমান্ হইল না।

অথ উল্লেখ।

৩২৭। এক পদার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লেখের নাম উল্লেখ অলঙ্কার। ইহা গ্রাহক ও বিষয়-ভেদে দুই প্রকার।

যে স্থলে গ্রাহকগণ একমাত্র গ্রাহ্য বস্তুকে বিভিন্ন-রূপে গ্রহণ করেন, তথায় গ্রাহক ভেদে উল্লেখ হয়। আর যে স্থলে বিষয়টী ভিন্ন ভিন্ন উপাধি দ্বারা গ্রাহ্য হয়, তথায় বিষয় ভেদে উল্লেখ অলঙ্কার হয়।

গ্রাহকভেদে যথা

"পতিভাবে কৃষ্ণে হেরে গোপবালাগণ
বৃদ্ধগণ শিশুরূপে করে দরশন।

অধীশ্বররূপে হেরে যত দেবগণ,
পরম বৈষ্ণব ভক্ত ভাবে নারায়ণ।
যোগিকুল ব্রহ্মরূপে ভাবেন যাঁহারে,
তাঁহার চরণপদ্ম ভাব বারে বারে।"

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করাতে গ্রাহক ভেদে উল্লেখ হইল।

বিষয় ভেদে যথা

"বিদ্যা নামে তার কন্যা, আছিলা পরম ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।"

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে গ্রাহকভেদ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু লক্ষ্মী-সরস্বতীরূপবিষয়ের ভেদ লক্ষিত হইতেছে। এজন্য এস্থানে বিষয়ভেদে উল্লেখ হইল।

অথ অপহ্নুতি।

৩২৮। উপমেয়ের অপলাপ করিয়া উপমানরূপে বিধান করিলে অপহ্নুতি নামে অলঙ্কার হয়।

এই অপহ্নুতি অলঙ্কার দুই প্রকার—যথা অপহ্নব পূর্ব্বক আরোপ ও আরোপ পূর্ব্বক অপহ্নব। ছল, ব্যাজ, ও ছদ্ম প্রভৃতি শব্দ ইহার ব্যঞ্জক।

" সৌধোপরি আরোহিয়া, দেখিছে রে দাঁড়াইয়া,
সারি সারি পুরনারীগণ।
আলু থালু কেশ পাশ, আলু থালু নীল বাস,
কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ন।

আমি ত না নারী বলি, শ্যামল জলদাবলী
নারীরূপে উঠেছে উপরে।
অই দৃষ্টি দৃষ্টি নয় সৌদামিনী বোধ হয়,
চঞ্চলতা হেরে ভয় করে॥
বলিছে যে হায় হায়, বিলাপ না বলি তায়,
প্রলয়ের বজ্র বোধ হয়।
অই অশ্রু অশ্রু নয় সৃষ্টি নাশি বৃষ্টি হয়
বুঝি বিনাশিল সমুদয়॥"

বসন্তসেনা।

এই উদাহরণে নারী, দৃষ্টি, হায় হায় শব্দ ও অশ্রু, এই চারিটী উপমেয়ের অপহ্নব করিয়া; জলদ, সৌদামিনী, প্রলয়বজ্র, ও বৃষ্টি, এই চারিটী উপমান আরোপিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত এখানে অপহ্নব পূর্ব্বক আরোপ হইল।

আরোপ পূর্ব্বক অপহ্নব যথা—

"গগন সাগর মাঝে হেরিছ যে দ্বিজরাজে,
দ্বিজরাজ নহে উহা বিশদ উৎপল।
আর যে কলঙ্কদাগ, ব্যাপিয়াছে মধ্যভাগ,
কলঙ্ক নহেক উহা ভ্রমরের দল।"

এখানে প্রকৃত বস্তু যে দ্বিজরাজ তাহাতে উৎপলের আরোপ করিয়া, পশ্চাৎ তাহার কলঙ্কে ভ্রমর পংক্তির আরোপ করা হইয়াছে, সুতরাং এই উদাহরণটী আরোপ পূর্ব্বক অপহ্নুতির সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল।

প্রকারান্তর।

৩২৯। প্রথমে কোন রূপে কোন গোপনীয়

অর্থ প্রকাশ করিয়া, পরে যদি শ্লেষ দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহার অন্যথা করা যায়, তাহা হইলেও অপহ্নুতি হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"মাধব বিনা হায় লো ললিতে
না পারে কুঞ্জ সুখ বিতরিতে,
আসিয়া কৃষ্ণ ফিরাবে কপাল
তা নয় বলি দিয়া করতাল,
অলপ হাসিয়া ব্রজসুন্দরী,
বলিছে কতেক বিনতি করি,
হায়, ললিতে অবাক্ করিলে,
বসন্ত বুঝিতে কৃষ্ণ বুঝিলে।"

প্রথম দুই চরণ রাধিকার উক্তি, তৃতীয় চরণ ললিতার উক্তি। অনন্তর রাধিকা শ্লেষদ্বারা মাধব শব্দে বসন্ত অর্থ করিয়া, পূর্ব্ব প্রকাশিত অর্থের অপলাপ করিতেছেন, এজন্য এখানে প্রকৃতার্থ গোপনরূপ অপহ্নুতি হইল।

বিনা শ্লেষে যথা

"পবন-কম্পিত কায় লতিকা-রমণী
বনস্পতি কণ্ঠে হেলে পড়িছে আপনি।
মনে কি পড়েছে সখি কৃষ্ণের বদন?
তা নয় বরষা-শোভা হেরে মুগ্ধ মনঃ।"

এই শ্লোকটীর প্রথমও দ্বিতীয় চরণ রাধিকার উক্তি, তৃতীয়চরণ সখীর উক্তি; প্রথম দুই চরণের ভাব তৃতীয়

চরণের তাৎপর্য্য দ্বারা ব্যক্ত হওয়াতে চতুর্থচরণোক্তিতে সেই ভাবটীর অপলাপ করা হইতেছে বলিয়া, এখানে বিনা শ্লেষে প্রকৃতার্থ গোপনরূপ অপহ্নুতি হইল।

অথ নিশ্চয়।

৩৩০। যে স্থলে আরোপ্যমাণ বস্তুর প্রতিষেধ করিয়া, প্রকৃত বস্তুর, অর্থাৎ উপমেয়ের সংস্থাপন করা যায়, তথায় নিশ্চয় নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে।

"পুষ্পিত কিংশুক হের ভৃঙ্গে আকুলিত
দাবানল নহে ইহা ধূমের সহিত।
তথাপি বিরহী জন কি জানি বুঝিয়া
পরিহরে এই বন দূরেতে থাকিয়া।"

নিবাতকবচবধ।

এখানে আরোপ্যমাণ বস্তু সধূম দাবানল, তাহার প্রতিষেধ করিয়া, প্রকৃত বস্তু যে সভৃঙ্গ পুষ্পিত কিংশুক তাহারই স্থাপনা করা হইয়াছে, এজন্য এই দৃষ্টান্তটী নিশ্চয়ালঙ্কারের দৃষ্টান্ত হইল। নিশ্চয়ান্ত সংশয়ে সংশয় ও নিশ্চয় দুটীই এক বিষয়ক বলিয়া ইহা হইতে সেটী পৃথক্, ইহার নিশ্চয় ও সংশয় ভিন্নবিষয়ক। যদি-রূপক বলিয়া কেহ সন্দেহ করেন তাহাও হইতে পারে না, কারণ এখানে সভৃঙ্গ পুষ্পিত কিংশুকে সধূম দাবানলের যে আরোপ তাহা নিশ্চিত নহে, এবং প্রকৃত পদার্থের অপহ্নব নাই বলিয়া এখানে অপহ্নুতিরও সন্দেহ হইতে পারে না।

যথা বা

"আমি নারী, হর নই, শুন রে মদন!
বিনা অপরাধে কেন বধ রে জীবন।
এযে বেণী, ফণী নয়, নহে জটাজূট,
কণ্ঠে নীলকান্ত আভা নহে কালকূট,
কপালে চন্দনবিন্দু সিন্দূর দেখিয়ে
ভ্রমেতে ভেবেছ স্মর! শশি হুতাশন।"

রামবসু।

অথ উৎপ্রেক্ষা।

৩৩১।* উপমেয় পদার্থে উপমান স্বরূপে যে সম্ভাবনা অর্থাৎ সংশয় তাহার নাম উৎপ্রেক্ষা। যেন, ও বুঝি প্রভৃতি শব্দ ইহার জ্ঞাপক।

এই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দুই প্রকার—যথা বাচ্যা ও প্রতীয়মানা; যেখানে যেন, বুঝি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকে তথায় ব্যাচ্যোৎপ্রেক্ষা, আর যেখানে ঐসকল শব্দের প্রয়োগ থাকে না তথায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়।

উদাহরণ।

"অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পিদেব
জীবাইলা ভুবনমোহিনী বরাঙ্গণা—

---

* এখানে কেবল তাদাত্ম্য লাভের নিমিত্ত স্বরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাদাত্ম্যাভাস শশবিষাণবৎ নিতান্ত অলীক হইলে কবিপ্রৌঢ়োক্তি দ্বারা তাহার অলীকত্বের অপনয়ন করিতে হইবে।

প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
ধাতার আদেশে ! বিশ্ব পূরিল বিভায় ।”

তিলোত্তমাসম্ভব।

এখানে উপমেয় ‘ বরাঙ্গণাতে ’ উপমান যে ‘ প্রভা ’ তাহার সংশয় হইয়া ‘ যেন ’ শব্দ দ্বারা তাদাত্ম্য উপলব্ধ হইতেছে বলিয়া এই উদাহরণটী বাচ্যোৎপ্রেক্ষার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল হইল।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা যথা

“ কুমুদিনী বিধুপ্রণয়িনী, শোভে জলে ;
স্থলে শোভে ধুতূরা ধবলবেশ ধরি—
তপস্বিনী ! * * * * * *

তিলোত্তমাসম্ভব।

যথা বা

“ কজ্জল কিরণে শোভা করিছে নয়ন
মেঘের আবলি মাঝে শোভে তারাগণ।”

যথা বা

“ অপরূপ পেখনু রামা
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণী হীন হিম ধামা।“

বিদ্যাপতি।

এই তিনটী উদাহরণে ‘যেন’ শব্দটী উহ্য করিতে হইতেছে বলিয়া এই কটী স্থানে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হইল।

সংস্কৃত ভাষায় গুণক্রিয়াদিভেদে ইহার বিস্তর অবান্তরভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গ ভাষায় সে গুলির তত আবশ্যতা নাই বলিয়া আর লিখিত

হইল না। এই উৎপ্রেক্ষা সালঙ্কারা হইলে সমধিক চমৎকারকারিণী হইয়া থাকে।

যথা—

"যেন লাবণ্যের স্রোতঃঅশ্রুছল করি
অন্তরে না পেয়ে স্থান উথলি পড়িছে
অতিবেগে,-দ্রৌপদীর হৃদয় উপরি
নিরখি ভীমের শোক দ্বিগুণ বাড়িছে।"

এই উদাহরণটী সাপহ্নবা হওয়াতে সমধিক চমৎকারজনক হইয়াছে।

অথ অতিশয়োক্তি।

৩৩২। প্রকৃত বিষয়ের অধঃকরণ হেতুক যে অপ্রকৃত বিষয়ের সিদ্ধ অধ্যবসায় তাহাকে অতিশয়োক্তি কহে।

প্রকৃত বিষয়ের অধঃকরণ করিয়া, বিষয়ী—অর্থাৎ উপমানের যে অভেদ কল্পনা, তাহার নাম অধ্যবসায়; যেখানে নিশ্চতরূপে অধ্যবসায়ের প্রতীতি হয়, তথায় সিদ্ধাধ্যবসায় হইয়া থাকে, আর যেখানে নিশ্চিতরূপে ইহার প্রতীতি না হয় তথায় সাধ্য নামে অধ্যবসায় হয়। সাধ্য অধ্যবসায় স্থলে অতিশয়োক্তি না হইয়া, উৎপ্রেক্ষালঙ্কার হইয়া থাকে।

এই অতিশয়োক্তি পাঁচ প্রকার,—যথা, ভেদ সত্ত্বে অভেদের অধ্যবসান; অভেদে ভেদের অধ্যবসান; সম্বন্ধসত্ত্বে অসম্বন্ধের অধ্যবসান; অসম্বন্ধে সম্বন্ধের অধ্যবসান; ও কার্য্য কারণের বিপর্য্যয়াধ্যবসান—

অর্থাৎ কার্য্যের পূর্ব্বে কারণ থাকে এই নিয়মের বিপরীত যে অধ্যবসান তাহাকেই কার্য্যকারণের বিপর্য্যয়াধ্যবসান কহে।

ভেদসত্ত্বে অভেদের অধ্যবসান যথা

"কোথায় পৌলমীসতী, অনন্তযৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী।"

তিলোত্তমা সম্ভব।

কমলিনী ও পৌলোমীতে ভেদসত্ত্বেও এখানে অভিন্নরূপে কথিত হইয়াছে এবং ভেদসত্ত্বেও অভেদের অধ্যবসান কথিত হইয়াছে বলিয়া এই উদাহরণে ভেদসত্ত্বে অভেদাধ্যবসান নামে অতিশয়োক্তি হইল।

অভেদে ভেদের অধ্যবসান যথা

"অন্যই ইহার বটে নির্ম্মাণ-চাতুরী।
স্বতন্ত্র প্রকার কিবা শোভার মাধুরী।"

নিবাতকবচ বধ।

এখানে স্বতন্ত্র প্রকার শোভার মাধুরী বলাতে অভেদে ভেদের অধ্যবসান কথিত হইল।

সম্বন্ধ থাকিতেও অসম্বন্ধের অধ্যবসান যথা

"নির্ম্মাইতে এই অঙ্গ সুকুমার শশী
বিধি হয়েছিল, কিম্বা নির্ম্মাণ-চতুর
সরস বসন্তকাল; নতুবা বিধাতা
বেদাভ্যাস জড় হয়ে, কি রূপে রচিলা
এমন মোহিনী মূর্ত্তি; যার কান্তি হেরি
কুমুদিনী কমলিনী কাঁদে দিবারতি।"

'নির্ম্মাণবিষয়ে বিধাতার সম্বন্ধ থাকিলেও এখানে

অসম্বন্ধ কথন হেতু সম্বন্ধসত্ত্বে অসম্বন্ধাধ্যবসানরূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইল।

অসম্বন্ধ থাকিলেও সম্বন্ধের অধ্যবসান যথা

"দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া
ভয়ে বিধি তার মুখে থুলো লুকাইয়া।"

বিদ্যাসুন্দর।

যথা বা

"যদি সুধাকর বিম্বে দুটি ইন্দীবর
থাকিত; তা হলে আজি উপমা মিলিত
ও মুখের; মঞ্জুল নয়ন যাহে থাকি
অপাঙ্গ-হেলনে সদা মুগ্ধ করে মনঃ।"

বিদ্যামুখে সুধার সম্বন্ধ না থাকিলেও সুধার সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে।— দ্বিতীয় উদাহরণে সুধাকর বিম্বে ইন্দীবরের সম্বন্ধ না থাকিলেও 'যদি' শব্দ দ্বারা বলপূর্ব্বক সম্বন্ধ আহৃত হওয়াতে সম্বন্ধাভাবেও সম্বন্ধাধ্যবসানরূপ অতিশয়োক্তি হইল।

কার্য্য কারণের বিপর্য্যয় যথা

"দৃষ্টি হেথা পড়িতে না পড়িতে তোমার
আগেই হইল দেখি বিস্ময়ে প্রস্ফার।"

নিবাতকবচবধ।

এখানে কারণের পূর্ব্বে কার্য্যোৎপত্তি হওয়াতে কার্য্য কারণের পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়মের বিপর্য্যয়াধ্যবসান হেতুক অতিশয়োক্তি হইল।

যথা বা

"প্রথমেই তার চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।
উদ্ভিন্ন হয়েছে পরে রসাল বকুল॥"

অথ তুল্যযোগিতা।

৩৩৩। প্রস্তুত অথবা অপ্রস্তুত বহুপদার্থের গুণক্রিয়াদিরূপ একধর্ম্মে সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে তুল্যযোগিতা কহে।

উদাহরণ।

"সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর।
অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
একে একে সবে শিবে দিলা দরশন॥"

অন্নদামঙ্গল।

সিদ্ধসাধ্যাদি প্রস্তুত বহুপদার্থের সহিত "দরশন-দিলা" একমাত্র ক্রিয়ার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, এখানে প্রস্তুত বহুপদার্থের সহিত এক ক্রিয়াসম্বন্ধ রূপ তুল্যযোগিতা হইল।

অপ্রস্তুত বহুপদার্থের সহিত একধর্ম্ম যথা

"চিকণরোকনে লেপা স্ফটিকের ভিতে।
অন্য গৃহ শোভে এই বিশদ কান্তিতে॥
মলিন ইহার কাছে মৃণাল, কুমুদ,
কুন্দ, ইন্দুবিম্ব, কম্বু, শরদ-অম্বুদ॥"

নিবাতকবচবধ।

এখানে অপ্রস্তুত মৃণালাদি বহুপদার্থের মলিনত্বরূপ একধর্ম্ম কথিত হইয়াছে বলিয়া, অপ্রস্তুত বহুপদার্থের সহিত এক গুণসম্বন্ধরূপ তুল্যযোগিতা হইল।

অথ দীপক।

৩৩৪। প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত এই দুই পদার্থের

একধর্ম্মসম্বন্ধ বর্ণিত হইলে, অথবা অনেক ক্রিয়া-পদের সহিত একমাত্র কর্ত্তৃপদের সম্বন্ধ থাকিলে দীপক নামে অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ।

"এতবড় বিভব সম্পদ্ হেন স্ফীত।
তবু ইহা দেখি এবে দুখী মোর চিত॥
পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে।
উৎসবে সম্পদ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে॥"

নিবাতকবচবধ।

এখানে 'গৃহ' এবং 'সম্পদ্' প্রস্তুতপদার্থ, তাহাদিগের উভয়ের সহিত অপ্রস্তুত সরোবর ও কাব্যের শোভা-রূপ একধর্ম্মসম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য এটী দীপকা-লঙ্কারের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্ত হইল।

একমাত্র কারকের সহিত বহুক্রিয়ার সম্বন্ধ যথা

"অজিন (রঞ্জিত আহা কতশত রঙে)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় কভু বা
কুরঙ্গিণীসঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি
নবলতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরুসহ————————"

মেঘনাদবধ।

এখানে 'আমি' এই কর্ত্তৃপদের সহিত অনেকগুলি ক্রিয়ার সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে।

অথ প্রতিবস্তূপমা।

৩৩৫। যেস্থলে উপমান উপমেয় ভাবপ্রাপ্ত দুইটী বাক্যার্থগত সাদৃশ্যের কোন একটী সাধারণ ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন পদদ্বারা কথিত হয়, তথায় প্রতিবস্তূপমা বলা যায়।

উদাহরণ।

" পাণ্ডবে দেখায় সূত নৃপের আস্থান।
বহুবিধ মণি দিয়া বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
তুলনার স্থান নাই যাহার নিখিলে।
কৌস্তভের দ্বিতীয় রতন কোথা মিলে॥

নিবাতকবচবধ।

এটী সাদৃশ্যের ব্যঙ্গ্যস্থল অথচ এখানে তুল্যার্থবাচক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা অভাব রূপ সাধারণ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। এই প্রতিবস্তূপমা কখন মালারূপে কখন বৈধর্ম্ম্যরূপেও দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা

" বিশদ চন্দ্রমা বিমল তপন।
স্বভাব শোভন হয় দরপণ॥
হিমগিরি শম্ভু হাস্য সুশোভন।
সহজ সুন্দর হয় সাধু জন॥"

এখানে অর্থবশতঃ বিমল বিশদাদি শব্দ একরূপ।

অথ দৃষ্টান্ত।

৩৩৬। সাধারণ ধর্ম্মবাচক পদদ্বয় আপাততঃ ভিন্নার্থবোধক হইলেও সামান্য ধর্ম্মের যে প্রতি-

বিম্বন অর্থাৎ প্রণিধান দ্বারা পূর্ব্বোত্তর বাক্যে যে উপমান উপমেয় ভাবের অবগতি, তাহার নাম দৃষ্টান্ত।

যথাদি শব্দদ্বারা দার্ষ্টান্তের সম্মুখে দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইলে উপমালঙ্কার হয়; এবং সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ হইলে প্রতিবস্তুপমা হইয়া থাকে, কিন্তু যেস্থলে যথাদি শব্দের উল্লেখ থাকে না এবং পূর্ব্বোত্তর বাক্যার্থের আপাততঃ ভিন্নার্থ প্রতীতি, প্রণিধান দ্বারা বোধগম্য করিতে হয় সেইখানে দৃষ্টান্তালঙ্কার হয়।

উদাহরণ।

"যোগ্যপাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকসিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার॥"

পদ্মিনী উপাখ্যান।

সুরগণ ও অলি, অসুর ও ভেক পরিশ্রম ও চীৎকার, ইত্যাদি বস্তুগুলি আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা উহাদিগের উপমানউপমেয় ভাব জানা যাইতেছে, অর্থাৎ সুরগণ ও অলি প্রভৃতির সাম্য আছে কিন্তু একরূপতা নাই এজন্য এখানে দৃষ্টান্তালঙ্কার হইল। ইহাও সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যভেদে দ্বিবিধ। সামর্থ্য ও সমর্থক বাক্যদ্বয়ের সামান্য ও বিশেষ ভাব প্রকটিত হইলে, অর্থান্তরন্যাস হয়, প্রতিবস্তুপমা ও দৃষ্টান্তের পক্ষে সেরূপ নহে।

যথা

" হেরিলে ও মুখ মম আনন্দ বাড়য়,
চন্দ্র না দেখিলে সিন্ধু স্ফীত নাহি হয়।

এখানে বৈধর্ম্ম্য ভেদে দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে।

অথ নিদর্শনা।

৩৩৭। নিদর্শনা দুই প্রকার—যথা সম্ভবদ্বস্তু-সম্বন্ধ নিদর্শনা ও অসম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধ নিদর্শনা। যেখানে প্রস্তুত পদার্থের বর্ণনাতে অপ্রস্তুত পদার্থের গুণক্রিয়াদি তুল্যরূপে জ্ঞাপিত হয় তথায় সম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধ* নিদর্শনা হয়; আর যেখানে যথাশ্রুত অর্থের অন্বয় অসম্ভব দেখিয়া একটী উপমা কল্পনা করা যায় তথায় অসম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধ নিদর্শনা হয়।

উদাহরণ।

"করিয়া তাপিত কেহ অন্যজনগণে
সম্পদ্ লভিতে নাহি পারে ত্রিভুবনে
এই ভাব জানাইয়া দেব দিবাকর
অস্ত যান সন্ধ্যাকালে হইয়া তৎপর।"

চরমাচলে সূর্য্যের গমনাদি যখন বর্ণিত হইয়াছে তখন এরূপ জানান সূর্য্যের পক্ষে অসম্ভব নহে, এবং

* এই নিদর্শনায় উপমানোপমেয়ের বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব ব্যতীত বাক্যার্থ পর্য্যবসিত হয় না; দৃষ্টান্তে সেরূপ নহে; তথায় সামর্থ্যবশতঃ পর্য্যবসিত বাক্যার্থদ্বারা বিম্বপ্রতিবিম্বভাব প্রত্যাগত হয়। ইহা অর্থাপত্তিও নহে, কারণ তথায় সাদৃশ্য পর্য্যবসানের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

সেইরূপ জানান অর্থাৎ বেদনক্রিয়ার অন্বয় এখানে সূর্য্যের অস্তাচলগমন ও পরতাপীর বিপৎপ্রাপ্তি এই উভয়ের বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব অর্থাৎ উপমেয়োপ-মানত্ব জানাইয়া দিতেছে এজন্য এটী সম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধ নিদর্শনার দৃষ্টান্ত হইল।

যথা বা

"তেজস্বী পরের তেজে হইলে তাপিত
নিজ তেজ প্রকাশিতে না হয় কুণ্ঠিত।
এই জানাইয়া রবি-কর-অভিঘাতে
সূর্য্যকান্ত মণিগণ জ্বলে যে সভাতে।"

নিবাতকবচবধ।

এখানে সম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধ নিদর্শনা, কারণ অপ্রস্তুত সূর্য্যকান্ত মণির তেজঃ প্রস্তুত তেজস্বীর তেজের সহিত তুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অসম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধ নিদর্শনা যথা—

"অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখরুচি কতশুচি করিয়াছে শোভা।"

মহাভারত।

শ্যামবর্ণ শরীরে নীলোৎপলের আভাবহন অসম্ভব হইলেও এখানে অর্জ্জুনের শ্যামতনু নীলোৎপল আভার সদৃশ আভা বহন করিতেছে বলিলে আর কোন সন্দেহই হইতে পারে না, তখন শ্যামশরীরের ও নীলোৎপল-আভার বিম্বপ্রতিবিম্বভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িবেই পড়িবে।

যথা বা

"রাজা প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয়

পরিতোষ লাভ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লব-শোভার আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল বিটপশোভা ধারণকরিয়াছে।”

শকুন্তলা।

এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় নবপল্লবশোভার সদৃশ শোভা ও কোমল বিটপশোভার তুল্য শোভা বলিলে অধর ও নবপল্লবশোভার এবং বাহুযুগল ও কোমল-বিটপশোভার বিম্বপ্রতিবিম্বভাব অর্থাৎ উপমেয়োপমানত্ব আপনিই ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে এই উদাহরণটীকে অসম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধ নিদর্শনা বলিয়া আপনিই প্রতীতি জন্মিবে।

অথ ব্যতিরেক।

৩৩৮। সাদৃশ্যস্থলে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত হইলে ব্যতিরেক নামে অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ।

“ কাল ধল রাঙ্গা পীত সবুজ বরণ,
বিবিধ মণির রশ্মি-ছটার স্ফুরণ।
যে সভাতে শোভে ইন্দ্রধনুর সদৃশ,
কিন্তু সে নিমিষে মিশে এ নহে তাদৃশ ॥ ”

নিবাতকবচবধ।

বিবিধ মণির কিরণ ছটার সহিত ইন্দ্রধনুর সাদৃশ্য সম্পাদন করিতে গিয়া “ কিন্তু সে নিমিষে মিশে ” এই বাক্যদ্বারা উপমানভূত ইন্দ্রধনু অপেক্ষা উপমেয়ের

উৎকর্ষ বিহিত হইয়াছে বলিয়া, এটী ব্যতিরেকালঙ্কারের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল।

যথা বা

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা,
পদ নখে পড়ি তার আছে কতগুলা।"

বিদ্যাসুন্দর।

এটীও সাদৃশ্যস্থল এবং এখানেও উপমানাপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

উপমানাপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষ যথা

"নীলপদ্ম সম বটে নয়ন যুগল
মকরন্দ ক্ষরে তাহে ইহাতে গরল।
সখে হে কি আর বলিব আমি তায়
মানস ভ্রমরবর হয়ে বিষে জর জর
ইতি উতি ভ্রমিতেছে উন্মত প্রায়।"

যদুনন্দন দাস।

উপমানীভূত নীলপদ্ম অপেক্ষা উপমেয় যে নয়নযুগল তাহার ন্যূনতা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এটীও ব্যতিরেকের সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল।

অথ সহোক্তি।

৩৩৯। অতিশয়োক্তিকে মূলীভূত করিয়া ভঙ্গীক্রমে সহার্থবাচক শব্দদ্বারা গুণক্রিয়াদির সাদৃশ্য অথবা সমকালীনত্ব প্রতিপন্ন করিলে সহোক্তি অলঙ্কার বলা যায়।

অভেদাধ্যবসানরূপা ও কার্য্যকারণপৌর্ব্বাপর্য্যবিপর্য্যয়রূপা এই দ্বিবিধ অতিশয়োক্তি ইহার মূলীভূত থাকিলে তবে সহোক্তি হইবে।

উদাহরণ।

"অনন্তর স্বেদ সলিলের সহিত লজ্জা গলিত হইল।"

কাদম্বরী।

লজ্জানাশ ও স্বেদবিগলন এই উভয়ের সাদৃশ্য দ্বারা অভেদারোপ প্রতীতি হইতেছে বলিয়া এখানে সহোক্তি হইল। এই অভেদাধ্যবসায়মূলা দ্বিবিধ—যথা শ্লেষমূলা ও শ্লেষমূলা নহে অর্থাৎ সহজ ভাবাপন্না।

যথা

"পদ্মরাগ মণির সহিত কামিজন
অনুরক্তহৃদয় যেখানে অনুক্ষণ।"

নিবাতকবচবধ।

অনুরক্ত হৃদয়—যাহার হৃদয় অনুরাগযুক্ত। পক্ষান্তরে অনুরাগ—রক্তিমা ও আসক্তি। এস্থলে সেই রক্তিমা ও আসক্তি উভয়েরই অভেদারোপ প্রতিপন্ন হইতেছে সুতরাং সহোক্তি হইল।

অথ বিনোক্তি।

৩৪০। অন্য কোন পদার্থ ব্যতিরেকে কেবল বিনার্থ বাচক পদদ্বারা তদিতরের শোভনত্ব বা অশোভনত্ব প্রতিপন্ন করিলে বিনোক্তিনামক অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ।

"পঙ্ক বিনা যেথানে প্রসন্ন জলাশয়,
বিরহ বিহনে প্রেমে মগ্ন যুবদ্বয়।
তিমিরসঞ্চার বিনা প্রবর্ত্তে রজনী
কণ্টকবিটপী বিনা রমণীয় বনী।"

নিবাতকবচবধ।

বিনার্থবাচক শব্দ দ্বারা ইতরের শোভনত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া এখানে বিনোক্তি নামে অলঙ্কার হইল।

ইতরের অশোভনত্ব যথা

"হেরিয়া পরাণ-শূন্য আপনার পতি
ত্যজিতেছ পাপদেহ ধন্য তুমি সতি
দিনকর ব্যতিরেকে পদ্মিনী মলিনা
কুমুদিনী বিষণ্ণবদনা চন্দ্র বিনা।"

এখানে বিনার্থবাচক শব্দ দ্বারা ইতরের অশোভনত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

অথ সমাসোক্তি।

৩৪১। সমানকার্য্য; সমানলিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা প্রস্তুত পদার্থে অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার সম্যক্‌রূপে আরোপিত হইলে সমাসোক্তি বলা যায়।

সংক্ষেপে অর্থদ্বয় কথন হেতু ইহাকে সমাসোক্তি কহে। প্রকৃতার্থের বিশেষণ মাত্রের অর্থশক্তিদ্বারা অপ্রকৃতার্থের বোধ হইলে সমাসোক্তি হয়; আর বিশেষ্যপদ উভয়ার্থের বাচক হইলে শ্লেষালঙ্কার হয়। কোন কোন বাঙ্গালা আলঙ্কারিক শ্লিষ্টাশ্লিষ্টভেদে ইহার যে দ্বৈবিধ্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা অমূলক ও ভ্রমাত্মক। কাব্যপ্রকাশকার যে "শ্লিষ্ট" পদ-প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ওরূপ নহে তাহার তাৎপর্য্য এই যথা—শ্লিষ্ট কিনা প্রকৃতাপ্রকৃত উভয়দল সঙ্গত।

সমানকার্য্য দ্বারা যথা

"হায় রে তোমারে কেন দোষি ভাগ্যবতি !
ভিখারিণী রাধা এবে তুমি রাজ রাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে তব সঙ্গিনী
অর্পেন সাগরকরে তিনি তব পাণি
সাগর বাসরে তব তাঁর সহ গতি।"

ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

এই উদাহরণে প্রস্তাবিত যমুনাতে অপ্রস্তাবিত সখীসঙ্গিনী অথচ পতিপাশগমনোদ্যতা কামিনীর ব্যবহারারোপ ব্যঙ্গ্য হইয়াছে বলিয়া এটী সমান কার্য্যদ্বারা ব্যবহারারোপের দৃষ্টান্ত হইল।

যথা বা

"ললাট হইতে স্বেদ পড়িয়া নাসায়
শোভিছে রমণীমুখ যেন মুকুতায়।
ভাবি তারে মুক্তাফল করিয়া হরণ
মন্দমন্দ বহিতেছে মলয়-পবন।"

চারুগাথা।

এখানে প্রস্তুত মলয় পবনে অপ্রস্তুত চৌরধর্ম্ম সমারোপিত হইয়াছে।

সমানলিঙ্গদ্বারা যথা

"না করিয়া রণজয় কোন শূর জন
পত্নীর লাগিয়া হয় চিন্তায় মগন।
না আক্রমি ভুজবলে সমস্ত ভুবন
সন্ধ্যাকে ভজনা নাহি করয়ে তপন।"

এখানে কেবল পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ মাত্রদ্বারা রবি ও

সন্ধ্যাতে অপ্রস্তুত নায়ক নায়িকার ব্যবহার সমারোপিত হইয়াছে।

সমান বিশেষণদ্বারা যথা

সমান বিশেষণ দ্বারা যে সমাসোক্তি তাহা কখন শ্লেষদ্বারা কখন বা সাধারণ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্লেষদ্বারা যথা

" রাগেতে আসঙ্গ হেতু বিকসিতমুখী
রবিকরে স্পৃষ্ট হয়ে পূর্ব্ব দিগঙ্গনা,
গলিততিমিরাবৃতি হয়েছে দেখিয়া
অস্তাচলে যায় শশী পাণ্ডুবর্ণ হয়ে।"

প্রস্তুত পূর্ব্বদিকে শ্লিষ্ট বিশেষণদ্বারা অপ্রস্তুত কামিনীর আরোপ এবং চন্দ্রে নায়কধর্ম্ম সমারোপিত হইয়াছে। বিশেষণগুলির সমত্ব যথা——বিকসিতমুখী—প্রফুল্লমুখী ও প্রকাশিত এক দেশ। রাগ—রক্তিমা, ও অনুরাগ। করস্পৃষ্ট—কিরণ-স্পৃষ্ট ও হস্তস্পৃষ্ট। তিমিরাবৃতি—অন্ধকাররূপ আবরণ ও নীলবসন। এই সমাসোক্তির আরও ভেদ আছে কিন্তু সেগুলি বঙ্গভাষায় অপ্রয়োজনীয়।

অর্থ পরিকর।

৩৪২। অভিপ্রায়যুক্ত বহু বিশেষণদ্বারা যে উক্তি তাহার নাম পরিকর।

উদাহরণ।

" অশান্ত অদম্য দুষ্ট পরনারী-হারী
স্বার্থপর লজ্জাহীন কানন বিহারী।

মারীচ নামেতে এক রাক্ষস পামর
যজ্ঞ নষ্ট করে আসি লয়ে অনুচর।
তেজীয়ান্ দর্পহারী বীর রঘুনাথে
একবার পাঠাইয়া দেও মম সাথে।
এই ভিক্ষা করি আমি অহে মহারাজ
নতুবা গৃহস্থ গৃহে ঋষির কি কাজ।”

রামচরিত।

এই উদাহরণে প্রত্যেক বিশেষণের যে বিশেষ অভিপ্রায় আছে তাহা একবার ভাবিলেই বোধগম্য হইতে পারিবে।

অথ অপ্রস্তুত প্রশংসা।

৩৪৩। অপ্রস্তুত অর্থের কথন দ্বারা প্রস্তুতার্থের অবগতি হইলে অপ্রস্তুত প্রশংসা বলা যায়।

ইহা সমুদয়ে পাঁচ প্রকার—যথা অপ্রস্তুত সামান্য অর্থ হইতে প্রস্তুত বিশেষার্থের অবগতি। অপ্রস্তুত বিশেষার্থ হইতে প্রস্তুত সামান্যার্থের অবগতি। অপ্রস্তুত কার্য্য হইতে প্রস্তুত কারণের জ্ঞান। অপ্রস্তুত কারণ হইতে প্রস্তুত কার্য্যের অবগম এবং অপ্রস্তুত সমানার্থ হইতে প্রস্তুত সমানার্থের প্রতীতি।

উদাহরণ।

“কি আনন্দ দিলে আজি বাছা ইন্দ্রজিৎ
তব বাহুবল হবে ভুবনে বিদিত।
হৈমবতী বিরাজেন যাহার অন্তরে
কিসের অভাব তার পৃথিবী ভিতরে।”

এই কথাগুলি রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বলিতেছে কিন্তু

এখানে 'যাহার অন্তরে' এই অপ্রস্তুত সামান্য অর্থ হইতে 'তোমার অন্তরে' এই প্রস্তুত বিশেষার্থের প্রতীতি হইতেছে।

বিশেষার্থ হইতে সামান্যার্থের প্রতীতি।

" এই মালা গলে দিলে যদি প্রাণ যায়
তবে কেন প্রাণ মম না যায় এখন ?
বুঝিলাম ঈশ্বরের অভিলাষ হলে
বিষ সুধা হয়, কভু পীযূষ গরল।"

ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে বিষ অমৃতত্ব ও অমৃতও কখন বিষত্ব প্রাপ্ত হয়, এই বিশেষার্থ হইতে অহিতকারী হইতে হিত ও হিতকারী হইতেও কখন অহিত হইয়া থাকে এইরূপ সামান্যার্থের প্রতীতি হইতেছে।

যে মালায় ইন্দুমতীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, সেই মালা গলায় দিয়া উপরিউক্ত বাক্যগুলি অজরাজা বলিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহার আরও কতকগুলি অবান্তর ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; বঙ্গভাষায় সেগুলি তত প্রয়োজনীয় নহে, এজন্য আর তাহাদিগের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না।

অথ ব্যাজস্তুতি।

৩৪৪। আপাততঃ প্রতীয়মান নিন্দা কিম্বা স্তুতি যদি ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বিপরীত ভাবে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ নিন্দা দ্বারা স্তুতির ও স্তবদ্বারা নিন্দার প্রতীতি হয়, তাহা হইলে ব্যাজস্তুতি বলা যায়।

নিন্দাচ্ছলে স্তুতি যথা

" সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি জানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান ॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে বাচ্যার্থ নিন্দা কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ স্তুতি।

অথ পর্য্যায়োক্ত।

৩৪৫। বক্তব্য অর্থটী একবারে ব্যক্ত না করিয়া ভঙ্গীক্রমে বলিলে যদি বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ এক ভাবে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পর্য্যায়োক্ত বলা যায়।

উদাহরণ।

" যাহার সৈনিক দল নিজকরে ধরি
ভাঙ্গিয়া এনেছে পারিজাতের মঞ্জরী।

পারিজাত মঞ্জরী হরণ রূপ বাচ্যার্থ ও সুরপতিজয় রূপ ব্যঙ্গ্যার্থ একরূপে ব্যক্ত হওয়াতে এখানে পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার হইল।

যথা বা

"লজ্জা যেন আমার হস্ত ধরিয়া তাম্বূল দিতে বারণ করিতেছে। অতএব আমার হইয়া, তুমি রাজকুমারের করে তাম্বুল প্রদান কর। মহাশ্বেতা পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন "আমি তোমার প্রতিনিধি হইতে পারিব না।"

কাদম্বরী।

'প্রতিনিধি হইতে পারিব না' এই বাচ্যার্থ ব্যক্ত করিতে করিতে ভঙ্গীক্রমে চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর ভাবি গান্ধর্ব্ব বিবাহের উল্লেখ, বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং সেইটীই এখানে বিবক্ষিত এজন্য এখানেও পর্য্যায়োক্ত হইল।

অথ অর্থান্তরন্যাস।

৩৪৬। প্রস্তুত বাক্যার্থ যদি অপ্রস্তুত বাক্যার্থদ্বারা সমর্থিত অর্থাৎ সন্দেহ-মুক্ত হয় তাহা হইলে, অর্থান্তরন্যাস কহা যায়।

ইহা সমুদয়ে আটপ্রকার—যথা—সামান্যদ্বারা বিশেষের সমর্থন, বিশেষার্থ দ্বারা সামান্যার্থের সমর্থন, কারণ দ্বারা কার্য্যের সমর্থন ও কার্য্যদ্বারা কারণের সমর্থন; এই চারি প্রকার সমর্থন সাধর্ম্য বৈধর্ম্যভেদে আট প্রকার।

সামান্যদ্বারা বিশেষের সমর্থন যথা

"অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ, অথবা—মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া, আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক?"

শকুন্তলা।

এখানে মহানদীর সাগর গমনরূপ সামান্য অর্থদ্বারা রাজাতে শকুন্তলার অনুরাগরূপ বিশেষার্থের সমর্থন হইয়াছে।

বিশেষার্থ দ্বারা সামান্যার্থের সমর্থন যথা

"কত শত ঋষির চরণ
করিয়া হে মস্তকে ধারণ
প্রধান সাধক সম, হয়ে তুমি নিরমম,
নির্ভয় অন্তরে শৈল আছ দাঁড়াইয়া;
সে কি কভু করে ভয় যার শুদ্ধহিয়া?"

চারুগাথা।

হিমালয়ের নির্ভয়তারূপ বিশেষ অর্থ দ্বারা যার শুদ্ধহিয়া সে কভু ভয় করে না এই সামান্য অর্থ সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিশেষার্থ দ্বারা সামান্যার্থের সমর্থনরূপ অর্থান্তরন্যাস হইল। আর আর গুলিও এইরূপ।

অথ কাব্যলিঙ্গ।

৩৪৭। বাক্যের অর্থ অথবা পদের অর্থ অপর

অর্থের প্রতি কারণরূপে প্রতিপাদিত হইলে যে চমৎকারিত্ব জন্মে তাহার নাম কাব্যলিঙ্গ।

উদাহরণ।

" সহজে প্রতাপী এই দানব নিকর,
পাইল ব্রহ্মার স্থানে পুন ইষ্টবর।
থাকুক অন্যের কথা ইন্দ্রেও না ডরে,
তৃণজ্ঞানে গণ্য করে ক্ষীণজীবি-নরে। "

নিবাতকবচবধ।

এখানে পূর্ব্ববর্ত্তি পাদদ্বয়ের অর্থ পরবর্ত্তি পাদদ্বয়ের অর্থের প্রতি হেতু হইয়াছে।

পদের অর্থ যথা

" পীতাম্বর ভক্তি-রস-প্রফুল্ল-হৃদয়
কাননে ভ্রমিছে ধ্রুব হইয়া নির্ভয়।"

উপাসনাতত্ত্ব।

' পীতাম্বর-ভক্তি-রস-প্রফুল্ল-হৃদয় ' এই পদের অর্থটী দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থের প্রতিহেতু হইয়াছে এজন্য এখানে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হইল। হেতুবাচক শব্দের উল্লেখ থাকিলে কাব্যলিঙ্গ হয় না, কারণ তাহা হইলে চমৎকারিত্বের অভাব হয়।

যথা

" তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান
বিদীর্ণ হইত প্রাণ পাষাণ বলিয়া শুধু সহিছে।"

ইত্যাদি কাব্যনির্ণয়ে ধৃত উদাহরণে হেতুবাচক পদের উল্লেখ থাকাতে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হইল না।

অথ অনুমান।

৩৪৮। সাধনের জ্ঞান হেতু সাধ্যের জ্ঞানকে অনুমিতি কহে; সেই অনুমিতি যদি রূপকাদি দ্বারা বৈচিত্র্য বিশেষের জ্ঞাপক হয় তাহা হইলে অনুমান অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ।

"তব তেজঃ-প্রাদুর্ভাবে করি অনুমান
দৈত্য আঁধারের আজি নিশা অবসান।
মহেন্দ্রের দশশত নেত্র-পদ্ম-বন
অবশ্য বিকাস শোভা লভিবে এখন।"

নিবাতকবচবধ।

অনুমানটী রূপক দ্বারা বিশেষ বৈচিত্র্য বহন করিতেছে বলিয়া এখানে অনুমান নামে অলঙ্কার হইল। উৎপ্রেক্ষা ও অনুমানে এই ভেদ যে উৎপ্রেক্ষাতে অনিশ্চিততা দ্বারা প্রতীতি, এখানে তাহা নহে, ইহাতে নিশ্চিততা দ্বারা প্রতীতি হইয়া থাকে।

অথ হেতু।

৩৪৯। কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ রূপে কথনকে হেতু কহে।

উদাহরণ।

"জগতের পাপ এই দুরাত্ম-রাবণ
এরে বিনাশিয়া রাম তার ত্রিভুবন।"

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে পাপের কারণ

যে রাবণ তাহার সহিত পাপরূপ কার্য্যের অভেদ কথন হইয়াছে।

অথ অনুকূল।

৩৫০। ব্যাচার্থে ভাসমান প্রাতিকূল্য যদি ব্যঙ্গ্যার্থে অনুকূল রূপে প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে অনুকূল নামে অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ।

"অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি"

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে দেখ।

অথ বিভাবনা।

৩৫১। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি বর্ণনাকে বিভাবনা কহে।

উদাহরণ।

"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি॥"

অন্নদামঙ্গল।

দর্শনাদির কারণ যে চক্ষুরাদি তাহা ব্যতীতও দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য গুলি প্রতীত হইতেছে, এজন্য এখানে বিভাবনা অলঙ্কার হইল।

অথ বিশেষোক্তি।

৩৫২। কারণসত্ত্বেও কার্য্যের অনুৎপত্তি বর্ণনাকে বিশেষোক্তি কহে।

উদাহরণ।

" পৃথিবী সহিতে নারে যাহাদের ভার
সেই দৈত্যগণ করে তথায় বিহার।
গৌরবের সীমা নাই তবু পুরবর
অধোতে পতিত নহে ব্যোমে স্থিরতর।"

নিবাতকবচবধ।

পতনের হেতু যে গুরুত্ব তাহা সত্ত্বেও পুরীর পতন রূপ কার্য্য দেখা যাইতেছে না এজন্য এখানে বিশেষোক্তি হইল।

অথ বিরোধ।

৩৫৩। গুণ ও ক্রিয়াদির পরস্পর বিরুদ্ধভাবে ভান হইলে যে বৈচিত্র্য জন্মে তাহাকে বিরোধ কহে।

উদাহরণ।

"চাঁদের মণ্ডল, বরিষে গরল
চন্দন আগুন-কণা!
কর্পূর তাম্বূল, লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝণঝণা॥"

বিদ্যাসুন্দর।

চন্দ্র চন্দনাদির শৈত্যগুণ কিন্তু এখানে বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছে এজন্য বিরোধ নামে অলঙ্কার হইল।

যথা বা

" তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম তুমি লঘু গুরু
তুমি কার্য্য কারণ স্বরূপ সর্ব্ব-গুরু॥"

কুমারসম্ভব।

অথ অসঙ্গতি।

৩৫৪। যেস্থানে কারণ থাকে সেই স্থানেই কার্য্য জন্মে, এই নিয়মের অন্যথা ঘটিলে—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে কার্য্য ও কারণের স্থিতি বর্ণিত হইলে অসঙ্গতি নামে অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ।

"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুণ।"

অন্নদামঙ্গল।

একাধারে কার্য্য ও অন্যাধারে কারণ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এখানে অসঙ্গতি হইল।

অথ বিষম।

৩৫৫। কার্য্য ও কারণের গুণক্রিয়া বিরুদ্ধ-রূপে বর্ণিত হইলে অথবা আরব্ধক্রিয়ার নিষ্ফ-লতা অধিকন্তু অনিষ্টফলজনকতা বর্ণিত হইলে বিষম অলঙ্কার কহা যায়।

এক বস্তুতে পরস্পর বিরূপ বিষয়ের সংঘটনা হই-লেও এই অলঙ্কার হইয়া থাকে।

প্রথম উদাহরণ।

"তব তীক্ষ্ণ অসিলতা তমাল বরণ
করস্পর্শে শুক্লভাব করিয়া ধারণ

শারদ সুধাংশু তুল্য জগতের সার
তব যশ হে রাজন্ করিছে বিস্তার। ”

এখানে কারণীভূত নীলবর্ণ অসিলতা হইতে শুক্ল যশের উৎপত্তি হওয়াতে হেতু ও কার্য্যের গুণ বিরুদ্ধ ভাবাক্রান্ত হইল।

আরব্ধক্রিয়ার নিষ্ফলতা যথা

“ অস্ত্র শস্ত্র সাজ নিয়া ত্বরিতে
চলিল তাহারা পার্থে জিনিতে।
জানে না যে তিনি তাদের কাল
জয়ের কি আশা বাঁচিলে ভাল। ”

নিবাতকবচবধ।

এখানে আরব্ধক্রিয়ার নিষ্ফলতা অধিকন্তু অনিষ্ট ফলজনকতা উপলব্ধ হইতেছে।

তৃতীয় উদাহরণ।

“ অঙ্গনাজনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না; তেজঃপুঞ্জ তপোরাশি মুনিকুমারই বা কোথায়, সামান্যজন-সুলভ চিত্ত বিকারই বা কোথায়।”

কাদম্বরী।

তপোরাশি ও চিত্তবিকার এই দুইটী বিরূপবিষয়ের একত্র সমাবেশ দেখা যাইতেছে বলিয়া এখানেও বিষমালঙ্কার হইল।

অথ সম।

৩৫৬। যোগ্যকর্ম্ম দ্বারা অনুরূপ বস্তুদ্বয়ের শ্লাঘনীয় মিলনকে সম অলঙ্কার কহে।

উদাহরণ।

"অনসূয়া শুনি বলে, ওলো সখি শকুন্তলে,
মিলিয়াছ উপযুক্ত বরে।
পরিহরি রত্নাকরে, নদী কি প্রবেশ করে,
ক্ষুদ্র জলাশয় সরোবরে॥"

শকুন্তলা।

অথ আক্ষেপ।

৩৫৭। কোন বিশেষ প্রতিপত্তির অভিলাষে বিবক্ষিত বিষয়ের নিষেধের ন্যায় যে উক্তি তাহাকে আক্ষেপ কহে।

উদাহরণ।

"দরবিকসিত নীলপদ্মের সমান
মোহন মূরতি সেই মুরলিবয়ান।
অলপহসিতমুখ বঙ্কিম-নয়ন
মার্জ্জিত কপোলতল উন্নত-বদন।
আকর্ণলোচন পরিধান পীতাম্বর
চূড়ায় গুঞ্জের মালা মুনিমনোহর।
দশ ইন্দু বিলুণ্ঠিত চরণ-কমলে
তড়িৎ লুটায় পীতধড়ার আঁচলে।
বন্ধুসঙ্গ যদি তব ইচ্ছা থাকে মনে
তবে এ মূরতি সখে দেখো না নয়নে॥"

ঘনশ্যাম দাস।

কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাবর্দ্ধন করাই এখানে বিশেষ প্রতিপাদনের ইচ্ছা; এবং 'তবে এ মূরতি

সখে দেখো না নয়নে' এই নিষেধ বাক্যটী বাস্তবিক নিষেধ নহে; বরং ত্বরায় গিয়া দর্শন কর এইরূপ বুঝাইতেছে বলিয়া এখানে আক্ষেপ অলঙ্কার হইল।

প্রকারান্তর।

৩৫৮। বিশেষ প্রতিপাদনের ইচ্ছায় অনভিলষিত অর্থের বিধির ন্যায় যে উক্তি তাহাকেও আক্ষেপ কহে।

উদাহরণ।

"প্রবাসে যাইবে তুমি না পাব দেখিতে
ইথে কিছুমাত্র খেদ নাহি মম চিতে।
এই* বর দেহ তুমি যাইবে যথায়
এদেহ জনম্ যেন লয় হে তথায়।"

রসতরঙ্গিণী।

এখানে অনিষ্টহেতু গমনবিধি নিষেধে পর্য্যবসিত হইতেছে, এজন্য এটীও আক্ষেপের দৃষ্টান্ত হইল।

অথ বিচিত্র।

৩৫৯। বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির আশায় তদ্বিপরীত ফলপ্রদ কার্য্যে যে যত্ন তাহার নাম বিচিত্র।

উদাহরণ।

"উন্নতি লাগিয়া হয় অবনত
সুখ লাগি দুঃখ সহে কত মত।
জীবিকার লাগি হারায় জীবন
দাস বিনা আর কোন মূঢ়জন?"

* কোন অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে উন্নতি প্রভৃতি অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত অবনতি প্রভৃতি বিপরীত ফল-প্রদ কার্য্যগুলি বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য এই উদাহরণটী বিচিত্র অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত হইল।

অথ অধিক।

৩৬০। আধার ও আধেয় এই দুয়ের মধ্যে কোন একটীর আধিক্য বর্ণনাকে অধিক কহে।

আধারের আধিক্য যথা

"মাটি খাইয়াছ বলি যশোদা ডাকিল
মুখ মেলি সম্মুখে গোপাল দাঁড়াইল।
মুখে নদী, সাগর-তরঙ্গ যায় বয়ে
নারদ করেন গান বীণা করে লয়ে।
মরুস্থলী, পাহাড়, পর্ব্বত শত শত,
কত শত পশু পক্ষী, অগ্নিগিরি কত।
সনক সনন্দ আদি স্তুতি গান করে
দেখিয়া রাণীর হলো বিস্ময় অন্তরে॥"

বৃন্দাবন দাস।

এখানে আধার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বদনের আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে।

আধেয়ের আধিক্য যথা

"যে শ্রীকৃষ্ণের কুক্ষিমধ্যে প্রলয়কালে নিখিল জগৎ অধিষ্ঠিত হয়, আজি নারদের আগমনে সে শরীরেও আনন্দ ধরিল না।"

এখানে আধেয় যে আনন্দ তাহার আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে।

অথ অন্যোন্য।

৩৬১। দুইটী পদার্থ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়ার প্রতি কারণ রূপে বর্ণিত হইলে যে বৈচিত্র্য জন্মে তাহার নাম অন্যোন্য।

উদাহরণ।

" কৃষ্ণকণ্ঠ শোভে যথা গুঞ্জার মালায়
সেইরূপ গুঞ্জা শোভে কৃষ্ণের গলায়।
তাই বুঝি নন্দরাণী বিরলে বসিয়া
দিয়াছেন কৃষ্ণকণ্ঠে গুঞ্জা দুলাইয়া। "

এই উদাহরণে ক্রিয়াগুলি একরূপ হইয়াছে বলিয়া অন্যোন্য অলঙ্কার হইল।

অথ বিশেষ।

৩৬২। আধেয় যদি আধার-শূন্য বলিয়া বর্ণিত হয়, কিম্বা একমাত্র পদার্থ যদি নানাস্থানস্থিত বলিয়া বর্ণিত হয় অথবা একটী কার্য্য করিতে গিয়া যদি কার্য্যান্তরোৎপত্তি কথিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ নামে অলঙ্কার হয়।

এই তিন প্রকার বিশেষালঙ্কারের উদাহরণ ক্রমে কথিত হইতেছে।

প্রথম উদাহরণ।

" বিস্তারিয়া রঘুবংশ তুমি
উজলা করেছ বঙ্গভূমি।
সরস কবিতাচয়, কবে কার মনে হয়;

রচিয়া গিয়াছ কবি, সহৃদয়গণ
যাহা শুনি অশ্রুজলে ভিজান বসন।"

চারুগাথা।

দেখা যাইতেছে যে আধেয় স্বরূপ কালিদাসের বাঙ্ময় রঘুবংশ বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার আধার যে কালিদাস তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন সুতরাং এখানে বিশেষালঙ্কার হইল।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

"আগে পিছে ঊর্দ্ধে অধোভাগে যদি চাই
ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রে দেখিবারে পাই।"

এক মাত্র রামচন্দ্র নানাস্থান স্থিত বলিয়া বর্ণিত হওয়াতে এখানেও বিশেষালঙ্কার হইল। তৃতীয় স্পষ্ট।

অথ ব্যাঘাত।

৩৬৩। কোন উপায় দ্বারা একবস্তু যেরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে সেই উপায় দ্বারা যদি তাহাকে অন্য প্রকার করা হয়, তাহা হইলে ব্যাঘাত অলঙ্কার কহা যায়।

উদাহরণ।

"হরনেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে
নেত্রেই বাঁচায় তারে যারা কুতূহলে।
কামে বাঁচাইয়া যারা শিবে করে জয়
সেই নারীগণে স্তুতি উপযুক্ত হয়॥"

রসতরঙ্গিণী।

নেত্রদ্বারা কন্দর্প ভস্মীভূত হইয়াছে কিন্তু কামিনী-গণ আবার নেত্ররূপ উপায় দ্বারা তাহাকে পুনর্জীবিত করিতেছে, এজন্য এখানে ব্যাঘাত অলঙ্কার হইল।

অথ কারণমালা।

৩৬৪। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ সকল পরপর পদার্থের প্রতি কারণ রূপে বর্ণিত হইলে কারণ-মালা কহা যায়।

কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া, যদি সেই কার্য্য আবার অন্য কার্য্যের কারণ হয়—অর্থাৎ উৎপন্ন কার্য্যগুলি যদি উত্তরোত্তর এইরূপে অন্য কার্য্যের কারণ হইয়া আইসে তাহা হইলে কারণ-মালা হয়।

উদাহরণ।

"রণে যদি মর ঘুষিবে যশ,
যশ যার, তার দেবতা বশ।
বশ হলে দেব যাইবে দিবে
দিবে গেলে সদা সুখ ভুঞ্জিবে॥"

নিবাতকবচবধ।

অথ মালাদীপক।

৩৬৫। পর পর পদার্থের প্রতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের একধর্ম্মসম্বন্ধ বর্ণনাকে মালা-দীপক বলে।

উদাহরণ।

"পার্থে আকর্ষণ করিল ক্রোধ
গাণ্ডীব টানিল সে মহাযোধ।

গাণ্ডীবে আকৃষ্ট হইল বাণ,
বাণ আকর্ষিল অরির প্রাণ ॥"

নিবাতকবচবধ।

এখানে আকর্ষণ ক্রিয়াই এক ধর্ম্ম।

অথ একাবলী।

৩৬৬। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের বিশেষণ গুলি পর পর পদার্থের বিশেষ্যরূপে স্থাপিত বা পরিত্যক্ত হইলে যে বৈচিত্র্য জন্মে তাহার নাম একাবলী।

প্রথম উদাহরণ।

"মরি এই সরোবর কমল ভূষিত
কমলকুসুম সব ভৃঙ্গ-সুশোভিত।
ভৃঙ্গগণ ঝঙ্কারিছে সঙ্গীত-চতুর
সঙ্গীত হরিছে মনঃ মূর্চ্ছনা-মধুর ॥"

দ্বিতীয় উদাহরণ।

"পার্থ নহে হেন নিরস্ত্র হয়
অস্ত্র নহে যাতে বৈরী অক্ষয়
বৈরী নহে যেই বীর্য্যেতে ক্ষীণ,
বীর্য্য নহে যাহা খ্যাতি বিহীন।"

নিবাতকবচবধ।

পূর্ব্বোদাহরণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের বিশেষণগুলি বিশেষ্য রূপে স্থাপিত, এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অথ সার।

৩৬৭। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ অপেক্ষা উত্তরোত্তর পদার্থের উৎকর্ষ বর্ণনাকে সার কহে।

উদাহরণ।

" জনমে মানব-জনম সার,
বড়কুলে জন্ম সার তাহার।
তাহে সার নিজ ধর্ম্ম পালন
স্বধর্ম্মে পিতার আজ্ঞা বহন ॥ "

নিবাতকবচবধ।

অথ যথাসংখ্য।

৩৬৮। উল্লিখিত পদার্থগুলির ক্রমিক অন্বয় বর্ণনাকে যথাসংখ্য কহে।

উদাহরণ।

" রামকৃষ্ণে দেখ সখে ব্রজের ভিতরে
মন্দ মন্দ যাইছেন শিঙ্গা বেণু করে।
নীলাম্বর পীতাম্বর শোভে পরিধানে
শ্বেতগিরি নীলগিরি যেন একস্থানে ॥ "

অথ পর্য্যায়।

৩৬৯। এক স্থানে যদি পূর্ব্বকাল ও উত্তর-কালক্রমে অনেক বস্তুর অথবা অনেক স্থানে এক বস্তুর উৎপত্তি বা বিধান বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে পর্য্যায় নামে অলঙ্কার কহা গিয়া থাকে।

উৎপত্তি হওয়া স্বয়ং—এবং বিধান করা অন্য দ্বারা এটী বুঝিয়া লইতে হইবে।

উদাহরণ।

" চক্ষেতে থাকিয়া ক্ষণ অশ্রুজল
ভাসাইলা পরে কপোলের তল।

তথা হতে ক্রমে হয়ে বিগলিত
পয়োধরে পড়ি হইলা চূর্ণিত।
পরে বলি পথ বাহিয়া বাহিয়া,
দাঁড়াইলা নাভি সরোবরে গিয়া॥

একস্থানে অনেকের—যথা

"যে পুরীতে ভ্রমিয়াছে কামিনী নিচয়,
চরণে নূপুর পরি—প্রফুল্লহৃদয়॥
সিংহ ব্যাঘ্র বায়স শৃগাল আদি কত
জন্তুগণ সে পুরীতে ভ্রমিছে নিয়ত॥"

চারুগাথা।

অথ পরিবৃত্তি।

৩৭০। সমান, ন্যূন অথবা অধিক মূল্যের বস্তু দ্বারা বিনিময় বর্ণনাকে পরিবৃত্তি কহে।

সমানে সমানে যথা

"মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া
ঘরে গেলা দোঁহে দোঁহা হৃদয়ে লইয়া।"

বিদ্যাসুন্দর।

যথা বা

"অনিত্য শরীর করি বিতরণ
লভেছে জটায়ু সুকৃত রতন
কাষ্ঠ আন ভাই করি সৎকার
করিব পাখীর শেষ উপকার।"

এখানে আধিক্য দ্বারা বিনিময় হইয়াছে।

অথ পরিসংখ্যা।

৩৭১। প্রশ্নপূর্ব্বক হউক আর প্রশ্নব্যতিরে-

কেই বা হউক কথিত বস্তুটী যদি তৎসদৃশ বস্তুর ব্যাবর্ত্তক হয় তাহা হইলে পরিসংখ্যা বলা যায়।

কথিত বস্তু—অর্থাৎ উপাদেয়ত্ব রূপে নির্ণীত বস্তু। শাব্দ ও আর্থ ভেদে উক্ত ব্যবচ্ছেদ দুই প্রকার।

প্রশ্ন পূর্ব্বক—যথা

" কি হয় দেহের চারু ভূষণ?
যশ হয় ভূষা, নহে রতন।
কি হয় জগতে অতীব সার?
বিবেক সার, নহে রাজ্যভার।
কাহার সেবায় সুখ অপার?
সত্যের সেবায়, নহে রাজার॥"

এখানে রত্নাদি তিনটী পদার্থের ব্যবচ্ছেদই শব্দগত হইয়াছে।

অর্থগত ব্যবচ্ছেদ যথা

" বল দেখি কোন বস্তু চাহে সাধু মন?
সাধু চিত্ত চাহে সদা ঈশ্বর সাধন।
বল দেখি কোন বস্তু কাম্য ভূমণ্ডলে?
অহৈতুকী ভক্তি কাম্য হরি পদতলে॥"

সাধুদিগের মন সর্ব্বদা ঈশ্বরসাধনাদি প্রার্থনা করে, ধনাদি অনিত্যবস্তু প্রার্থনা করে না—স্পষ্ট উল্লেখ না থাকাতেও এখানে ধনাদির ব্যবচ্ছেদটী অর্থগত প্রতিপন্ন হইতেছে।

অপ্রশ্ন পূর্ব্বক শব্দগত ব্যবচ্ছেদ যথা

মজ সেই নিরঞ্জনে বিষয়েতে মজো না
পরহিতে রত থাক, অপকার করো না।

বিনয় ভূষণ পর, কণ্ঠে হার পরো না

দরিদ্রকে দান কর, ধনিগণে দিও না ॥ ”

এখানে জিজ্ঞাসা নাই অথচ বিষয় প্রভৃতির ব্যবচ্ছেদ স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে, অতএব এই ব্যবচ্ছেদ গুলি শব্দগত হইল।

অপ্রশ্নপূর্ব্বক অর্থগত ব্যবচ্ছেদ যথা

“ ভাঙ্গিতে কলঙ্ক হরি বৈদ্যরূপ ধরিলেন

ভূভার হরণ জন্য অবতীর্ণ হইলেন ॥ ”

চিকিৎসাদি জন্য নহে এই কথার উল্লেখ নাই অথচ বুঝাইতেছে, এজন্য এখানে চিকিৎসাদির ব্যবচ্ছেদ অর্থগত হইল।

অথ উত্তর।

৩৭২। উত্তর * শুনিয়া প্রশ্নের অনুমান করার নাম উত্তর।

উদাহরণ।

“ কেমনে থাকিবে শ্যাম আমার আগারে

স্বামী মোর গিয়াছেন যমুনার পারে।

আমি একাকিনী বালা শ্বশ্রূ অন্ধ কাণে কালা,

অতএব ক্ষমা করি যাও স্থানান্তরে। ”

গীত—কালীব্রজা।

এই বাক্য দ্বারা সেই গৃহে কৃষ্ণের রজনী যাপন প্রার্থনা প্রতীত হইয়াছে।

---

* প্রশ্নোত্তরের মধ্যে অন্যের ব্যাবর্ত্তন ঘটিলে তাৎপর্য্যের অভাব হয় বলিয়া ইহা পরিসংখ্যা হইতে পৃথক্। অনুমানে সাধ্য ও সাধন এই উভয়েরই নির্দ্দেশ থাকে বলিয়া, ইহা অনুমানও নহে, এবং উত্তরটী প্রশ্নের প্রতি হেতু নহে বলিয়া, ইহা কাব্যলিঙ্গও হইতে পারে না।

অথ অর্থাপত্তি।

৩৭৩। "ইন্দুরে দণ্ড ভক্ষণ করিয়াছে" এই কথা বলিলে, অর্থবশতঃ দণ্ডস্থিত পিষ্টকের ভক্ষণ যেমন আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ একার্থ হইতে অন্য প্রকার অর্থের আগম হইলে যে চমৎকারিত্ব জন্মে তাহার নাম অর্থাপত্তি।

উদাহরণ।

"জাননা মোদের বল বিক্রম
বৃথা তুঁই গর্ব্ব শিশুর সম।
ইন্দ্র তোর পিতা জিনেছি তায়,
নর তুই তোরে জিনা কি দায়।"

নিবাত কবচবধ।

অথ বিকল্প।

৩৭৪। বাস্তবিক বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের তুল্য বল কল্পনাদ্বারা এক ক্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শনের নাম বিকল্পালঙ্কার।

উদাহরণ।

"অদ্য আসিয়াছে কৌরব বীর,
ধনু* নম্র কর অথবা শির!
প্রাণ ছাড় কিম্বা ছাড়হ মান
অন্যথা তোদের না দেখি ত্রাণ॥"

নিবাতকবচবধ।

---

* এখানে ধনুঃ ও শিরঃ নম্রকরণ দ্বারা সন্ধি ও বিগ্রহ এই দুই বিরুদ্ধ বিষয় একবারে সমুপস্থিত হইতেছে এবং স্পর্দ্ধাদ্বারা ধনুঃ ও শিরোনমনরূপ তুল্য বল এখানে প্রকটিতই রহিয়াছে।

'ব্রাহ্মণকে অথবা দেবতাকে অর্থদান কর' এরূপ স্থলে চাতুর্য্যের অভাববশতঃ অলঙ্কার হইবে না।

অথ সমুচ্চয়।

৩৭৫। প্রস্তুত কার্য্যের একমাত্র সাধকসত্ত্বেও যে সাধকান্তরের উপাদান তাহার নাম সমুচ্চয়।

সমাধি অলঙ্কারে এক কার্য্যের প্রতি সাধক সমগ্র থাকিলেও কাকতালীয় ন্যায়ে তাহাদিগের আপাত বুঝিতে হইবে এখানে সেরূপ নহে। সমাধি ও সমুচ্চয়ে এইমাত্র প্রভেদ।

উদাহরণ।

"একে রাম বীরশ্রেষ্ঠ নানাগুণে গুণী
তাহাতে বিজয়া জয়া বিদ্যা দিলা মুনি।
তাহে ইন্দ্র রথ পাঠাইলা লঙ্কাধামে
ক্ষান্ত হও, মহারাজ, সীতা দিয়া রামে।"

একমাত্র রামের বীরত্বরূপ কারণ সত্ত্বেও জয়া বিজয়া প্রভৃতি সাধকান্তরের উল্লেখ দেখা যাইতেছে বলিয়া এখানে সমুচ্চয়ালঙ্কার হইল।

অথ সমাধি।

৩৭৬। দৈবানুকূল্যবশত হঠাৎ উপায়ান্তরের উপস্থিতিদ্বারা যদি আরব্ধ বিষয়টী অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা হইলে সমাধি কহা যায়।

উদাহরণ।

"হেন বাণী শুনি কৌরব মণি
যুঁড়িল যেমন চাপে অশনি।
খরবাত সহ অমনি রড়ে
দানব-নগরে উলকা পড়ে॥"

নিবাতকবচবধ।

উল্কাপাত রূপ দৈবোপায়দ্বারা দানববধরূপ আরব্ধ কার্য্যটী সমাহিত হইতেছে বলিয়া এখানে সমাধি নামে অলঙ্কার হইল।

অথ প্রতীপ।

৩৭৭। প্রসিদ্ধ উপমানের উপমেয়ত্ব কল্পনা অথবা নিষ্ফলত্ব জ্ঞাপনকে প্রতীপ কহে।

প্রথম উদাহরণ।

"চাঁদ ছিল জানকী বদন তুলা দিতে
লুকাইলা বরষার জলধর-ভিতে।
নয়ন সদৃশ ছিল কুবলয় দল
মোর ভাগ্যে ডুবাইলা বরিষার জল।
গমনের অনুকারী ছিল হংসগণ
মানস সরসে তারা করিলা গমন॥"

এখানে চন্দ্রকুবলয়াদি প্রসিদ্ধ উপমান গুলির উপমেয় ভাব কল্পিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা
পদ নখে পড়ি তার আছে কতগুলা।
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥"

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে শশী ও কামধনুরূপ প্রসিদ্ধ উপমানদ্বয়ের নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অথ মীলিত।

৩৭৮। তুল্য চিহ্নদ্বারা এক বস্তু যদি অন্য-বস্তুকে তিরোহিত করে তবে মীলিত নামে অল-ঙ্কার হয়।

তিরোধায়ক বস্তু কোথাও স্বাভাবিক কোথাও বা আগন্তুক হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"রাধার কাজল লেগেছে হৃদয়ে
লখিতে নারিল কেহ
চণ্ডিদাসে কয় লুকাতে না হয়,
বলি হারি কালদেহ।"

চণ্ডিদাস।

এখানে সহজ শ্যামকান্তিদ্বারা কজ্জলদাগ তিরো-হিত হইয়াছে।

অথ সামান্য।

৩৭৯। সদৃশগুণদ্বারা প্রস্তুত পদার্থের সহিত অপ্রস্তুতপদার্থের তাদাত্ম্য কথনকে সামান্য কহে।

মীলিত অলঙ্কারস্থলে উৎকৃষ্ট গুণদ্বারা নিকৃষ্টগুণের তিরোধান এখানে সেরূপ নহে, এখানে প্রকৃতাপ্রকৃত উভয়েরই তুল্যগুণ থাকা চাই।

উদাহরণ।

"কুন্দকুসুম করু কবরীক ভার
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার।
চন্দনে চরচিত রুচির কপূর
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর।

চাঁদনি রজনি উজোরল গোরী
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি।
ধবল বিভূষণ অম্বর বলই।
ধবলিম কৌমুদী-মিলিতনু চলই।
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল
রঙ্গ-পুতলি কিয়ে রসমাহ ঢুল।
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার
গুরু-কুলকণ্টক কি করয়ে পার।"

পদকল্পতরু।

অথ তদ্‌গুণ।

৩৮০। আপনার গুণ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যদীয় উৎকৃষ্টগুণ গ্রহণের নাম তদ্‌গুণ।

উদাহরণ।

"সখি হে! হেরি দেখসিয়ে বা
বলায়ের কাঁতি শ্যাম অঙ্গে পড়ি
বিশদ করেছে কি বা।"

পদামৃতসমুদ্র।

শ্রীকৃষ্ণের শ্যামাঙ্গ শ্যামতা ত্যাগ করিয়া বলদেবের অঙ্গধাবল্য গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এখানে তদ্‌গুণালঙ্কার হইল।

অথ অতদ্‌গুণ।

৩৮১। উৎকৃষ্টগুণবিশিষ্ট বস্তুর সন্নিহিত হইয়াও নিকৃষ্টগুণবিশিষ্ট বস্তু যদি তাহার গুণ-গ্রহণ না করে, তবে অতদ্‌গুণ নামে অলঙ্কার বলা যায়।

উদাহরণ।

"কিম্বা উপদেশ না লয় খল,
ছিদ্রিত কলসে থাকে কি জল?
গঙ্গাজল দিয়া হাজার বার
ধুইলেও শুদ্ধ নহে অঙ্গার।"

নিবাতকবচবধ।

যথা বা

"অহে রাজহংস! তুমি কখন গঙ্গার সিত-সলিলে কখন বা কজ্জল সদৃশ যমুনার জলে বিচরণ করিতেছ, কিন্তু তোমার শুক্লিমার ত কিছুমাত্র তারতম্য দেখিতেছি না; না গঙ্গার শুক্লিমায় অধিক শুক্ল হইয়াছ, না যমুনার নীলিমায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছ; কিছুই যে দেখিতেছি না।

উৎকৃষ্টগুণ বস্তুর সন্নিহিত হইয়াও হংসের শুক্লিমার অন্যথা হয় নাই বলিয়া, এখানে অতদ্‌গুণ অলঙ্কার হইল। এবং কারণসত্ত্বে কার্য্যের অভাব হইয়াছে বলিয়া এখানে বিশেষোক্তিও হইতে পারে।

অথ সূক্ষ্ম।

৩৮২। সূক্ষ্মমতিব্যক্তি কর্ত্তৃক আকার অথবা ইঙ্গিত দ্বারা বোধ্য যে সূক্ষ্ম অর্থ, কোনরূপ ভঙ্গিক্রমে তাহার বর্ণনাকে সূক্ষ্ম কহে।

উদাহরণ।

"রাজপুত্রীও নৃপকুমারকে নয়নগোচর করিয়া, কৃতার্থম্মন্যা হইয়া, শিরস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন।

অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া দন্তদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। পুনর্ব্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বারংবার রাজতনয়ের প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে স্বীয়প্রিয় বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

বেতাল পঞ্চবিংশতি।

পদ্মপুষ্প কর্ণে সংলগ্ন করা দ্বারা এই বুঝাইল যে কন্যা কর্ণাট নগরনিবাসিনী। দন্তদ্বারা ছেদন ও পদ-তলে নিক্ষেপ করিয়া এই ব্যক্ত করিয়াছিল যে সে দন্তবাট রাজার কন্যা ও তাহার নাম পদ্মাবতী ইত্যাদি ইঙ্গিত বোধ্য বিষয় গুলি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এখানে সূক্ষ্ম নামে অলঙ্কার হইল।

অথ ব্যাজোক্তি।

৩৮৩। কোন প্রকার ছলদ্বারা উদ্ভিন্ন বিষয়ের গোপনকে ব্যাজোক্তি কহে।

উদাহরণ।

"ভয় উপজিল দানব গণে
শরীর ঘামিয়া কাঁপে সঘনে।
আঃ মার মার পামর নরে।
হেন কহি তাহা গোপন করে।"

নিবাতকবচবধ।

এখানে অপহ্নুতি বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে না কারণ এখানে প্রকৃত বিষয়টী অর্জ্জুনের বোধগম্য হই-য়াছে অপহ্নুতি অলঙ্কারে প্রকৃত বিষয়ের বোধ হয় না।

অথ স্বভাবোক্তি।

৩৮৪। গুণক্রিয়াদি বর্ণন দ্বারা প্রাকৃত পদার্থের যথার্থ স্বভাব প্রকাশ করার নাম স্বভাবোক্তি।

উদাহরণ।

" ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধূলায় পড়ে,
আলু থালু কবরী-বন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাত নাড়া ঘন ডাক
চমকে সকল পুরজন॥ "

বিদ্যাসুন্দর।

ক্রোধের সময়ে যেরূপ স্বভাব হইয়া থাকে তাহা সুন্দররূপে এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ভাবিক।

৩৮৫। ভূত অথবা ভাবী কোন অদ্ভুত পদার্থের প্রত্যক্ষবদ্বর্ণনাকে ভাবিক কহে।

উদাহরণ।

" এতদিন তোরা সুখেতে ছিলি
বিষম সঙ্কটে এবে পড়িলি।
ডাকিছে তোদিকে ভাবি মরণে
দেখিতেছি আমি দিব্য নয়নে॥ "

নিবাতকবচবধ।

দৈত্যগণের ভাবি মরণ প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করাতে এখানে ভাবিক অলঙ্কার হইল।

অথ উদাত্ত।

৩৮৬। লোকাতিশয় সম্পত্তি বর্ণনাকে উদাত্ত কহে।

উদাহরণ।

" তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল।
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপূত
রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত।
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত।
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা
আঁটা আঁটি সেই গড়ে যাতে মালখানা।
সেই গড়ে নানাজাতি বৈসে মহাজন
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খ সংখ্যা করে ধন ॥ "

বিদ্যাসুন্দর।

রাজা বীরসিংহের লোকাতিশয় সম্পত্তি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এখানে উদাত্ত হইল।

অন্য প্রকার।

৩৮৭। ভাবোদয়, ভাবশান্তি ও ভাবশাবল্যাদি স্থলে ভাবোদয়ালঙ্কার প্রভৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে, এবং উক্ত অলঙ্কার সকল যদি পরস্পর বিমিশ্রিত হয় তাহা হইলে অলঙ্কার-সংসৃষ্টি ও অলঙ্কার-সঙ্কর বলিয়া কথিত হয়।

একমাত্র কবিতায় দুই তিন বা ততোধিক অলঙ্কার যদি স্বস্বপ্রধান ভাবে অবস্থিতি করে তাহা হইলে সংসৃষ্টি হয়। দুই তিন বা ততোধিক অলঙ্কার একত্র অবস্থিতি করিলে অলঙ্কার সঙ্কর হইয়া থাকে।

৩৮৮। খড়্গাবন্ধ, গোমূত্রিকাবন্ধ প্রভৃতি চিত্রালঙ্কার বঙ্গভাষার উপযোগী নহে। এজন্য তাহাদিগের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না।

প্রশ্ন পূরণ।

৩৮৯। প্রশ্ন পূরণ প্রভৃতি যে সকল কৌশল বঙ্গভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কোন একটী বিশেষ অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত নহে।

উদাহরণ।

প্রশ্ন।

"গগনে ডাকিছে শিবা হোয়া হোয়া করি"

পূরণ।

"শক্তিশেলে পড়ে যবে ঠাকুর লক্ষ্মণ
পর্ব্বত লইয়া যায় পবন-নন্দন।
গমন বেগেতে গিরি কাঁপে থরহরি
গগনে ডাকিছে শিবা হোয়া হোয়া করি॥"

রসসাগর।

৩৯০। সাঙ্কেতিক শব্দদ্বারা অথবা একাক্ষর কোষোক্ত অর্থযুক্ত অক্ষর বিশেষ দ্বারা ভাব

প্রকাশ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ; সংবৎ প্রভৃতি বৎসর গণনাস্থলে পূর্ব্বতন কবিরা সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বঙ্গভাষায় সেটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না।

সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা অর্থব্যক্তি যথা

"বেদলয়ে ঋষিরসে ব্রহ্ম নিরূপিলা
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।"

অন্নদামঙ্গল।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ১৬৭৪ শকে ভারতচন্দ্র অন্নদা-মঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অর্থযুক্ত অক্ষরদ্বারা ভাব ব্যঞ্জনা বিদ্যাসুন্দরে চৌত্রিশ অক্ষর স্তবে যথেষ্ট আছে। এজন্য তাহার উদাহরণ প্রদত্ত হইল না।

সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা পত্রাদি লেখা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য, কারণ পত্রিকা মধ্যে যত সরল শব্দ ব্যবহৃত হইবে ততই মনের ভাব অনায়াসে অন্যে বুঝিতে পারিবে। এজন্য সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা পত্র লেখা অত্যন্ত অনুচিত।

ইতি কাব্যদর্পণে অলঙ্কার
পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অথ ব্যঞ্জনা ব্যাপার।

৩৯১। অভিধাবৃত্তি, লক্ষণাবৃত্তি ও তাৎপর্য্যা বৃত্তি এই তিনটী বৃত্তি আপন আপন অর্থ প্রকাশ করিয়া, অন্য আর একটী অর্থ প্রকাশে উপক্ষীণ হইলে, সেই অর্থ ব্যক্ত করিতে যে বৃত্তি স্বীকার করা যায়, তাহার নাম ব্যঞ্জনা বৃত্তি এবং সেই অর্থ টীর নাম ব্যঙ্গ্যার্থ।

অন্য প্রকার।

৩৯২। যে বৃত্তি দ্বারা মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও তাৎপর্য্যার্থ ভিন্ন অপর আর একটী অর্থের বোধ হয় তাহার নাম ব্যঞ্জনা বৃত্তি।

এই শব্দ বা এই পদ অমুক অর্থের প্রকাশক হউক, বক্তার এইরূপ ইচ্ছাময় যে ব্যাপার তাহার নাম বৃত্তি।

এই ব্যঞ্জনা বৃত্তি আপাততঃ দ্বিবিধ—যথা, শব্দসম্বন্ধিনী ব্যঞ্জনা ও অর্থসম্বন্ধিনী ব্যঞ্জনা; তন্মধ্যে শব্দসম্বন্ধা ব্যঞ্জনাকে শাব্দীব্যঞ্জনা ও অর্থসম্বন্ধা ব্যঞ্জনাকে আর্থীব্যঞ্জনা কহে।

অথ শাব্দীব্যঞ্জনা।

৩৯৩। যে ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও তাৎপর্য্যার্থ ভিন্ন শব্দের অপর আর একটী

অর্থের বোধ হয় তাহার নাম শাব্দী ব্যঞ্জনা। এই শাব্দী ব্যঞ্জনা দুই প্রকার-যথা, অভিধামূলা শাব্দী ব্যঞ্জনা ও লক্ষণামূলা শাব্দী ব্যঞ্জনা।

অথ অভিধামূলা।

৩৯৪। সংযোগ বিয়োগাদি দ্বারা অনেকার্থ শব্দের একমাত্র অর্থ নিয়ন্ত্রিত হইলে যদ্দ্বারা অপরার্থের বোধ হয় তাহার নাম অভিধামূলা ব্যঞ্জনা।

এই সূত্রোক্ত আদিপদে সাহচর্য্য, বিরোধিতা, প্রয়োজন, অন্যশব্দসন্নিধি, দেশ ও কাল বুঝায়।

উদাহরণ।

"সশঙ্খ চক্রহরি" এখানে শঙ্খচক্র সংযোগে হরি শব্দে বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে কিন্তু শঙ্খ চক্র না থাকিলে সিংহ প্রভৃতিকে বুঝাইতে পারিত। "অশঙ্খ চক্র হরি।" এখানেও বিয়োগ দ্বারা তাঁহাকে বুঝা-ইতেছে "ভীমার্জ্জুন" এখানে ভীম শব্দের সাহচর্য্য বশতঃ ধনঞ্জয়কেই বুঝাইতেছে অর্জ্জুননামক বৃক্ষকে বুঝাইতেছে না। "কর্ণার্জুন" এখানে বৈরভাব বুঝা-ইতেছে বলিয়া কর্ণশব্দে শ্রবণেন্দ্রিয় না বুঝাইয়া সূতপুত্রকে বুঝাইতেছে। "স্থাণুকে বন্দনা করি" এখানে প্রয়োজন বশতঃ মহাদেবকেই বুঝাইতেছে কাষ্ঠ স্তম্ভকে লক্ষ্য করিতেছে না, কারণ কাষ্ঠ স্তম্ভকে বন্দনা করা কাহারও প্রয়োজন হয় না; "তখন

রাম বৃন্দাবনে দাঁড়াইয়া ধেনু চরাইতে লাগিলেন।” এখানে প্রকরণ বশতঃ রাম শব্দে দাশরথিকে না বুঝিয়া বলদেবকে বুঝিতে হইবে। কৈলাসবাসী নীলকণ্ঠ তোমার মঙ্গল করুন।” এখানে দেশভেদে নীলকণ্ঠ শব্দে শিবকে বুঝিতে হইবে। “রজনীতে চিত্রভানু শোভা পাইতেছে” এখানে কাল বশতঃ চিত্রভানু শব্দে অগ্নিকে বুঝিতে হইবে ইত্যাদি।

অথ লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা।

৩৯৫। যে প্রয়োজনের নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকার করা যায়, সেই প্রয়োজন যদ্দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহার নাম লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা।

যেমন “গঙ্গায় ব্রাহ্মণ বাস করিতেছে” এখানে অভিধাশক্তি ভগীরথকৃত খাতব্যাপী জলপ্রবাহ-রূপ অর্থ বুঝাইয়া, বিরত হইলে, এবং লক্ষিত তটাদির অর্থবোধ করাইয়া লক্ষণাশক্তি ক্ষান্ত হইলে, যদ্দ্বারা অতিশয় শীতলত্ব পাবনত্বাদি বোধিত হইতেছে তাহারই নাম লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা।

যদি কেহ এরূপ তর্ক করেন যে গঙ্গাতট-বাসের প্রয়োজনীভূত শীতলত্ব পাবনত্বাদির প্রয়োজন কি? এবং তৎপরে যদি আর একজন জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারই বা প্রয়োজন কি? এইরূপে উত্তরোত্তর প্রয়োজন জিজ্ঞাসিত ও সিদ্ধান্তিত হইলে অনবস্থা-

পত্তি উপস্থিত হয়, এবং উক্ত অনবস্থা মূলপ্রয়োজনের ক্ষতিকারিণী হইয়া উঠে।

তটাদি যদি লক্ষণাশক্তির বিষয়ীভূত হইল তবে শীতলত্ব পাবনত্বাদি লক্ষণার বিষয়ীভূত না হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে শীতলত্ব পাবনত্বরূপ প্রয়োজনের সহিত লক্ষণার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ আলঙ্কারিক শিরোমণি মহামহোপাধ্যায় সম্মট ভট্ট বলেন যে "বিশিষ্টে লক্ষণা হইতে পারে না" তবে লক্ষিত বিষয়ে যে কিছু বিশেষ থাকিবে সেই বিশেষ বুঝাইতে ব্যঞ্জনার প্রয়োজন সুতরাং লক্ষণামুলা ব্যঞ্জনা ব্যতীত তটের বিশেষ গুণ যে শীতলত্বাদি তাহা কিরূপে ব্যক্ত হইতে পারে।

অথ আর্থীব্যঞ্জনা।

৩৯৬। বক্তা, বোদ্ধব্যবিষ, বাক্য, অন্যসন্নিধি, প্রস্তাব, দেশ, কাল, কাকু ও চেষ্টাদির বৈশিষ্ট্যবশতঃ যে বৃত্তি অন্য অর্থ প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহার নাম আর্থীব্যঞ্জনা বৃত্তি।

বক্তৃ-বৈশিষ্ট্য যথা।

"সখিরে।

এই নিরজন কুঞ্জবন!

আইলে কৃষ্ণেরে বোলো করিতে গমন।

আমি সখী-সোহাগিনী, জননীর আদরিণী,

কেমনে কালিয়া হেথা করি নানা ছল
বেড়াইবে গলে দিয়া ধড়ার আঁচল।”

এখানে বক্তৃ-বৈশিষ্ট্যবশতঃ ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা এইটী বুঝাইতেছে যে আজি এদিকে কৃষ্ণ আইলে হে সখি তুমি ছাড়িয়া দিও না কারণ আজি নির্জ্জন কুঞ্জে আসিতে পাইয়াছি।

বাগ্বৈশিষ্ট্য যথা।

“ছুঁওনা ছুঁওনা শ্যাম আমরা কুমারী
পথ ছাড়ি দেহ কুঞ্জে যাব গিরি-ধারি।
পথে একাকিনী পেয়ে সম্মুখে আসিয়া ধেয়ে,
কি কর কি কর অহে শ্যাম নটবর!
হেরিয়া তোমার ভাব কাঁপিছে অন্তর॥”

এখানে ব্রজকুমারীদিগের বাগ্ভঙ্গীদ্বারা এইটী বুঝাইতেছে যে আমাদিগকে একাকিনী পেয়ে যদি স্পর্শ কর তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণস্পর্শ সুখলাভ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব অতএব হে কৃষ্ণ আমাদিগকে স্পর্শ কর।

অন্যসন্নিধি-বৈশিষ্ট্যবশতঃ—যথা

“নিশ্চল বিসিনী-পত্র-মাঝে
প্রিয়সখি স্পন্দহীন বলাকা বিরাজে।
যেন মরকতগায় শুভ্র শঙ্খ শোভা পায়,
নয়ন মেলিয়া তুমি দেখলো সজনি!
পুষ্পিত হয়েছে তাহে মল্লীপুষ্পবনী॥”

কোন গোপী নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া

আপনার প্রিয়সখীকে ভঙ্গীক্রমে এইটী বলিতেছে যে বলাকা যখন নিস্পন্দভাবে পদ্মপত্রে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তখন এবন অবশ্যই জনশূন্য, অতএব হে কৃষ্ণ তুমি এই-স্থানে অভিসার করিও। এখানে স্থাননির্জ্জনত্বরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ-বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতেছে।

অথ কাকু।

৩৯৭। শোক ভয়াদি দ্বারা কণ্ঠধ্বনির যে বিকার তাহার নাম কাকু।

উদাহরণ।

ভ্রমরের গণগণি কোলিলের কুহূধ্বনি,
মরমে পশিছে যেন শাণিত অশনি
আর কিসে বাঁচিলো স্বজনি ?
রসাল বকুল কুল হানিছে নয়নে শূল
গন্ধফলী হাসিতেছে বিকাশি বদন ;
আসিবেনা ব্রজের রতন ?
এ হেন বসন্ত সখি করিছে গমন ?

এখানে স্বরবিকার দ্বারা এই ব্যক্ত হইতেছে যে বসন্ত যাইতেছে কৃষ্ণ অবশ্যই আসিবেন।

চেষ্টা-বৈশিষ্ট্য যথা

“ ব্রজবীরে হেরি রাই হয়ে আনন্দিত
হাসি মুখে লীলাপদ্ম করিলা মুদিত।”

লীলাকমল মুদ্রিত করিয়া শ্রীরাধা সন্ধ্যাসময়ে গমন সঙ্কেত করিলেন অতএব এখানে ব্যঞ্জনা দ্বারা এইটী ব্যক্ত হইতেছে যে হে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাসময়ে নিকুঞ্জে আগ-মন করিও।

অথ তাৎপর্য্যাবৃত্তি।

৩৯৮। যে বৃত্তি দ্বারা পদাথ-পরম্পরার অন্বয় বোধে সমর্থ হওয়া যায় তাহাকে তাৎপর্য্যাখ্য-বৃত্তি কহে।

ইতি কাব্যদর্পণে ব্যঞ্জনা ব্যাপার নামক
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অথ নবম পরিচ্ছেদ।

অথ ধ্বনি গুণীভূত ব্যঙ্গ্যাখ্য কাব্য ভেদ।

অথ ধ্বনি।

৩৯৯। ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। তন্মধ্যে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থটী অধিক চমৎকারকারী হইলে ধ্বনি কাব্য কহা যায়।

ইহা বসনাবৃত কামিনী-বদন-সৌন্দর্য্যবৎ গূঢ় থাকি-সাও চমৎকার সম্পাদক হয়।

উদাহরণ।

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
জানহ পতির নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত।

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুণ।
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥”

অন্নদামঙ্গল।

এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থটী অধিক চমৎকারজনক সুতরাং এটী ধ্বনি-কাব্য হইল।

অথ ধ্বনিভেদ।

৪০০। উক্ত ধ্বনি দ্বিবিধ—যথা লক্ষণামূলধ্বনি ও অভিধামূলধ্বনি। তন্মধ্যে অভিধামূলধ্বনি দুই প্রকার—যথা অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্য-পরবাচ্য। এই অবিবক্ষিতবাচ্য আবার দ্বিবিধ—যথা অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্য ও অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য।

ইহাদিগের লক্ষণ ও বিবৃতি করিবার তত প্রয়োজন নাই কারণ, বঙ্গভাষায় ইহাদিগের উদাহরণ প্রায় লক্ষিত হয় না এই জন্য দিঙ্মাত্র দেখান গেল।

অথ গুণীভূত ব্যঙ্গ্য।

৪০১। যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে বাচ্যার্থের চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যা-

র্থের অতিরিক্ত কোন চারুতা লক্ষিত হয় না, তথায় গুণীভূত ব্যঙ্গ্য নামক কাব্য হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"হইয়া লুব্ধ হেম মৃগ তৃষ্ণায়
যবে ধাইলাম ছাড়িয়া সীতায়।
রামত্ব পেয়েছি নিশ্চয় তখন;
এখন বনেতে করিগে ভ্রমণ॥"

এক ব্রাহ্মণ লাঙ্গল চালাইত সে হঠাৎ স্বর্ণলাভ রূপ মৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া লাঙ্গল দণ্ড যে সীতা তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিতেছে এখানে "রামত্ব পেয়েছি" এ বাক্যটীর উল্লেখ না থাকিলেও বাচ্যার্থের চমৎকারিতা দ্বারা ঐরূপ ভাবটী সহজেই বুঝা যাইত সুতরাং উক্ত ব্যঙ্গ্যার্থটী গুণীভূত হইল, এজন্য এখানে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য নামক কাব্য হইল।

ইতি কাব্যদর্পণে ধ্বনি গুণীভূত ব্যঙ্গ্য নামক
নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

অথ নাটক পরিচ্ছেদ।

৪০২। ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্যরূপে কাব্যের দুই প্রকার ভেদ বলিয়া, সংপ্রতি দৃশ্যত্ব ও শ্রব্যত্ব-রূপে কাব্যের আর দুই প্রকার ভেদ নিরূপিত হইতেছে।

৪০৩। অভিনয়যোগ্য যে কাব্য তাহার নাম দৃশ্যকাব্য। নটাদি দ্বারা রাম যুধিষ্ঠিরাদির রূপ আরোপিত হয় বলিয়া ইহার অন্যতর নাম রূপক।

অথ অভিনয়।

৪০৪। রাম যুধিষ্ঠিরাদির অবস্থা অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যের যে অনুকরণ তাহার নাম অভিনয়। এই অভিনয় চতুর্ব্বিধ যথা—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য, ও সাত্ত্বিকাভিনয়।

অথ আঙ্গিকাভিনয়।

৪০৫। শরীর দ্বারা নিষ্পাদ্য যে অভিনয় তাহার নাম আঙ্গিক অভিনয়।

অথ বাচিকাভিনয়।

৪০৬। বাক্য দ্বারা নিষ্পাদ্য যে অভিনয় তাহার নাম বাচিক অভিনয়।

অথ আহার্য্যাভিনয়।

৪০৭। বেশ রচনা দ্বারা নিষ্পাদ্য যে অভিনয় তাহার নাম আহার্য্যাভিনয়।

অথ সাত্ত্বিকাভিনয়।

৪০৮। স্তম্ভ স্বেদাদি সত্ত্বগুণ সম্ভূত অভিনয়ের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়।

অথ নাটক বিভাগ।

৪০৯। বঙ্গভাষায় নাটক তিনপ্রকার—যথা, নাটক, প্রকরণ ও প্রহসন।

অথ নাটক।

৪১০। কোন প্রখ্যাত বৃত্তান্ত যদি বিলাস, অভ্যুদয় ও ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদি নায়ক গুণসমূহে অলঙ্কৃত হয় ও সেই বৃত্তান্তে যদি দিব্য অথবা দিব্যাদিব্য কোন প্রখ্যাত বংশ ধীরোদাত্ত রাজর্ষি নায়ক হন তবে তাহাকে নাটক কহে। নাটকে পাঁচের কম না হয় ও দশের অধিক না হয় এরূপ অঙ্ক থাকা আবশ্যক এবং সুখ দুঃখাদি নানা রস নিরন্তর বিচরণ করিবে। আদ্য অথবা বীররস-প্রধান না হইলে নাটক হয় না; অন্যান্য যে সকলরস নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হইবে তাহারা ঐ দুই প্রধান রসের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে; চারি অথবা পাঁচজন প্রধান ও বুদ্ধিমান্ লোক

কার্য্যব্যাপৃত থাকিবেন। অঙ্কগুলি ক্রমে ছোট হইয়া আসিবে কারণ, অঙ্কগুলি ক্রমে বড় হইলে শ্রোতৃবর্গের শ্রবণে উৎসাহ জন্মে না বরং বিরক্তি-কর হইয়া উঠে ; উপসংহার কালে অদ্ভুতরস বর্ণিত হইলে নাটক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, এই জন্য প্রাচীন কবিরা নাটকের উপসংহার কালে অদ্ভুত রস বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

প্রখ্যাত বৃত্তান্ত—যথা, রামচরিতাদি। দিব্য নায়ক যথা—শ্রীকৃষ্ণ। যিনি দেবতুল্য হইয়াও নরাভিমানী তাঁকে দিব্যাদিব্য বলা যায়—যথা শ্রীরামচন্দ্র। রাজর্ষি যথা—দুষ্যন্তাদি।

অথ অঙ্কলক্ষণ।

৪১১। নাটকের এক একটী বিভাগকে অঙ্ক কহে। অঙ্কে বর্ণিত নায়ক-চরিত্র প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে, শব্দার্থগুলি বিশদ হইবে ও অনাবশ্যক কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে না কিন্তু আবশ্যক কার্য্য বিবিধ প্রকার হইলেও তাহার উল্লেখ থাকিবে এবং অধিক পদ্য থাকিবে না। আবশ্যক কার্য্যের বিরোধ অঙ্কমধ্যে গুম্ফিত হইলে দূষণাবহ হয়।

দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্য দেশাদির বিপ্লব, ভোজন, মৃত্যু, দন্তচ্ছেদ, নখচ্ছেদ প্রভৃতি ব্রীড়াকর বিষয়, নগরাদি

রোধ, অশ্বারোহণ, গজারোহণ, নৌকাপরিচালন ও নদীস্নান প্রভৃতি বিষয়গুলি অঙ্কমধ্যে বর্ণনীয় নহে; অঙ্কের সমাপ্তিকালে দেবী ও পরিজন প্রভৃতি সকলেরই প্রস্থান বর্ণনা আবশ্যক।

অথ গর্ভাঙ্ক।

৪১২। সূত্রধারাচরিত মঙ্গলাচরণ দ্বারা অলঙ্কৃত ও নায়ক নিষ্পাদ্য প্রধান প্রধান প্রয়োজনবিশিষ্ট অঙ্কমধ্যে প্রবিষ্ট যে অঙ্ক তাহার নাম গর্ভাঙ্ক।

অথ রচনা পারিপাট্য।

৪১৩। প্রথমে পূর্ব্বরঙ্গাদি পরে সামাজিকসংস্থাপন তদনন্তর সভার প্রশংসা করিয়া তৎপরে সূত্রধারের কর্ত্তব্য মঙ্গলাচরণাদির উল্লেখ করিবে ও সেই সঙ্গে কবিরও নামাদি ব্যক্ত করিবে।

অথ পূর্ব্বরঙ্গ।

৪১৪। অভিনেতব্য বিষয়গুলি বর্ণন করিতে যদি কোন বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় সেই ভাবিবিঘ্ন বিনাশার্থ কুশীলব আসিয়া প্রথমে সামাজিক সমীপে যে মঙ্গলাচরণ করেন তাহার নাম পূর্ব্বরঙ্গ। পূর্ব্বরঙ্গ বিঘ্ন-বিনাশে সক্ষম হইলেও অনেকে নান্দী রচনা করিয়া থাকেন।

অথ নান্দী।

৪১৫। আশীর্ব্বচনে সংযুক্ত অথবা দেবাদির স্তুতিগানে অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ তাহার নাম নান্দী।

নান্দ্যন্তর কর্ত্তব্য।

৪১৬। পূর্ব্বরঙ্গের উল্লেখ করিয়া সূত্রধারের ক্ষান্ত হওয়া উচিত, কারণ সেই অবসরে স্থাপক প্রবিষ্ট হইয়া দৃশ্য কাব্যের সংস্থাপন করিবেন আধুনিক নাটকে স্থাপকের তত প্রয়োজন হয় না বলিয়া, একমাত্র সূত্রধার দ্বারা পূর্ব্বরঙ্গাদি সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই সকল কার্য্যের পর সূত্রধার কাব্যার্থ্যব্যঞ্জক অতি সুমধুর কবিতা দ্বারা সামাজিকদিগের চিত্তরঞ্জন করিবেন কিম্বা কোন ঋতু বিশেষকে অবলম্বন করিয়া, নটী দ্বারা একটী গান করাইবেন। তৎপরে প্ররোচনার অনুষ্ঠান অতীব প্রয়োজনীয়।

অথ প্ররোচনা।

৪১৭। যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা অভিনয় দর্শনে সামাজিকদিগের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্ররোচনা।

অথ প্রস্তাবনা।

৪১৮। নটী, বিদূষক অথবা পারিপার্শ্বিক যেখানে সুত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত

প্রস্তাব বিষয়ক কথোপকথন করেন সেই স্থলের সেই প্রস্তাবকে প্রস্তাবনা কহে; নাট্যজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাকে আমুখ বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন।

পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের অনুচর এবং পারিপার্শ্বিক অপেক্ষা নটের পদ অপেক্ষাকৃত ন্যূন।

অথ প্রস্তাবনা প্রভেদ।

৪১৯। কথিত প্রস্তাবনা পঞ্চ প্রকার, যথা— উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত।

অথ উদ্‌ঘাত্যক।

৪২০। অন্য কোন ব্যক্তির কথা শুনিয়া অন্যরূপ অর্থ প্রতিপাদন পূর্ব্বক যেস্থানে পাত্রের প্রবেশ সংসিদ্ধ হয়, তথায় উদ্‌ঘাত্যক নামে প্রস্তাবনা হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"প্রিয়ে সেই দুরাত্মা ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে——"

সূত্রধারের এই অর্দ্ধোক্তি মাত্র শুনিয়া নেপথ্য হইতে চাণক্য কহিলেন "আঃ আমি জীবিত থাকিতে ক্রূর আগ্রহবিশিষ্ট কোন দুরাত্মা পূর্ণরাজ্যবিশিষ্ট চন্দ্রগুপ্তকে অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে?"

এখানে অন্য ব্যক্তির অর্দ্ধোক্তির ভাব অর্থান্তরে পর্য্যবসিত করিয়া নাট্যোক্ত পাত্রের প্রবেশ হইয়াছে এজন্য এটী উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা হইল।

অথ কথোদ্ঘাত।

৪২১। যে স্থলে সূত্রধারের কথা শুনিয়া অথবা তদুক্ত বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তথায় কথোদ্ঘাত নামক প্রস্তাবনা হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

"সূত্র। জগদীশ্বর অভিমুখ হইলে দ্বীপান্তর কিম্বা সাগরের মধ্যভাগ হইতেও অভিমত বস্তু আনাইয়া প্রদান করেন।"

রত্নাবলী।

এখানে সূত্রধারের এই কথামাত্র শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ এই কথা মাত্র শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ নেপথ্য হইতে বলিয়া উঠিল "হাঁ ইহাতে আর সন্দেহ কি? দেখ কোথায় সিংহলেশ্বর-কন্যার সমুদ্রে যান ভঙ্গ এবং কোথায়ই বা সেই কন্যার এই স্থানে আনয়ন—" ইত্যাদি।

অথ প্রয়োগাতিশয়।

৪২২। যদি একরূপ প্রয়োগ করিতে করিতে সেই সঙ্গে আর একপ্রকার প্রয়োগ প্রযুক্ত হয় এবং সেই প্রয়োগ অবলম্বন করিয়া পাত্র-প্রবেশ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে প্রয়োগাতিশয় নামে প্রস্তাবনা হইয়া থাকে।

যেমন কুন্দমালায় সূত্রধার নৃত্যপ্রয়োগের নিমিত্ত আপনার ভার্য্যাকে আহ্বান করিতে গিয়া প্রয়োগ-

বিশেষ দ্বারা সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ সূচনা করিয়া আত্মপ্রয়োগকে পরিপুষ্ট করিয়া লইল।

অথ প্রবর্ত্তক।

৪২৩। যেখানে বর্ত্তমান সময় অবলম্বন করিয়া সূত্রধার বর্ণনীয় বিষয়ের বর্ণন করেন এবং সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া পাত্রের প্রবেশ সম্পন্ন হয়, তথায় প্রবর্ত্তক নামে প্রস্তাবনা হইয়া থাকে।

উদাহরণ স্পষ্ট কারণ নাটকে সচরাচর এইরূপ প্রস্তাবনাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

অথ অবলগিত।

৪২৪। যেখানে একত্র সমাবেশ অর্থাৎ সদৃশোদ্ভাবন হেতু পাত্র প্রবেশ প্রসাধিত হয়, তথায় অবলগিত নামে প্রস্তাবনা হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

সূত্র। বেগবান্ সারঙ্গদ্বারা রাজর্ষি দুষ্মন্ত যেমন বিমোহিতচিত্ত হইয়াছিলেন তোমার গানে আমি সেইরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছি।”

শকুন্তলা।

এই কথা শুনিয়াই রাজা দুষ্মন্তের প্রবেশ সম্পন্ন হইয়াছে।

এই পাঁচ প্রকার প্রস্তাবনার মধ্যে কোন একটী প্রস্তাবনা দ্বারা সূত্রধার সামাজিকগণের চিত্ত বিনোদন করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের উল্লেখ পূর্ব্বক রঙ্গস্থল হইতে অন্তর্হিত হইবেন।

এই নাটকীয় ইতিবৃত্ত দ্বিবিধ—যথা আধিকারিক ইতিবৃত্ত ও প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত।

অথ আধিকারিক।

৪২৫। যদি রামাদি কোন দিব্যাদিব্য নায়ককে অবলম্বন করিয়া নাটক বিরচিত হয় এবং তাহাতে যদি কেবল উক্ত নায়কাদির চরিত বর্ণিত হয় তাহা হইলে তাহাকে আধিকারিক ইতিবৃত্ত বলা যায়। যেমন রামাভিষেকে রাম-চরিত।

অথ প্রাসঙ্গিক।

৪২৬। যে চরিত বর্ণিত হইলে উক্ত আধি-কারিক ইতিবৃত্ত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে তাহার নাম প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত। যেমন সুগ্রীব চরিত।

এই দুই প্রকার ইতিবৃত্তের মধ্যে যে ইতিবৃত্ত নায়ক-সম্বন্ধে বা রসসম্বন্ধে প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইবে তাহা কবির পরিহার করা কর্ত্তব্য কিম্বা অন্য প্রকার করিয়া বর্ণন করা বিধেয়। যেমন উদাত্ত রাঘবে ছদ্মবেশদ্বারা বালিবধ নায়কের পক্ষে প্রতিকূল বলিয়া কবি পরিহার করিয়া গিয়াছেন। এবং ঐ বালিবধ মহাকবি ভবভূতি বীরচরিত নামক নাটকে অন্য প্রকার করিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যে সকল বিষয় মাসদ্বয়ে কিম্বা বৎসর দ্বয়ে নিষ্পাদ্য সেই সকল বিষয় নাটকে চারিদণ্ডের মধ্যে অভিনীত হইলে দূষণাবহ হয় না।

অথ নাটকবৃত্তি।

৪২৭। নাটকে রসপুষ্টির নিমিত্ত চারিটী বৃত্তি ব্যবহৃত হয়; সেই চারিটী বৃত্তির নাম যথা—কৌশিকী, সাত্ত্বতী, আরভটী ও ভারতী। আদ্য-রস বর্ণিত হইলে কৌশিকী; বীরে সাত্ত্বতী, রৌদ্রে আরভটী, ও বীভৎসরসে ভারতীবৃত্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অথ কৌশিকীবৃত্তি।

৪২৮। যে বৃত্তি অতি মনোহর স্ত্রীজনোচিত ভূষণে ভূষিতা, রমণী-বহুলা নৃত্যগীতাদিতে পরিপূর্ণা, ও উপভোগাদি বিবিধ বিলাসযুক্তা তাহার নাম কৌশিকীবৃত্তি।

অথ সাত্ত্বতীবৃত্তি।

৪২৯। যে বৃত্তি দ্বারা শৌর্য্য, দান, দয়া ও আর্জব প্রভৃতি বীরোচিত বিবিধ গুণান্বিতা, আনন্দ বিশেষোদ্ভাবিনী, সামান্য বিলাসযুক্তা, বিশোকা ও উৎসাহ বর্দ্ধিনী বাগ্‌ভঙ্গী নায়ক কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয় (অর্থাৎ শত্রুর প্রতি) তাহার নাম সাত্ত্বতী বৃত্তি।

অথ আরভটী।

৪৩০। মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, আঘাত ও বন্ধনাদি বিবিধ রৌদ্রোচিত কার্য্য-

জড়িত যে বৃত্তি তাহার নাম আরভটী বৃত্তি। নাটকবৃত্তি প্রধান রসের অঙ্গস্বরূপ রৌদ্ররস বর্ণনা স্থলে এই বৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

অথ ভারতীবৃত্তি।

৪৩১। সাধুভাষা বহুলা বৃত্তির নাম ভারতী বৃত্তি। বীভৎসরস বর্ণনস্থলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অথ সম্বোধন বিবরণ।

৪৩২। নাটকে সম্বোধনের নিয়ম আছে; ব্যক্তি বিশেষ ব্যক্তি বিশেষকে যেরূপে সম্বোধন করিবে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ভৃত্যগণ রাজাকে 'স্বামিন্, দেব' বলিয়া; অধমলোকেরা 'ভট্ট' বলিয়া; রাজর্ষিগণ ও বিদূষক 'বয়স্য' বলিয়া; ঋষিগণ 'রাজন্' অথবা অপত্যপ্রত্যয়সিদ্ধ পদ দ্বারা, যেমন, রাম স্থলে 'দাশরথে', দুষ্মন্ত স্থলে 'পৌরব,' যুধিষ্ঠির স্থলে 'পাণ্ডব'; ইতর লোকেরা রাজাকে 'আর্য্য' বলিয়া, ও বিপ্রগণ অপত্যার্থ প্রত্যয় দ্বারা অথবা নামোল্লেখ পূর্ব্বক সম্বোধন করিবেন।

রাজা বিদূষককে নাম দ্বারা অথবা 'বয়স্য' বলিয়া; নটী ও সূত্রধার পরস্পর 'আর্য্য' ও 'আর্য্যে' বলিয়া; সূত্রধার পারিপার্শ্বিককে 'ভাব' বলিয়া; আত্ম-সদৃশ ব্যক্তিকে সমকক্ষ ভদ্র লোকে 'বয়স্য' বলিয়া; মধ্যম প্রকৃতির লোক সমকক্ষকে 'হংহো' কিম্বা 'হংহো অমুক' বলিয়া; সম্বোধন করিবে।

অধম লোকেরা অমাত্যকে 'আর্য্য' বলিয়া; ব্রাহ্মণগণ অমাত্যকে 'অমাত্য' কিম্বা 'সচিব' বলিয়া; সাধারণে দেবর্ষিকে 'ভগবন্' বলিয়া; যে রাজা রথী সূত তাঁহাকে 'আয়ুষ্মন্' বলিয়া এবং তপস্বীকে পণ্ডিতগণ 'সাধো' ও 'প্রশান্ত' বলিয়া সম্বোধন করিবেন।

শিষ্যগণ আচার্য্যকে 'উপাধ্যায়' বলিয়া; এবং পূজ্যব্যক্তিকে শিষ্য ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বিশিষ্ট সম্মান-সূচক যে কোন সম্বোধন দ্বারা সম্বোধন করিবেন।

যুবরাজকে 'ভর্ত্তৃদার' বলিয়া; অধমলোকেরা রাজ-কুমারকে 'সৌম্য' ও 'ভদ্র' বলিয়া; এবং প্রজাবর্গ রাজকুমারীকে 'ভর্ত্তৃদারিকে' বলিয়া সম্বোধন করিবে।

অন্যান্য রমণীগণ শ্বশুরকে 'আর্য্য','শ্বশ্রূকে 'আর্য্যে', ও স্বামীকে আর্য্যপুত্র বলিয়া; এবং উক্ত কামিনীগণ নিজ সখীকে ও আত্মসদৃশ স্ত্রীগণকে 'হলা' (হ্যাঁ লা) বলিয়া সমাহ্বান করিবে।

যাহারা পাষণ্ড তাহাদিগকে তৎকাল-প্রচলিত বাগ্‌বিশেষ দ্বারা সম্বোধন করিবে; যেমন কাপালিক, ভণ্ড; এবং কর্ম্ম, বিদ্যা ও জাত্যনুসারে আর আর ব্যক্তি-দিগকে সমাহ্বান করিবে।

অথ প্রকরণ।

৪৩৩। আদ্যরস-প্রধান অথচ ধীরপ্রশান্তক কবি-কল্পিত যে লৌকিক ইতিবৃত্ত তাহার নাম প্রকরণ।

লৌকিক ইতিবৃত্ত অর্থাৎ পুরাণ প্রসিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ, বণিক্ ও অমাত্যগণকেই প্রায় ইহার নায়ক

হইতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ নায়ক যথা—মৃচ্ছকটিকে। অমাত্য নায়ক যথা—মালতীমাধবে।

অথ প্রহসন।

৪৩৪। নিন্দনীয় ব্যক্তিদিগের কবিকল্পিত যে হাস্যরস প্রধান ইতিবৃত্ত তাহার নাম প্রহসন। ইহাতে একটী বই অঙ্ক থাকে না*। উদাহরণ যথা "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।"

অথ মহাকাব্য।

৪৩৫। ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্যে কোন দেবতার কিম্বা সদ্বংশজাত কোন ক্ষত্রিয়ের অথবা একবংশ-সম্ভূত ভূপতিপরম্পরার বৃত্তান্ত লইয়া, পদ্যময় বন্ধেতে যে কাব্য বিরচিত হয় তাহার নাম মহা-কাব্য। মহাকাব্য নানাসর্গে বিভক্ত বটে কিন্তু আটসর্গের ন্যূন হইলে মহাকাব্য হয় না। ইহাতে আদ্য, বীর অথবা শান্তরসের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, এতদ্ভিন্ন ইহাতে অন্য যে কোন রস বর্ণিত হয় তাহা উক্ত প্রধান রসের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

পুরাণাদি প্রসিদ্ধ কোন বৃত্তান্ত কিম্বা লোক-প্রসিদ্ধ সজ্জনাশ্রয় কোন বৃত্তান্ত বিশেষকে অব-

---

* অধুনা বঙ্গভাষায় অঙ্ক সম্বন্ধীয় নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হই-তেছে।

লম্বন করিয়া মহাকাব্য রচনা করিতে হয়। কবি গ্রন্থারম্ভে আপনার অভীষ্টদেবকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম, কিম্বা উক্ত দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক জগতের শুভকামনা অথবা বর্ণনীয় নায়কের নাম নির্দ্দেশ করিয়া কাব্যের সূচনা করিয়া থাকেন।

কোন কোন মহাকাব্যের প্রারম্ভে খল জনের নিন্দা অথবা সাধুজনের প্রশংসার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ, আবার কাব্যবিশেষে একমাত্র বর্গও বর্ণিত হইয়া থাকে।

যদিও মহাকাব্যের প্রত্যেক সর্গ একরূপ ছন্দোবন্ধে গুম্ফিত, তথাপি সর্গের শেষে অন্যবিধ ছন্দে একটী কি দুইটী কবিতা রচনা করিতে হয়; সর্গগুলি অতিদীর্ঘ বা অতিলঘু করিয়া বর্ণন করা উচিত নহে। কোন কোন মহাকাব্যের সর্গবিশেষে বিবিধ ছন্দোবন্ধও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সর্গের শেষভাগে ভাবিসর্গোক্ত বিষয়ের সূচনা থাকে।

সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য্য, রজনী, দিন, প্রদোষ, অন্ধকার, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, পর্ব্বত, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, স্বর্গ, নগর, পথ,

রণগমন, বিবাহ, মন্ত্রণা ও পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি ইহাতে যথাসম্ভব সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত বর্ণনীয়। কবিকে কাব্যোক্ত বৃত্তান্তকে অথবা নায়ককে অবলম্বন করিয়া, মহাকাব্যের নাম হইয়া থাকে। আর যে সর্গে যে বিষয়ের উপাদেয়ত্ব বর্ণিত থাকে কোন কোন মহা কবি সেই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া সেই সর্গের নাম করণ করেন।

উদাহরণ।

কবিকে অবলম্বন করিয়া যথা—মাঘ, ভারবি ; বৃত্তান্তকে অবলম্বন করিয়া যথা—কুমারসম্ভব, নিবাতকবচবধ। নায়ককে অবলম্বন করিয়া যথা—রঘু। সর্গনাম যথা—ইতি নিবাতকবচবধে মহাকাব্যে হিরণ্য পুরাক্রমণং নাম দশমঃ সর্গঃ। এই সর্গে হিরণ্য পুরাক্রমণই প্রধান বিষয় এজন্য "হিরণ্যপুরাক্রমণ" এই কথাকে অবলম্বন করিয়া উক্ত সর্গের নাম করণ হইয়াছে।

অথ খণ্ডকাব্য।

৪৩৬। মহাকাব্যের কোন কোন লক্ষণাক্রান্ত ও এক বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত যে ক্ষুদ্র কাব্য তাহার নাম খণ্ডকাব্য। কোন কোন খণ্ডকাব্য সর্গবন্ধে রচিত, কোন কোন খণ্ডকাব্যে সর্গবন্ধ থাকেও না। যে সকল খণ্ডকাব্য সর্গ-

বন্ধে রচিত তাহাতে আটের অধিক সর্গ দেখা যায় না। মেঘদূত, সীতাবিলাপ প্রভৃতি কাব্য-গুলি খণ্ডকাব্য।

অথ কোষকাব্য।

৪৩৭। পরস্পর অনপেক্ষ শ্লোক সমূহ একত্র নিবদ্ধ হইলে কোষকাব্য হয়। কোষকাব্য ব্রজ্যা-ক্রমে রচিত হইলে অতিশয় মনোহর হয়।

এক ভাবের ও এক প্রকৃতির শ্লোক পরম্পরার একত্র সমাবেশের নাম ব্রজ্যা। পদ্যপাঠ প্রভৃতি কোষ-কাব্য।

অথ গীতকাব্য।

৪৩৮। লয়রাগাদিশুদ্ধ শ্লোক বিশেষ এক স্থানে উপনিবদ্ধ হইলে গীতকাব্য হয়। উদাহরণ—পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র, ইত্যাদি।

অথ গদ্য।

৪৩৯। ছন্দোবন্ধ রহিত যে রচনা তাহার নাম গদ্য। গদ্য চারি প্রকার—যথা মুক্তক, বৃত্ত-গন্ধি, উৎকলিকাপ্রায়, ও চূর্ণক।

অথ মুক্তক।

৪৪০। সমাসরহিত যে রচনা তাহার নাম মুক্তক।

উদাহরণ।

"গণ্ডারের চর্ম্ম এমন কঠিন যে তাহা ব্যাঘ্রের

নখরে বিদ্ধ হয় না, হস্তীর দন্তে বিদারিত হয় না, তরবারের ধারে কাটা যায় না।”

তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা।

অথ বৃত্তগন্ধি।

৪৪১। যে গদ্যরচনা ঘুণাক্ষরের ন্যায় পদ্যাংশ-যুক্ত হইয়া পড়ে তাহার নাম বৃত্তগন্ধি।

উদাহরণ।

“তাঁহার কথায় আমি নগরে যাইয়া দেখিলাম যে সেই সন্ন্যাসিনী নিঃশব্দে বসিয়া আছে।”

ইহার প্রথমাংশের ১৪টী বর্ণ ভিন্ন করিয়া পড়িলে পদ্য হইয়া পড়ে; যথা—“তাঁহার কথায় আমি নগরে যাইয়া” এই জন্য এই গদ্যটী বৃত্তগন্ধি গদ্য হইল।

অথ উৎকলিকাপ্রায়।

৪৪২। দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসযুক্ত যে রচনা তাহার নাম উৎকলিকাপ্রায়।

উদাহরণ।

“ঘনবিজনকানন বা তরুশূন্যমরুদেশ, গভীরসিন্ধু-গর্ভ বা জনাকীর্ণরাজধানী ইত্যাদি।”

বাহ্যবস্তু।

অথ চূর্ণক।

৪৪৩। অল্প সমাসযুক্ত যে রচনা তাহার নাম চূর্ণক।

উদাহরণ।

“যদি সকল মনুষ্য দীনহীন অক্ষম ব্যক্তিকে দয়া

করে, পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরধন হরণ প্রভৃতি কুকর্ম্মে রত না হয় তাহা হইলে” ইত্যাদি।

তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা।

অথ কথা।

৪৪৪। যে কাল্পনিক গল্পের প্রথমাংশ কএকটী পদ্যদ্বারা বিরচিত তাহার নাম কথা। ইহাতেও মহাকাব্যের ন্যায় অভীষ্ট নমস্কার ও খলাদির নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন কাদম্বরী, বাসবদত্তা।

অথ উপাখ্যান।

৪৪৫। বালক বালিকাদিগের শিক্ষাভ্যাসের নিমিত্ত পশুপক্ষ্যাদির কল্পিত বৃত্তান্তঘটিত যে আখ্যায়িকা তাহার নাম উপাখ্যান।

অথ ইতিহাস।

৪৪৬। যে গ্রন্থে যুদ্ধ, বীর, নরপতি, দেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনা, ও আচার ব্যবহারাদি বিরচিত হয়, তাহার নাম ইতিহাস।

অথ চম্পূ।

৪৪৭। গদ্য পদ্যময় যে কাব্য তাহার নাম চম্পূ। চম্পূকাব্য বঙ্গভাষায় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

অথ বিরুদ।

৪৪৮। গদ্য পদ্যময়ী যে রাজস্তুতি তাহার নাম বিরুদ।

অথ করম্ভক।

৪৪৯। নানাভাষায় বিরচিত কাব্যের নাম করম্ভক। ভারতচন্দ্র বিরচিত অন্নদামঙ্গল করম্ভকের মধ্যে পরিগণিত।

অথ পুরাণ।

৪৫০। যাহাতে সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর ও নানাবংশের চরিত কীর্ত্তিত হয় তা র নাম পুরাণ।

ইতি কাব্যদর্পণে নাটক নামক দশম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্ত।